আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩৯ || সোমবার || আষাঢ় ১৯ || ১৪৩০ || জিলহজ্ব ১৪ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 39 || July 03 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

মামলায় হেরে পাল্টা মামলা ঠুকলেন ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লেখিকা এলিজাবেথ জিন ক্যারলের করা **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

সুইপ কর্মসূচিতে ঘর মিলেছে মাত্র ৩ জনের

হোমলেস: ৯৯.৯% ব্যর্থ নিউইয়র্ক সিটি!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: হোমলেসদের ক্যাম্পে ফেরানোর জন্য নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামসের নেওয়া সুইপস কর্মসূচির ফলাফল নিয়ে এক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার। আর তা রীতিমতো হতাশ হওয়ার মতো এক চিত্র তুলে এনেছে। বুধবার প্রকাশিত এই অডিট প্রতিবেদনে ২০২২ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত কর্মসূচির প্রাথমিক নীরিক্ষণ তুলে ধরা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ভবঘুরে গৃহহীনদের শেল্টারহোমে পাঠানোর প্রচেষ্টা নেয় নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এ কাজে সামান্যই সাফল্য এসেছে।কম্পট্রোলার অফিসের এই প্রতিবেদন মিলে গেছে সমাজকর্মী ও রাজনীতিকরা যা আগে থেকেই বলে আসছিলেন তার সঙ্গে। মানুষগুলোকে একটি স্থায়ী আবাসে নিতে না পারার কারণে সমাজসেবী বা অন্য সেবাগুলো তাদের নাগালে পৌঁছাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে নগর প্রশাসন। **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

শিক্ষাঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টে বাতিল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্টে শিক্ষাঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত বাতিলের পর প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, তার প্রশাসন শিক্ষার্থীদের এই ঋণের বোঝামুক্ত করতে সব প্রচেষ্টাই নেবে। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে ঋণের ভার কমাতে আমার নেওয়া কর্মসূচি সুপ্রিম কোর্টে আটকে দেওয়াটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত। আমি আমার চেষ্টা অব্যহত রাখবো যাতে ঋণগ্রস্তরা তাদের সুবিধাটুকু **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা একটি ঘোষণাপত্র ও ফোর ফাদার্সের ভূমিকা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামীকাল ৪ জুলাই মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এর নাগরিকেরা স্বাধীনতার উদযাপনে মেতে উঠবে। দিবসটি ফোর্থ অব জুলাই কিংবা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিসাবেই পরিচিত। এখানে সেখানে চলবে আনন্দ হৈ-হল্লা, বার-বি-কিউ পার্টি। সন্ধ্যা নামলেই

আকাশে আকাশে ছুটবে আতশবাজির হল্কা। আরও থাকবে পতাকা শোভিত শোভাযাত্রা। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে পেন-সিলভানিয়া প্রাদেশিক আইনসভায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের সভায় গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের সাথে যুদ্ধরত তেরটি **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

ধোঁয়াশার পর পোকার হানা নিউইয়র্ক ছেয়ে গেছে ক্ষুদে পাখার এফিডে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মার্টিন ডুপেইন গত ২৯ জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে যখন কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন তখন হঠাৎই তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এক দঙ্গল পোকা। মাথার ওপর মেঘ তৈরি করে উড়ছিলো পোকাগুলো। দেখতে সবুজ রঙা অতি ক্ষুদ্র কীটগুলো মার্টিনের মাথায়, **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

ভিসা নীতি প্রত্যাহার চেয়ে আদালতে বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ, সামাজিক অবস্থান-সম্মান বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অসাংবিধানিক ও অযৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভিসা নীতি আরোপ ও প্রত্যাহার চেয়ে অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ স্টেট **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

আবার বাড়ছে মর্টগেজ রেট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: টানা তিন সপ্তাহ ধরে অব্যহতভাবে কমার পর ফের বাড়তে শুরু করেছে দীর্ঘ মেয়াদি মর্টগেজের হার। মর্টগেজ বায়ার ফ্রেডি ম্যাকের দেওয়া সাপ্তাহিক ড্যাটা এই তথ্য জানাচ্ছে। ৩০ বছরের জন্য নির্ধারিত হোম মর্টগেজ এই সপ্তাহে ৬.৭১% এর দাঁড়ায়। যা এক সপ্তাহ আগে ছিলো ৬.৬৭%। আর এক বছর **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 INTUIT Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Steven M. Levy, CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 03 // 2023

হেলিকপ্টারে করে আমার বাবাকে এখানে এনে কবর দিল, কেন: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ প্রতিশোধপরায়ণ হলে দেশে বিএনপি-জামায়াতের অস্তিত্ব থাকত না। আওয়ামী লীগ কোনো প্রতিশোধ নেয় না। অথচ আওয়ামী লীগের বিদ্যুৎ, টেলিভিশন ব্যবহার করে টকশোতে বসে মিথ্যাচার করছে তারা। রোববার (২ জুলাই) দুপুরে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, সব সময় সত্যের জয় হয়। যেখানে জাতির পিতার নাম মুছে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সে নাম আবার ফিরে এসেছে। হেলিকপ্টারে করে আমার বাবাকে এখানে (টুঙ্গিপাড়ায়) নিয়ে এসে কবর দিল। কেন? যেন টুঙ্গিপাড়ায় কেউ আসতে না পারে। এ বাড়িটি সিলগালা করে রেখে দিয়েছিল। এখানে আমার চাচি ও ছোট বাচ্চাদেরকেও থাকতে দেওয়া হয়নি। এরকম অত্যাচার করেছিল আমাদের ওপর। উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে সরকার প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে সেই টুঙ্গিপাড়ায় আসতে পারি মাত্র আড়াই ঘণ্টায়। এটা সম্ভব হয়েছে পদ্মাসেতু নির্মাণের ফলে। সেটাও নির্মাণে বাধা দিয়েছিল, টাকা ফেরত নিয়েছিল। চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম, কোনো দুর্নীতি হয়নি। সেই থেকে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম নিজেদের অর্থে করব পদ্মা সেতু। বাংলাদেশের মানুষের সহযোগিতা পেয়েছিলাম বলেই পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল।

নিউইয়র্ক মহানগর আ. লীগের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও বারবিকিউ পার্টি অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও বারবিকিউ পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার অপরাহ্নে সিটির ফ্রেসমেডো পার্কে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং প্রধান বক্তা ছিলেন দলের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এমদাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে এতে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীর মধ্যে মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এম উদ্দিন আলমগীর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক হায়দার, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুল ইসলাম, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত চৌধুরী, সুমন মাহমুদ, সাফাত রহমান, দুলাল বিল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক: অবশেষে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র খোটার থালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। গত ৩০ জুন ছিলো ভোটার হওয়ার শেষ দিন। এদিনের ২৫১জন ভোটার মিলে সংগঠনের সর্বমোট ভোটার হলো ৪১৭জন। এই ভোটার নিয়েই আগামীতে ফাউন্ডেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ছবিতে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান ও প্রধান উপদেষ্টা নাসির খান পল এবং বিদায়ী সভাপতি ডা. আব্দুল লতিফের হাতে ভোটার লিষ্ট তুলে দেয়া হচ্ছে। এসময় সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকা মুসলিম সেন্টারের ঈদ জামাতে মুসল্লীদের একাংশ

নতুন

RUTH BADER GINSBURG HOSPITAL

এখন পরিচর্যার জন্য খোলা আছে

একটি নতুন হাসপাতাল যা একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।
সাউথ ব্রুকলিনে (South Brooklyn) স্বাস্থ্য পরিচর্যার রূপান্তর ঘটাচ্ছে।

সকলের জন্য উৎকর্ষতা আশা করুন

SouthBrooklynHealth.nyc
1-844-NYC-4NYC

NYC HEALTH+ HOSPITALS | South Brooklyn Health

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ঈদের ছুটিতে ঝরেছে বহু প্রাণ

সড়ক নিরাপদ করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিন

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে নানা রকম পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও এবারের ঈদের ছুটিতেও সড়কে ঝরেছে বহু প্রাণ এবং আহত হয়েছেন অনেকে। গত ৩০ জুন শুক্রবার রাজধানীতে একজন সংসদ-সদস্য দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। জানা যায়, উলটো দিক থেকে আসা বেপরোয়া গতির একটি পিকআপ ওই সংসদ-সদস্যকে বহনকারী গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। একই দিন ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলেঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাস ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েকজন। প্রশ্ন হলো, মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল করার সুযোগ পায় কী করে? দুঃখজনক হলো, রাজধানীর কোনো কোনো প্রধান সড়কেও কখনো কখনো ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে এখনই যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া না হলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। এবারের ঈদে বেশকটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটেছে। বস্তুত কেবল ঈদের ছুটিতেই নয়, এমন কোনো দিন পাওয়া কঠিন, যেদিন অন্তত কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটছে না। বলা বাহুল্য, সড়ক দুর্ঘটনায় কেবল প্রাণহানিই ঘটে না, এর আর্থিক ক্ষতিও বিপুল।

সম্প্রতি দেশে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটলেও কেন দুর্ঘটনার মাত্রা কমছে না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি হয়ে পড়েছে। সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো বহুল আলোচিত। সড়কগুলো মৃত্যুফাঁদে পরিণত হওয়ার প্রধান কারণ চালকের বেপরোয়া মনোভাব। কোনো দুর্ঘটনার পর আমরা জানতে পারি দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনটির কী কী ত্রুটি ছিল। প্রশ্ন হলো, ত্রুটিযুক্ত কোনো যানবাহন সড়ক-মহাসড়কে চলাচলের সুযোগ পায় কী করে? সড়ক দুর্ঘটনার নানা কারণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো-চালকের অদক্ষতা। মহাসড়কে অপরিকল্পিত গতিরোধকগুলোও দুর্ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া সড়কের পাশে হাটবাজার বসানো, চালকের পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব ইত্যাদি কারণেও দুর্ঘটনা ঘটছে। মহাসড়কে যান চলাচলের সর্বোচ্চ গতি বেঁধে দিয়ে এবং গতি পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করে চালকদের ওই নির্দিষ্ট গতি মেনে চলতে বাধ্য করা হলে দুর্ঘটনা অনেক কমে আসবে বলে মনে করি আমরা।

পরিবহণকর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা দরকার। দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মূল্যবোধের পরিবর্তনেও নিতে হবে জোরালো পদক্ষেপ। পরিবহণকর্মীদের জীবনমানের উন্নয়নেও নিতে হবে পদক্ষেপ। লাইসেন্স প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমবে। সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায়, দুর্ঘটনা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমবে।

জাতিসংঘ বাহিনীর মালি ত্যাগের পরিণতি যা হতে পারে

॥ পল মেলি ॥

মালিতে শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে শুক্রবারের জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভোটের ফল অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। এ শান্তিরক্ষা মিশন বন্ধ করার বাইরে তাদের কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। এ মিশনটিই ছিল বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী মিশন। ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান এ মিশনে প্রায় ১৮৭ শান্তিরক্ষী প্রাণ হারিয়েছেন। তবে, এ হতাহতের সংখ্যার সঙ্গে মিশনটি বন্ধের কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত দেশটির সামরিক শাসকের চাপের কারণেই ১২০০০ আন্তর্জাতিক সৈন্যকে সেখান থেকে তুলে নিতে হচ্ছে। মালি একটা চরম নিরাপত্তা সংকটে থাকা সত্ত্বেও তার সরকার এ চাপ দিচ্ছে।

ধারণা করা হচ্ছে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা চলে গেলে মালি রাশিয়ার ভাড়াটে ওয়াগনার গ্রুপের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হবে; দেশটিতে বর্তমানে ওয়াগনার গ্রুপের ১০০০ যোদ্ধা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

মালি একটি বিশাল দেশ– গ্রীষ্মমন্ডলীয় পশ্চিম আফ্রিকা থেকে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত; এর উত্তর ও মধ্য অঞ্চলজুড়ে বিভিন্ন জিহাদি সশস্ত্র গোষ্ঠী সক্রিয় আছে। ভয়ংকর বাহিনী হিসেবে ওয়াগনারের খ্যাতি সত্ত্বেও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন আছে; এমনকি ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অতিরিক্ত যোদ্ধা এনে এর শক্তি বাড়ানো হলেও প্রশ্নটি অযৌক্তিক হবে না। বরং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভাড়াটে দলটির নেতা ইয়েভজেনি প্রিগোজিনের মধ্যে সাম্প্রতিক সম্পর্কের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটি আরও জোরদার হতে পারে।

এটি ঠিক, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্য মালিতে ওয়াগনারের উপস্থিতি ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রকে খোঁচাতে এবং পশ্চিম আফ্রিকায় রাশিয়ার অবস্থানকে শক্তিশালী করার একটি কার্যকর উপায়। আবার এটিও ঠিক, ওয়াগনার মার্কিন স্যাটেলাইট ইন্টেলিজেন্স সমর্থিত বিমান হামলার শক্তি, সাঁজোয়া ইউনিট এবং লজিস্টিক সহায়তা পাবে না, যা ফরাসি বাহিনী বারখানে থাকার সময় পেত। গত বছর মালি ও তার সাবেক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ার পর ফরাসি বাহিনী এলাকাটি ছেড়ে যায়। গত ১১ মাস ধরে সেখানে ওয়াগনার গ্রুপ কাজ করছে, কিন্তু জিহাদি গোষ্ঠীগুলো এ সময়ে তাদের কার্যক্রম তীব্র করেছে।

এখন জাতিসংঘও চলে গেলে জঙ্গি তৎপরতা আরও বাড়বে, যখন ওয়াগনার গ্রুপের কঠোর পন্থা আবাদি তুয়ারেগ এবং পশুপালক পিউল (ফুলানি নামেও পরিচিত) সম্প্রদায়কে পরস্পর থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ইতোমধ্যে মধ্য মালির কিছু অংশে সহিংসতায় রূপ নিয়েছে– নাইজার নদীর এ উর্বর বদ্বীপ পশ্চিম আফ্রিকার চালের ঝুড়ি বলে পরিচিত।

মালির সামরিক শাসক কর্নেল আসিমি গোইতা ২০২০ সালের আগস্টে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর দাবি, জাতিসংঘের বাহিনী, যা মিনুসমা নামে পরিচিত, জাতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থনে আরও বেশি আক্রমণাত্মক সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকা নিক। কিন্তু জাতিসংঘের সৈন্যদের একটি নীতিমালার অধীনে কাজ করতে হয়– যার মধ্যে আছে জঙ্গি হামলা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা, মৌলিক জনসেবা ও মানবিক ত্রাণ সহায়তা এবং ২০১৫ সালের চুক্তির মান্যতা দেওয়া। সেই চুক্তির অধীনে, উত্তরের জাতিগত তুয়ারেগ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্থানীয় স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিনিময়ে একটি ঐক্যবদ্ধ মালির মধ্যে থাকতে সম্মত হয়েছিল। তুয়ারেগরা সাহারায় একটি স্বাধীন আবাসভূমি 'আজওয়াদ' প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে।

কর্নেল গোইতা এ কারণেও বিরক্ত যে, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করার নামে ওই ২০১৫ সালের শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে তাঁর আগ্রহের ঘাটতির সমর্থনে জাতিসংঘের সৈন্যরা দাঁড়ায়নি। অধিকন্তু, শুধু জাতিসংঘ নয়, বেশ কয়েকটি পশ্চিমা সরকার এবং অনেক আঞ্চলিক প্রতিবেশীর সঙ্গেও মালি সরকারের সম্পর্ক গত দুই বছর ধরে অবিশ্বাস ও অসন্তোষের কারণে তিক্ত হয়েছে।

গত জুলাইয়ে, জাতিসংঘ বাহিনীর মালি ত্যাগের সময়সীমা নিয়ে আঞ্চলিক সংস্থা ইকোওয়াসের সঙ্গে অব্যাহত বিরোধের মধ্যেই, মালি সরকার আইভরি কোস্ট থেকে আসা ৪৯ জন সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে; যারা একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থার অধীনে জাতিসংঘের প্রাঙ্গণ পাহারা দিতে

এসেছিল। তিনজন ছাড়া বাকি সবাই জানুয়ারি পর্যন্ত আটকে ছিল, যখন দীর্ঘ আলোচনার পর তারা মুক্তি পায়।

জাতিসংঘ বাহিনীর জন্য সেখানে কার্যক্রম চালানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠলে, আইভরি কোস্ট, জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং সুইডেন তাদের সৈন্য দল প্রত্যাহারের পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

কিন্তু সম্পর্কের চূড়ান্ত ভাঙনটি ঘটে এই মে মাসে, যখন ২০২২ সালের মার্চ মাসে মধ্য মালির মৌরা গ্রামে সংঘটিত বেসামরিক নাগরিক হত্যার বিষয়ে জাতিসংঘ তাদের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জান্তার বাধা উপেক্ষা করে জাতিসংঘ বাহিনী ওই হামলার শিকার সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়, বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেয় এবং ২২৮ ভুক্তভোগীর পরিচয়ের প্রমাণ পেতে সক্ষম হয়। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয় : মৌরাতে সেনাবাহিনী এবং সহযোগী 'বিদেশি' যোদ্ধাদের দ্বারা ৫০০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়– ইঙ্গিতটা স্পষ্টত ওয়াগনারের প্রতি।

তদন্ত দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের হুমকি দিয়ে সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করে। এতে তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি, ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি তৈরির অভিযোগ আনা হয়। ফলে, জাতিসংঘের বাহিনী দ্রুত মালি ত্যাগের দাবি মোটেই অবাক হওয়ার মতো কিছু হতে পারে না।

জাতিসংঘ বাহিনীতে যারা কাজ করছে তাদের অধিকাংশই আফ্রিকান; তারপরও মিনুসমা বিরোধী মতামত কয়েক মাস ধরে সংগঠিত হচ্ছিল।

কর্নেল গোইটা সম্প্রতি একটি নতুন সংবিধানের জন্য গণভোটে সমর্থন পেয়েছে, যা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এবং সামরিক নেতাদের পরের বছরের জন্য পরিকল্পিত নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়। জাতিসংঘের এখতিয়ারের বাইরে থাকায়, তার এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তার আরও সুবিধা হবে এখন।

যাই হোক, সাধারণ মালিয়ানরা, বিশেষ করে ভঙ্গুর কেন্দ্র এবং উত্তরে, জাতিসংঘের বাহিনীর অভাব বোধ করতে পারে। যদিও এটি জিহাদি আক্রমণ থামাতে পুরো সফল হয়নি, জাতিসংঘ বাহিনী অন্তত একটি পর্যায় পর্যন্ত জিহাদিদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে; প্রধান শহরগুলোতে ন্যূনতম শান্তি এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছে, যাতে মৌলিক পরিষেবা, প্রশাসন এবং কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা সম্ভব হয়। এর উপস্থিতি অন্ততপক্ষে উত্তরের দলগুলোর সঙ্গে চুক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যারা সামরিক সরকারের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের চলে যাওয়ায়, উত্তরের কিছু অংশ– যেখানে সেনাবাহিনী এবং ওয়াগনার নিজেদের অবস্থান তৈরির জন্য সংগ্রাম করছে– আসলে বাস্তবিক স্বায়ত্তশাসনের দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারে। ফলে বামাকোর উত্তপ্ত নাগরিক রাজনীতি থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী অনেক সম্প্রদায়ের জন্য দৈনন্দিন জীবন সম্ভবত আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

পল মেলি: লন্ডনের চ্যাথাম হাউসে আফ্রিকা প্রোগ্রামের একজন পরামর্শক; বিবিসি থেকে ভাষান্তরিত করেছেন সাইফুর রহমান তপন।

নামাজের সময়-সূচী

জুন	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ফজর	৩.৫০	৩.৫১	৩.৫২	৩.৫২	৩.৫৩	৩.৫৪	৩.৫৫
সূর্যোদয়	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১
জোহর	১.০০	১.০০	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১
আসর	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪
মাগরিব	৮.৩২	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩০
এশা	১০.১১	১০.১০	১০.১০	১০.০৯	১০.০৯	১০.০৮	১০.০৮

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

কিসের নেশায় কেমন করে

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

চিরতরে হারিয়ে গেলেন টাইটানের ৫ আরোহী। টাইটান উদ্ধার অভিযানের করুণ পরিসমাপ্তি, সর্বত্র শোকের ছায়া। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন। অজানাকে জানার হাতছানি দেয় সাগরের তলা এবং পাহাড়ের চূড়াও। অদম্য আগ্রহ মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা টাইটানের পরিণতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। টাইটানের ৫ আরোহীর মধ্যে তিনজন হলেন হামিশ হার্ডিং (ব্রিটিশ বিলিয়নিয়ার), ব্রিটিশ ব্যবসায়ী শাহজাদা দাউদ ও তৎপুত্র সোলেমান দাউদ। তাদের এই মর্মান্তিক অভিযানের ঘটনায় মনে পড়ে গেল নেপালে সূর্যাস্ত দেখার জন্য পাহাড় চূড়ায় আরোহণের ভয়ঙ্কর অভিযানের কথা। বেলা ৩টায় ফিয়ালেক থেকে হোটেলে চলে আসি। গাইড কৃষ্ণ প্রসাদ আচার্য্য সাড়ে ৪টায় এসে সূর্যাস্ত দেখাতে নিয়ে যাবে। বলে গেছে- ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা যেন লাঞ্চ সেরে প্রস্তুত থাকি। সে মোতাবেক ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে লেক সাইড এলাকা থেকেই চলে যায় গাইড। সাড়ে ৪টায় গাড়িসহ আচার্য্য আসে।

লেক সাইড থেকে যে পথ দিয়ে এসেছিলাম ঠিক সে পথ ধরেই অগ্রসর হয় গাড়ি। লেক সাইডের কাছাকাছি গিয়ে ডান দিকে টার্ন করে পাহাড়ের উপরে উঠতে থাকে। একবার ডানে একবার বামে, ঘুরে ঘুরে ক্রমশ ওপরে উঠছি তো উঠছি। পোখারা ভ্যালিটা একবার চোখে আসে আবার আড়ালে চলে যায়। যতই উপরে উঠছি পোখারা ভ্যালি যেন ততই ছোট হয়ে আসছে। বাড়িঘর দালান-কোঠা ছবির মতো দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে চায়ের দোকান। মোড়ে মোড়ে ভূমির ঢালু অংশ সমান করে দোকান বসিয়েছে। বিক্রি করছে চিপস্, বিস্কুট, চা, কফি ও নানারূপ পানীয়। এভাবে চল্লিশ মিনিট চলার পর বেশ প্রশস্ত এক জায়গায় গাড়ি থামে। আমাদের আগেও কয়েকটা গাড়ি থেমেছিল সেখানে। আমরা মোট রাস্তার নব্বই পারসেন্ট পৌঁছে গেছি। টেন পারসেন্ট পায়ে হাঁটতে হবে, বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না বলে জানায় গাইড।

বেলা ডোবার তখনো চল্লিশ মিনিট বাকি আছে। তাহলে আমরা বিশ মিনিট আগেই পৌঁছতে পারব। আমাদের বাম দিকে ফিয়ালেক আর ডান দিকে অন্নপূর্ণা পর্বতমালা। অন্নপূর্ণার বিচ্ছিন্ন একটা চূড়া বেয়াড়াভাবে একেবারে সামনে চলে এসেছে এর নাম মচ্ছপুচ্ছ (ঋরংযঃধরষ)। মচ্ছপুচ্ছের তুষারগুলো খুব নিকটে দেখা যাচ্ছে। মনে হয়-চোখ বুজে দৌড় দিলে এইবেলা পৌঁছে যেতে পারব। ঢালে পাথরের নির্মিত সিঁড়ি বেয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর ডানদিকে আরো একটা টি-স্টল। সঙ্গীদের অনেকে আর উপরে উঠতে রাজি হলো না। আমার চিকিৎসক আমাকে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠতেই বারণ করে দিয়েছিল।

সব মিলিয়ে তিনশ তলার বেশি উঠে গেছি। আরো উঠতে হবে। শিশু-কিশোর পর্যটকরা আমাদের ছেড়ে গাইডের পেছনে পেছনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দল নেতাকে পেছনে ফেলে আমাদের এক দলনেত্রীও উপরের দিকে যাচ্ছে। আমারও ইচ্ছে- যে করেই হোক উপরে উঠব। আমার ঢাকার ফ্ল্যাট দশতলায়, লিফটে ওঠানামা করতে হয়। কোনো কারণে লিফট বন্ধ থাকলে সমস্যা দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষ তখন এক তলা পরপর চেয়ার পেতে রাখে। যারা আমার মতো- তারা কয় সিঁড়ি ওঠার পর চেয়ারে বসে বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার অভিযান শুরু করে। সূর্যাস্ত দেখার জন্যে পর্বতারোহণ অভিযানে আমি সেভাবেই উপরে উঠতে চাই। বাধা হয়েছে সময়। আমার মতো করে উঠলে আজকের সূর্যাস্ত দেখার আশা বাদ দিতে হবে। ক্ষুদে পর্যটকদের কথা আলাদা। ওরা খেলার মাঠে যেভাবে দৌড়ায় পাহাড়ের ঢালে সেভাবেই দৌড়ায়। একটানে আকাশে ওঠে যেতে চায়।

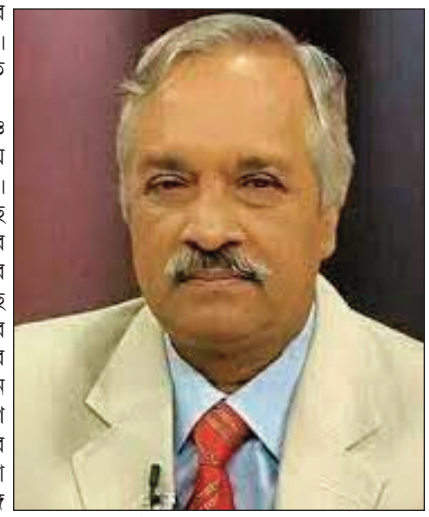

আমি আর পারছিনে-এর পরেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জিরিয়ে জিরিয়ে কেবলই উপরের দিকে যাচ্ছি। আমার আগে আগে যাচ্ছে দলনেত্রী। পরনে হলুদ রঙের সালোয়ার কামিজ। দলনেত্রীর হাত ছাড়া হয়ে আগে আগে যাচ্ছে তিন শিশু। শিশুদের বয়স চার থেকে আট বছরের মধ্যে। সবার আগে গাইডের পেছনে পেছনে গেছে আমাদের তিন তরুণ পর্যটক। মিনিট দশেক হাঁটার পর আমি হাঁফিয়ে উঠি বিশ্রাম ছাড়া আর হাঁটা সম্ভব নয়। রণেভঙ্গ দিয়ে পেছনে রয়ে গেছে সাত জন। এ অবস্থায় বিশ্রাম নিতে গেলে আমি দল ছুট হয়ে পড়ব। বাম দিকের দোকান বরাবর আসতেই দলনেত্রী আমার দিকে ফিরে, -দুলা ভাই, আপনি এক বোতল কোক নিয়ে আসেন। আমাকে ছেড়েই উপরে চলে গেছে বাচ্চারা। আমি বাচ্চাদের থামাতে পারছি না।

আমি কোক নিয়ে দাম চুকিয়ে দেখি, নেত্রীও অনেক দূর পৌঁছে গেছে। বেলা ডুবতে আর বেশি বাকি নেই। তিন দিন আগে অমাবস্যা গিয়েছে- আঁধারের রেশ এখনো কাটেনি। বেলা ডোবার পর পর আঁধার যখন জেঁকে বসতে শুরু করবে তখন ওপর থেকে নিচে নামা সমস্যা হবে। আগে যারা গিয়েছে তাদের ডেকে থামিয়ে দেবো, সে সুযোগ নেই। আমার কাঁধে ট্যুরিস্ট ব্যাগ, হাতে কোকের বোতল। বেলা ডুবতে মাত্র দশ মিনিট বাকি। দশ মিনিটে কিছুতেই চূড়ায় ওঠা সম্ভব হবে না। কষ্ট করে উঠলেও সূর্যাস্ত দেখা যাবে না। এ জাতীয় সুবিধা অসুবিধার হিসাব করে অসুবিধার পাল্লা বেশি ভারী হয়ে পড়ায় আর একটু উঠে ডান পাশের টিস্টলে বসে পড়ি। টি-স্টলের পশ্চিম দিক খোলা। খোলা অংশের বাইরে ভূমির সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত একজোড়া বেঞ্চ ছাড়াও ছিল দুটো হাতলবিহীন চেয়ার। ওখানে বসে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার সাধ কিছু পূরণ হবে বলে জানায় একমাত্র মহিলা বিক্রেতা।

মহিলার পরামর্শে সেখানে বসে পশ্চিমাকাশের সূর্য দেখতে চেষ্টা করি। সূর্যের রশ্মি দেখতে পাই। এভাবে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে পর্যটকদের নেমে আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। মিনিট বিশেক পার হয়ে গেল। অভিযাত্রীদের কেউ অবতরণ করছে না। আলো আঁধারি পরিবেশ। ওপরে নিচে ওঠানামার পথে কিছু দূর পরপর মিটমিট করে জ্বলছে বৈদ্যুতিক বাতি। মানুষের ওঠানামার কোনো সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি নিচে নামার জন্যে ভিন্ন কোনো রাস্তা আছে? সে পথ দিয়ে কি নেমে গেলো তারা! আমি যে এখানে আছি কেউ জানে না। সবাই গাড়িতে উঠে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে নাতো! এ রকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে নিচে নামতে শুরু করি। মিনিট দশেকের মধ্যে গাড়ির নিকট চলে আসি। দেখি, রণে ভঙ্গ দেয়া পর্বতারোহীরা পাশের দোকানে বসে গাইডের উদ্দেশ্যে গালাগাল করছে। গালাগালের কারণ হলো, ফিয়ালেকের পাশেই সূর্যাস্ত দর্শনের উঁচু পাহাড়। বেলা ৩টায় হোটেলে না ফিরে লেকের পাশের কোনো খাবারের দোকান থেকে খাওয়া দাওয়া করে পর্বতারোহণ শুরু করলে সূর্যাস্তের পূর্বে চূড়ায় ওঠা সম্ভব হতো। ও বেটা যে পথ বিশ মিনিটে ওঠা যাবে বলে জানিয়েছিল সে পথ পার হতে আমাদের কমপক্ষে এক ঘণ্টা লাগবে। সূর্যাস্ত দেখা গেল না। সূর্যাস্ত দেখার জন্যে আমাদের যারা উপরে গিয়েছে তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। তিন শিশুসহ দলনেত্রী মহিলাটা নিয়ে সবার দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

জাহাঙ্গীর ভাই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি পরিদর্শন করে এই মাত্র রিপোর্ট দিয়েছে। তার রিপোর্ট অনুসারে তিনি দলনেত্রীর হলদে সালোয়ার পরা একজনকে নামতে দেখেছেন। বিশ্বাস হলো-হলদেটা আমাদেরই লোক। নিশ্চিত হয়ে ছোলা মিলিয়ে ঝালমুড়ি খেতে শুরু করি। মিনিট ত্রিশেক পার হয়ে গেল, ছোলা ঝালমুড়ি ফুরিয়ে গেল-তার পরেও ওরা আসছে না। পনের জনের মধ্যে মাথা গুনে আটজন উপস্থিত পাওয়া গেল, বাকি সাতজনই উপরে গিয়েছে। এমন অন্ধকারে উপরে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আসব সে সাধ্য কারো নেই। সময় যতই বাড়ছে ভয় আতঙ্ক ততই বাড়ছে, বিশেষ করে একজন মায়ের পক্ষে তিনজন শিশু নিয়ন্ত্রণে রেখে নিচে নেমে আসা সহজ কথা নয়। ছোলা মুড়ি খেয়ে পানি পান করতে গিয়ে দেখি, রেস্টুরেন্টে পানি নেই। বোতল কিনতে হবে। মনে করলাম, পানি বিক্রির নতুন কৌশল। নেপালের প্রাকৃতিক পানি যে একবার পান করবে সে কারখানার বাজারজাত পানি পান করতে যাবে কেন? এমন সময় হ্যাংলো মতো একজন লোক সিলভারের পাত্রে করে পানি নিয়ে হাজির। অনুমান বিশ পঁচিশ লিটার পানিসহ পাত্রের গলায় রশি বেঁধে রশির উপরের অংশ কপালে ঠেকিয়ে তরতর করে চলে এসেছে। পানির পাত্রসহ মেদহীন লোকটা যে পথ হেঁটে এসেছে সে পথ হেঁটে আসতে আমার একদিন লাগবে।

রাত ৭টার দিকে দলনেত্রী তিন শিশু পর্যটকসহ হাঁফাতে হাঁফাতে নেমে আসে। কেন উঠেছিল, কিভাবে উঠেছিল, ওঠার পরে কি হয়েছিল নামলোই বা ক্যামোন করে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে শুরু করে। মানুষ যত শিক্ষিতই হোক, উচ্ছ্বাস আর আবেগের সময় আঞ্চলিক ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে হয়। আমাদের দলনেত্রীও আঞ্চলিক ভাষায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করেন।

'উপরে কি এমনে গেছি। হোলাহাইন আমারে রাই উপরে চলি যাইচ্ছে। আই অগ্গারে ধইল্লে আরোগ্গা চলি যায়। বলাইলেও হুনে না। ইয়ার লাই আঁই গেছি হেগুনের হিছনে হিছনে। সামনে যাই দেই-দু'দিগে দুই আন হথ। আই কন দিগে যাইম। হোলাহাইন যে দিগে যায় আঁইও হে দিগে যাই। কদ্দুর উপরে যাই, আঁই দেই-কি সুন্দর বাড়ি ও দোয়ান এককান। সূর্য কতকনে ডুবি গেছে আঁই কইতাম হাইডাম ন। সূর্য কেমনে ডুবে-হেইটা দেওন লাগত ন। হোলাহাইন এগুনরে লই কেন্নে নামুম চিন্তায় ভালা লাগে না। হাত্তর দি সিঁড়ি বানাইচে, সিঁড়ি ঠিক মতো বানান অয় ন। ওঠন তুন নামন বেশি কষ্ট অইবো। আমার মাইয়াগা নামতে সিঁড়ি দি ঠেঙ হালাইতে অন্য সিঁড়িত ঠেঙ হড়ি গেছে। লগে লগে ধরি হালাইছি। অল্পের লাই এনা তুই বাঁচি গেছত। হোলা ইগার ঠেঙের জুতা হড়ি গেছে, আবার লাগাউম হেটাও হাইডাম ন। ঠেঙ একখান খালি রাই চলি আইছি।

পরদিন সূর্যোদয় দেখানো হবে। সূর্যোদয় দেখতে হলে যেতে হবে নগরকোট। সেদিনই চলে গিয়েছিলাম নগরকোট। নগরকোট পাহাড়ের চূড়ায় সাত হাজার দুশো ফুট ওপরে হিমালয় ক্লাবে রাত্রিবাস। নগরকোট সূর্যোদয় দেখার অপর একটা স্পট। সেখান থেকে সূর্যোদয় আরো ভালো দেখা যায়। আগের দিন সকালে পোখারা থেকে রওয়ানা হয়ে নগরকোট হিমালয় ক্লাবে সন্ধ্যায় পৌঁছতে পেরেছি। ফিয়া লেক সাইডের মহেন্দ্রকেভ পাহাড়ের উচ্চতার চেয়ে হিমালয় ক্লাবের উচ্চতা দেড় হাজার ফুট বেশি। কাঠমান্ডু থেকে ত্রিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নগরকোট। কাঠমান্ডু ভ্যালি ছেড়ে আসার পরপরই শুরু হয় পাহাড়। ত্রিশ কিলোমিটার পুরো এলাকাই পাহাড়, যার মধ্যে ঘুরে ফিরে শুধু উপরেই উঠেছি। দশ কিলোমিটার দূর থেকে পাহাড়ের চূড়ায় আকাশের কাছাকাছি যে পিংক বর্ণের চিহ্নটি দেখেছিলাম, বিকেলের সূর্যালোক যেখানে প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে গিয়ে আমাদের চোখে পড়েছিল- বাসে বসে বুঝতে পারিনি যে, আমরা আকাশের কাছাকাছি সে গোলাপি চিহ্নের দিকেই এগুচ্ছি। গোলাপি চিহ্নিত স্থানটিই ক্লাব হিমালয়। নগরকোট আসার পথে দু'পাশের গিরিখাদে হাজার হাজার গাছ দেখেছি। এক একটা গাছের উচ্চতা আনুমানিক সোয়া শ'ফুট। সূর্যোদয় দেখতে হলেও উঠতে হবে ভোর সাড়ে ৫টায়। পৌঁছতে হবে পাহাড়ের চূড়ায়। নগরকোট হিমালয় ক্লাবের সামনেই পাহাড়চূড়া। সাপের মতো এঁকেবেঁকে গাড়িই চলে এসেছে পাহাড়চূড়ায়।

ভোর ৫টার দিকে চূড়ায় উঠেই বামদিকেই শুনি শ' শ' মানুষের কলকোলাহল। রাঙা সূর্যোদয় দেখার জন্যে আর চাঙ্গা মনোবলের প্রয়োজন হবে না। যেখানে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকেই সূর্যোদয় দেখা যাবে। বামদিকে ছোট একটা টিলা। টিলায় গিজগিজ করছে লোকজন। পূর্বাকাশ তখনো কালো। কালোতে আলো দেখার জন্যেই এ শীতের মাঝে উষ্ণ বিছানা ছেড়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে দর্শনার্থীরা। মানুষের বিচিত্র সব পিপাসা। লাখ লাখ বছর ধরে সূর্য ওঠা-ডোবা করছে। জন্মের পর থেকে এর কোনো অনিয়ম দেখছি না। সে সূর্য কেমন করে ওঠে। অস্ত যায় কেমন করে? তা দেখার জন্যে কষ্টার্জিত টাকা খরচ করে এতদূর চলে এসেছে। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চোখ মেলে প্রতীক্ষা করছে, কখন সূর্য উঠবে। পূর্বাকাশ যতোই ফর্সা হচ্ছে দর্শনার্থীদের আনন্দ চঞ্চলতা, ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। পূর্ব গগনে কুমকুম ছড়িয়ে পড়তেই ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক শুরু হয়ে যায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কাঞ্চনজঙ্ঘার পেছন থেকে লাল টুকটুক কমলার মতো সূর্য উঠতে শুরু করে। দেখতে না দেখতে লাল কমলার শরীরে যৌবন আসতে শুরু হয়। পলকের মধ্যে বদলে যায় এর চেহারা। জোশ তেজ বাড়ছে। এখন আর তাকানোই যাচ্ছে না সূর্যের দিকে। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার কৌতূহলও শেষ, আস্তে আস্তে লোকজন কমতে শুরু করে।

লেখক : আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

বাংলায় যাকে ‘শতবর্ষী’ বলা হয়, সে রকম মানুষ সংখ্যায় এখনো নগণ্য। ৭৮৮ কোটি মানুষের বিশ্বে ৫-৬ লাখের মতো হবেন। দেশগুলোর ভেতর যুক্তরাষ্ট্রে শতবর্ষী মানুষ বেশি, ৯০ হাজারের মতো। ৩৩ কোটি মানুষের দেশে ৯০ হাজারের একজন হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেই অর্থে হেনরি কিসিঞ্জারকে ভাগ্যবান বলতে হয়।

ইতিহাস কীভাবে স্মরণে রাখবে কিসিঞ্জারকে?

॥ আলতাফ পারভেজ ॥

গত মে মাসে কিসিঞ্জারের ১০০ বছর হলো। আমেরিকার কুলীন সমাজে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে এ উপলক্ষে। সেই উদ্‌যাপন ও উচ্ছ্বাসের রেশ এখনো শেষ হয়নি। এর ভেতর মৃদুস্বরে এ প্রশ্নও উঠেছে–বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাস হেনরি কিসিঞ্জারকে কীভাবে মনে রাখবে? হেনরি কিসিঞ্জারকে নিয়ে আমেরিকার কি গর্ব করা উচিত? বিশেষ করে যখন তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ বহু দেশে বিস্তর অন্যায় ভূমিকার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-উপাত্ত রয়েছে!

কেবল বয়সের মানদণ্ডে নয়, অর্থ-বিত্তের হিসাবেও কিসিঞ্জার সৌভাগ্যবান রাজনীতিবিদ। একসময় শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসা এই ইহুদির প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার সম্পদ রয়েছে এখন।

একজন বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করলেও কিসিঞ্জারের খ্যাতি মূলত কূটনীতিবিদ হিসেবে। ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাস তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এর ভেতর আবার ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী ছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ছিলেন বৈদেশিক গোয়েন্দা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। ২০০১ থেকে ২০২০, এই দুই দশক প্রতিরক্ষা নীতিবিষয়ক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এ রকম সব দায়িত্ব মিলে প্রায় ৫০ বছরের কূটনীতিক জীবন তাঁর।

দারুণ এক কর্মবীর বলতে হয় কিসিঞ্জারকে। এখনো তিনি সক্রিয় কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েটের সভাপতি ছাড়া আরও কয়েক ডজন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা হিসেবে। তাঁর প্রাপ্তির তালিকা ঈর্ষণীয়। নোবেল শান্তি পুরস্কারের পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘মেডেল অব ফ্রিডম’ পেয়েছেন।

জন্মগতভাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নন–কিন্তু দেশটি তার সেরা সন্তানদের একজন বিবেচনা করে কিসিঞ্জারকে। কিন্তু এমন কি হতে পারে যে কিসিঞ্জারকে ‘মেডেল অব ফ্রিডম’ দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিব্রত হবে কোনো দিন? এ প্রশ্নও ভাবাচ্ছে কাউকে কাউকে। কারণ, দীর্ঘ জীবন ও বিপুল প্রাপ্তির পাশাপাশি কিসিঞ্জারকে নিয়ে বিতর্কও কম নয়।

কিসিঞ্জারের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথাই ধরা যাক। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে বিতর্কিত ও নিন্দিত ঘোষণা। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে মিলে যে মানুষ ভিয়েতনামকে ধ্বংসে মেতে ছিলেন, তাঁকেই ১৯৭৩ সালে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হলো বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়ে।

উত্তর ভিয়েতনামের লি ডাক থোর সঙ্গে মিলে কিসিঞ্জার এই পুরস্কার পান। এই ‘শান্তি পুরস্কার’ ঘোষণার পরও ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হতে দুই বছর লেগেছে। কিসিঞ্জারের জন্য এটা বিব্রতকর ছিল, যখন অপর পুরস্কার প্রাপক লি থো এটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীকালে নোবেল কমিটির পুরোনো দলিল অবমুক্তির পর দেখা যায়, কিসিঞ্জার নিজেও ব্যাপক সমালোচনার মুখে ১৯৭৫ সালের মে মাসে যুদ্ধ শেষে এই পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নোবেল কমিটি তাতে রাজি হয়নি।

কিসিঞ্জার সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের কেউ হলে আমেরিকার মূল ধারার সংবাদমাধ্যম হয়তো বহুকাল আগে থেকে আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর বিচার চাইত। যদিও এটা এককভাবে কেবল যুক্তরাষ্ট্র নয়, বরং বিশ্বসমাজের সম্মিলিত ব্যর্থতা যে এ রকম কথিত ‘সফল’ কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের আজও তাঁদের কাজের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনা যাচ্ছে না। চলতি বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যেই সেই দুর্বলতা রয়ে গেছে।

কিসিঞ্জারের কুখ্যাতি কেবল ভিয়েতনামকে ঘিরেই ছিল না। সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটান তিনি চিলিতে। ১৯৭৩ সালে সেখানকার জনপ্রিয় সালভাদর আলেন্দে সরকারকে উৎখাতে জেনারেলদের মদদ দিয়ে কিসিঞ্জার তাঁর কূটনীতিক জীবনকে প্রথম মোটা দাগে বিতর্কের মুখে ফেলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ‘স্বার্থ’ রক্ষা করতে গিয়ে সেখানে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়া হয়। আলেন্দে উৎখাতের আট দিন পর সিআইএ পরিচালকের সঙ্গে কিসিঞ্জারের টেলিফোন আলাপ থেকে ইতিমধ্যে এ বিষয়ে অনেক বিশ্বাসযোগ্য ইঙ্গিত বিশ্ববাসীর সামনে হাজির আছে। কেবল আলেন্দে নন, তাঁর কয়েক হাজার সমর্থককেও তখন হত্যা করে জেনারেল পিনেশোর বাহিনী।

কিসিঞ্জার লাওস, কম্বোডিয়া এবং পূর্ব তিমুরবাসীর কাছেও নিন্দিত তাঁদের পূর্ব পুরুষদের রক্ত ঝরানোর জন্য। ১৯৬৯ সালে কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামের গেরিলাদের গোপন ঘাঁটি ধ্বংস করতে গিয়ে লাগাতার বোমা ফেলে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়। অথচ সে সময় কম্বোডিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিবাদ ছিল না। মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচেন, সামান্তা পাওয়ার প্রমুখের পুরোনো দাবি রয়েছে, কম্বোডিয়া অভিযানে ৩ হাজার ৮৭৫ দফা বোমা ফেলা হয় কিসিঞ্জারের সরাসরি অনুমোদনে।

বাংলাদেশ যুদ্ধকালে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিও কিসিঞ্জারের মদদ বেশ খোলামেলা ব্যাপার ছিল। আর্জেন্টিনায় ১৯৭৬ সালে ডানপন্থী জেনারেলদের চোরাগোপ্তা বামপন্থী নিধনেও তাঁর সম্মতি ছিল।

২০১৪ সালে এ বিষয়ে বিপুল দলিলপত্র অবমুক্ত হয়েছে, যাতে আর্জেন্টিনার ওই ‘নোংরা যুদ্ধে’ কিসিঞ্জারের উৎসাহের বিবরণ মেলে। তিনি সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিজার অগাস্টো গুজ্জেত্তিকে ‘সমস্যাগুলো পরিষ্কারের কাজ দ্রুত করতে’ অনুরোধ জানাচ্ছিলেন।

একইভাবে ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোকে ১৯৭৫ সালে মদদ দেওয়া হয় পূর্ব তিমুরে অভিযান চালাতে, যাতে প্রায় এক লাখ বেসামরিক মানুষ মারা যায়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক গ্রেগ গ্রানদিন ‘কিসিঞ্জারস শ্যাডো’ গ্রন্থে (২০১৫) বিস্তারিত দেখিয়েছেন যে কীভাবে বিভিন্ন দেশে কয়েক লাখ মানুষের নিহত-আহত হওয়ায় কিসিঞ্জারের দায় আছে। যার মধ্যে যুক্ত হতে পারে ভারতের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড দুর্ঘটনায় মৃত মানুষেরাও। এই কারখানা স্থাপনে ভারত সরকারের ওপর কিসিঞ্জার প্রভাব খাটিয়েছিলেন।

‘বিশ্ব পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে রাখতে’ নীতিনির্ধারক হিসেবে কিসিঞ্জার যে তত্ত্ব হাজির করেছিলেন তা হলো, ওয়াশিংটনকে ‘নৈতিক ও আদর্শিক বিবেচনাগুলো কখনো কখনো অবজ্ঞা করতে হবে।’ এটা করতে গিয়ে রিচার্ড নিক্সন ও জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে কাজের সময় কিসিঞ্জার অনেক দেশে মানবাধিকার দলনে ভূমিকা রেখেছেন বলে বহু নির্ভরযোগ্য লেখাজোখা রয়েছে এখন বিশ্বজুড়ে। খোদ আমেরিকায় কোডপিঙ্কসহ অনেক যুদ্ধবিরোধী সংগঠন বহুবার তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের কোথাও কৃতকর্মের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জবাবদিহিতা বা বিচারের মুখে পড়তে হয়নি তাঁকে।

এবার কিসিঞ্জারের যখন ১০০ বছর পূর্তি হচ্ছিল, তখন সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের একালের প্রতিদ্বন্দ্বী চীনে। সেখানে কিসিঞ্জারকে নিয়ে অনেক প্রশংসামূলক লেখা বের হয়। ২৭ মে রাষ্ট্রীয় মুখপত্র গ্লোবাল টাইমসে কিসিঞ্জারকে নিয়ে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়, সেখানে ছত্রে ছত্রে ছিল তাঁর প্রশংসা।

দেখা গেল, কিসিঞ্জার প্রশ্নে চীন ও আমেরিকার কুলীন সমাজ একই রকম ভাবছে। যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রাষ্ট্রদূত শিই ফেইং এ উপলক্ষে কিসিঞ্জারের সঙ্গে উপহারসহ দেখা করেছেন। কিসিঞ্জারের কূটনীতিক জীবনের এক বড় দাবি, তিনিই যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের নির্মাতা। নিক্সনের আমলে এই সম্পর্কের সূচনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। চীনও এই অবদানের কথা স্বীকার করে। এমনকি এখনো, যখন তাদের কোনো না কোনো নেতা প্রতিদিন ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে ক্রুদ্ধ বিবৃতি দিচ্ছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের ফাঁকেই পাকিস্তানের সহায়তায় কিসিঞ্জার চীন অধ্যায়ের সূচনা করেন ১৯৭১ সালে গোপনে চীন সফরে যেয়ে।

কিসিঞ্জারের চীননীতির ফল হিসেবে চীন ও আমেরিকা উভয়ই দুটো বিশাল বাজার পেয়েছে। উপরন্তু চীন-রাশিয়া সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত করা গিয়েছিল তাতে, যা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য ধ্বংসাত্মক কোন্দলের কারণ হয়। অথচ এখন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে মোকাবিলার আওয়াজ তুলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কুলীন সমাজ গত দুই-তিন মাস যখন কিসিঞ্জারের জন্মদিন উদযাপন করে চলেছে, তখন এটা তারা বেশ এড়িয়ে যাচ্ছেন, পুঁজিতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী বর্তমান চীন তাদের বাজার দ্বারাই পাঁচ দশকে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে এ জায়গায় এল।

বোঝা যাচ্ছে, আপাতত কিসিঞ্জারের কোনো সমালোচনা তারা আমলে নিতে রাজি নেই। সবকিছুর বাইরে তাদের অস্বস্তি এই শতবর্ষীর মানবাধিকার প্রতিবেদন নিয়ে। কিসিঞ্জার সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের কেউ হলে আমেরিকার মূল ধারার সংবাদমাধ্যম হয়তো বহুকাল আগে থেকে আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর বিচার চাইত। যদিও এটা এককভাবে কেবল যুক্তরাষ্ট্র নয়, বরং বিশ্বসমাজের সম্মিলিত ব্যর্থতা যে এ রকম কথিত ‘সফল’ কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের আজও তাঁদের কাজের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনা যাচ্ছে না। চলতি বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যেই সেই দুর্বলতা রয়ে গেছে।

তবে বিশ্ব নেতৃত্বের এ রকম গাফিলতির পরও কূটনীতির অঙ্গনকে মূল্যবোধের বধ্যভূমিতে পরিণত করার জন্য ড. কের কথা মনে রাখবে চিলি, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, লাওস, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়াসহ আরও বহু দেশের মানুষ। তাঁরা হয়তো এ রকম মেনে নিতে চাইবেন না যে গত ১০০ বছরকে ‘কিসিঞ্জার সেঞ্চুরি’ বলা যায়, যেমনটা বলতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু প্রচারমাধ্যম এবং আশ্চর্যজনকভাবে চীনও।

লেখক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ের গবেষক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভেনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যানাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বাড়ছে অর্থ পাচার ও আয়বৈষম্য

॥ মুঈদ রহমান ॥

গত দুই সপ্তাহে সংবাদমাধ্যমগুলো দুটি আর্থিক বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। প্রথমটি হলো, সুইস ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন; দ্বিতীয়টি হলো ধনী-গরিবের বৈষম্য দিনকে দিন বেড়ে যাওয়া। এ দুটি বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতেই পারে।

সুইস ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলাদেশে লঙ্কাকান্ড বাধিয়ে দিয়েছে। গত ২২ জুন সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে গত এক বছরে বাংলাদেশি আমানতকারীরা ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ তুলে নিয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশীদের জমানো অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭ দশমিক ১১ কোটি সুইস ফ্রাংক। এক সুইস ফ্রাংক সমান যদি ১২৪ টাকা ধরা হয়, তাহলে বাংলাদেশি টাকায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ হাজার ৮০২ কোটি টাকা। ২০২২ সালের প্রতিবেদন বলছে, বর্তমান সময়ে আমানতের পরিমাণ মাত্র ৫ কোটি ৫২ লাখ সুইস ফ্রাংক বা প্রায় ৬৮৫ কোটি টাকা। তার মানে, বাকি ১০ হাজার ১১৭ কোটি টাকা এক বছরে তুলে নেওয়া হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে, যদি কোনো বাংলাদেশি তার পরিচয় গোপন করে অর্থ জমা করে থাকে, তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যায়নি। গত ১০ বছরের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমানো অর্থের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে, কেবল তিনটি বছর ছাড়া। ২০১৩ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৭ দশমিক ১৮ কোটি সুইস ফ্রাংক; ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ দশমিক ৬০ কোটি ফ্র্যাংকে; ২০১৫ সালে ৫৫ দশমিক ০৮ কোটি; ২০১৬ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬ দশমিক ১৯ কোটি সুইস ফ্রাংক; ২০১৭ সালে কমে দাঁড়ায় ৪৮ দশমিক ১৩ কোটি ফ্রাংক; ২০১৮ সালে তা আবার বেড়ে দাঁড়ায় ৬১ দশমিক ৭৭ কোটি ফ্রাংক; ২০১৯ সালে কিছুটা কমে হয় ৬০ দশমিক ৩০ কোটি; পরের বছর আরও কমে দাঁড়ায় ৫৬ দশমিক ২৯ কোটি সুইস ফ্রাংকে। ২০২১ সালে আমানতের পরিমাণ প্রায় ৫৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭ দশমিক ১১ কোটি সুইস ফ্রাংকে এবং ২০২২ সালে এক ঝটকায় প্রায় ৯৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৫২ কোটি ফ্রাংক। এটা ঠিক, আমানতের অর্থের পুরোটাই পাচারকৃত নয়, তবে বেশির ভাগটাই।

এক বছরে এই বিশাল অঙ্কের টাকা কোথায় গেল, তা নিয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলের শেষ নেই। একসময় সারা বিশ্বের অর্থ পাচারকারীদের গোপনীয়তা শতভাগ রক্ষা করে চলত সুইস ব্যাংকগুলো। এ কারণে বিভিন্ন দেশের অবৈধ অর্থের মালিকদের জন্য সুইস ব্যাংক ছিল নির্ভরতার মূর্তপ্রতীক, বিশ্বস্ততার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ২০০২ সাল থেকে সারা বিশ্বের দেশগুলোয় অর্থ পাচার নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয় এবং এ নিয়ে সুইস ব্যাংকের সমালোচনা তীব্রতর হয়। ফলস্বরূপ, কয়েক বছর আগে থেকে সুইস ব্যাংকগুলো আমানতকারীদের হিসাব ও তথ্য উন্মোচিত করে দেয়, গোপনীয়তার অবসান ঘটে। অনেকে মনে করেন, এটি অর্থ উত্তোলনের একটি কারণ। তবে এর পাশাপাশি একথাও বলে রাখা প্রয়োজন যে, পাচারকৃত অর্থের টাকা আমানত রাখার আগের আকর্ষণ এখন আর সুইস ব্যাংগুলোয় নেই। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশিদের জন্য সুইজারল্যান্ড বাদে কমপক্ষে নয়টি দেশ আছে যেখানে নিরাপদে টাকা পাচার করা যায় এবং নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়। বর্তমান সময়ে অর্থ পাচার প্রভাবশালীদের কাছে একটি 'মামুলি' বিষয় মাত্র। যে নয়টি নতুন গন্তব্যে অর্থ পাচার এখন নিরাপদ সেগুলো হলো-সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, হংকং ও থাইল্যান্ড। এসব দেশে প্রতিবছর আমাদের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৩৬ শতাংশ অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে, যার পরিমাণ ৮০ হাজার কোটি টাকার কম নয় বলে গবেষকরা মনে করেন।

টাকা পাচারের কারণ হিসাব তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত ও প্রধানত দুর্নীতি, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং তৃতীয়ত অর্থনৈতিক দুর্বলতা। অর্থ পাচার নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গত এক দশকে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে; কিন্তু প্রতিকারের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা বা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছা চোখে পড়ছে না। অর্থ পাচার রোধে দেশে যে আইন আছে, তা যথেষ্ট বলে অনেকেই মনে করেন। তবে সেই আইন প্রয়োগে সরকারের রহস্যজনক নীরবতা সবাইকে বিস্মিত করে। বর্তমান সরকার পাচার করা অর্থের অতি সামান্য অংশ রাজনৈতিক কারণে হলেও দেশে ফেরত আনার সক্ষমতা দেখিয়েছে। তাহলে বিরাট অংশের টাকা ফেরত আনার বিষয়ে অনীহাও কি রাজনৈতিক কারণেই? এটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। সরকার যদি আন্তরিক হয়, তাহলে এখনো ভালো কিছু করার সুযোগ রয়েছে। এই যে ১০ হাজার কোটি টাকা তুলে নেওয়া হলো, এই টাকা কে নিয়েছে, কোথায় গেছে, এর কোনো তথ্য ব্যাংকটির বার্ষিক প্রতিবেদনে নেই। তবে ব্যাংকের কাছে এ তথ্য মজুত আছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে তথ্যগুলো জানতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত কে বা কারা টাকাগুলো সুইস ব্যাংক থেকে তুলে নিল এবং কোথায় নিয়ে গেল-এসব বিষয়ে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া। হাজার নিরাশার মাঝেও খানিকটা আশার আলো দেখতে চাই।

গত সপ্তাহের দ্বিতীয় উদ্বেগের সংবাদটি হলো-দেশে আয়বৈষম্য দিনকে দিন বেড়ে যাওয়া। ধনীরা আরও বেশি মাত্রায় ধনী হচ্ছে, বিপরীতভাবে গরিবরা হচ্ছে আরও গরিব। পাঁচ দশক ধরে আমাদের অর্থনীতিতে এ কাজটি চলছে নির্দয়ভাবে। দু-একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যাবে। প্রথমে আমাদের মোট জনসংখ্যাকে সম্পদের মালিক হিসাবে ১০টি ভাগে ভাগ করা যাক। যেমন: প্রথম ১০ শতাংশ সবচেয়ে ধনী, এর পরের ১০ শতাংশ একটু কম সম্পদের মালিক এবং ক্রমানুসারে সর্বশেষ স্তরের ১০ শতাংশ সবচেয়ে গরিব। ১৯৭৩-৭৪ সালের সঙ্গে ২০২২ সালের তুলনা করলে আমাদের মোট সম্পদের ওপর একমাত্র প্রথম ১০ শতাংশের মালিকানাই বেড়েছে, বাকি নয়টি আয় স্তরের মানুষের সম্পদের মালিকানা কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের খানার আয় ও ব্যয় জরিপ থেকে উঠে এসেছে এ তথ্য।

১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের মোট সম্পদের ২৮ দশমিক ৪ শতাংশের মালিক ছিল সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ধনিক শ্রেণি। পাশাপাশি গরিব ১০ শতাংশের মালিকানা ছিল মোট সম্পদের মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশের। ৫০ বছরে চিত্র অনেক পালটে গেছে। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান বলছে, প্রথম ধাপের ১০ শতাংশ ধনী ব্যক্তির হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৪০ দশমিক ৯২ শতাংশ। এই বৃদ্ধির হার ৪৪ শতাংশ। বিপরীতভাবে গরিব ১০ শতাংশের মালিকানার পরিমাণ ৫৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৩১ শতাংশে।

আমরা যে উন্নয়নের গল্প শুনি এর অন্তর্নিহিত সত্য হলো, উন্নয়নের প্রায় সব সুবিধা ভোগ করছে ধনীরা আর দিনদিন বঞ্চিত হচ্ছে গরিবরা। এ প্রক্রিয়া ৫০ বছর ধরে চলছে। গবেষকরা আয় বা সম্পদের বৈষম্য পরিমাপ করার জন্য যে সূচকটি ব্যবহার করেন তার নাম 'গিনি সহগ'। এর মান ০ থেকে ১ পর্যন্ত। যদি কোনো দেশের ক্ষেত্রে এর মান ০ হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেখানে সম্পদ যোলো আনা সমভাবে বণ্টিত। আর যদি মান ১ হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেদেশের সব সম্পদ একজনের হাতে। বাস্তবে পৃথিবীর কোনো দেশই এ দুই চরম অবস্থানে নেই। বিশ্বের সব দেশেই এর মান ০-এর বেশি এবং ১-এর কম। ০ থেকে যতই ১-এর দিকে যাওয়া হবে, ধরে নিতে হবে আয়বৈষম্য ততই বাড়ছে।

বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে আয়বৈষম্যের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। সেদেশের গিনি সহগের মান ০.৬৭। আর সবচেয়ে কম বৈষম্যের দেশ স্লোভেনিয়া, যার গিনি সহগের মান ০.২৩। এছাড়া সুইডেন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপের দেশগুলোয় এর মান ০.৩০-এর কাছাকাছি। বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে গিনি সহগের মান ছিল ০.৩৬। ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। ১৯৮৮ সালে এসে এর মান দাঁড়ায় ০.৩৭-এ। এরপর থেকে বৈষম্য বড় আকারে বাড়তে থাকে এবং ২০১০ সালে গিনি সহগের মান দাঁড়ায় ০.৪৫৮-এ। আর ২০২২ সালে এর মান ছিল ০.৪৯৯। সাধারণত গিনি সহগের মান ০.৫০০ হলে তাকে উচ্চ বৈষম্যের অর্থনীতি বলা হয়। সেই নেতিবাচক অবস্থান থেকে আমরা কতখানি পিছিয়ে আছি? অতি সামান্য। বলা যায়, আমরা এখন উচ্চ বৈষম্যের দ্বারপ্রান্তে। উন্নয়নের গল্প শুনে আমাদের কী লাভ বলতে পারেন? দেশে যতই সম্পদ গড়ে উঠুক, তাতে গরিবের ভাগ তো দিনদিন কমছে!

বৈষম্য কেন বাড়ছে, তা বলেই আজকের লেখার ইতি টানব। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেনের বক্তব্য হলো : শহরের শ্রমিকদের আয় সেভাবে বাড়েনি। জমি ও সম্পদের মালিকরাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল বেশি পাচ্ছেন। গত ছয় বছরে শিল্প খাতে কর্মসংস্থান কমেছে। অথচ এ সময়ে শিল্প খাতে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মজুরিও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা; কিন্তু তা পায়নি। এ প্রবৃদ্ধিতে মালিকদের আয় বেড়েছে। ঋণ নিয়ে খেলাপি হলেও তারা মাফ পেয়ে গেছেন। কর সুবিধা শিল্প মালিকরাই পেয়েছেন। সার্বিকভাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধায় মালিকরা লাভবান হয়েছেন। কিন্তু শ্রমিকরা কিছু পাননি। তাদের কাছে প্রবৃদ্ধির কোনো সুফল যায়নি। এভাবেই বৈষম্য বেড়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আয়বৈষম্য থাকবেই। কিন্তু তা সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো ধনিক শ্রেণির ওপর বড় ধরনের সম্পদ করারোপ করে তা গরিবদের সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে থাকে। আমরা এরকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও বৈষম্য কমাতে পারি, যদি সরকার জনগণের সত্যিকার কল্যাণ চায়।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State

Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি

* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM

Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্‌ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্‌ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে ফাতেমা খানমের প্রশ্নঃ

আমার স্বামী ইউএস সিটিজেন, একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে আমার জন্যে আবেদন করেছিলেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি আমার ইন্টারভিউ এর চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে আমি ঐ দিন ইন্টারভিউ দিতে উপস্থিত হতে পারি নাই আমার কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে। সে কারণে আমার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে।

এই বিভাগে আমার সমস্যার মত সমস্যা সম্পর্কে চিঠি এবং তার উত্তর প্রকাশ হয়েছে। আজ আমি আমার সমস্যার কথা উল্লেখ কলাম। প্রত্যাশা রইলো আমার সমস্যার বিষয়ে উত্তর পাব।

ফাতেমা খানমের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার করা আবেদনে আপনি ইন্টারভিউ এর চিঠি পাবার পর নির্ধারিত তারিখে ইন্টারভিউ দিতে উপস্থিত হতে পারেন নাই বলে আপনার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে। যথাসময়ে আপনি ইন্টারভিউ দিতে উপস্থিত হতে পারেন নাই। আপনার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কেস অস্বীকৃত হয়ে যাবার কারণে সাধারণতঃ তিনটি বিকল্প থাকেঃ ফাইল রি ওপেনের জন্য মোশান করা, ২) আপীল করা এবং ৩) স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য ফাইল করা।

ফাইল রিওপেনের জন্য মোশনঃ

কেস রি-ওপেনের জন্য একই অফিসে ফাইল করতে হয়। যেসব তথ্যপত্র প্রয়োজন সেগুলো কাছে ছিলো না, ফলে ইন্টারভিউ উপস্থিত হতে না পারা- এসব প্রমাণসহ ফাইল করা হয়তো সঙ্গত বলে বিবেচিত হবার কথা। আপীল বা ফাইল করার চেয়ে এতে সময় কম লাগতে পারে।

আপীলঃ

আপনার কেসের ব্যাপারে ইমিগ্রেশন অফিসার যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে যদি আপনি সম্মত না হন তবে আপীল করা যায়।

রি-ফাইলিংঃ

ফ্যামিলি ভিত্তিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এবং আই-১৩০ কেস রি-ফাইলিং করা যায়- কেসটি অস্বীকৃত হয়ে যাবার পরে।

আপনার মত এই ধরনের কেসের ক্ষেত্রে মোশন

কিংবা রি-ওপেন কোনটার ব্যাপারেই ফাইল করা যাবে না। রি-স্ক্যাজুয়েলের জন্য অনুরোধ করা যায় এবং আবেদনকারী যদি ইন্টারভিউ এর দিন উপস্থিত না থাকেন কিংবা ইন্টারভিউ তারিখের জন্য অনুরোধ না করেন তখন একমাত্র ব্যবস্থা রি-ফাইলিং করা। আপনাকে ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হবে আপনার রি-ফাইলিং এর তারিখ অনুযায়ী।

কুইন্স থেকে আবীর হোসেনের প্রশ্নঃ

আমার মা একজন গ্রিনকার্ডধারী। তিনি একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে ১৫ বছর যাব বসবাস করছেন। আমার মা সত্বর উর্ধ বয়সী। তিনি কখনো কোন জব করেন নাই।

আমার মা তার সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই মোতাবেক ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হয়েছিলে। কিন্তু তার আবেদন অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কারণ আমার মা ইংরেজি পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নাই। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে তিনি কি আবার তার সিটিজেনশীপ পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। সিটিজেনশীপ পেতে তার জন্যে আপিল করা যাবে কিনা?

এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

আবীর হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার মা তার ইউএস সিটিজেনশীপের পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নাই। কেউ ইউএস পরীক্ষা অথবা ইংরেজি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হলে এবং তার মানে সিটিজেনশীপের আবেদন অস্বীকৃত হলে আবার নতুন করে সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করা যায়। এ ব্যাপারে সিটিজেনশীপের চিঠি আপনাকে পাঠিয়ে দিতে হবে যে, আপনার মা সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন। সিটিজেনশীপের জন্য প্রমাণ করতে যে তিনি পাঁচ বছর যাবত এক নাগারে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বাস করছেন।

ইন্টারভিউ এর সময় ২ ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। একটি হচ্ছে ইউএস গভর্মেন্ট ও ইতিহাস পরীক্ষ। আরেকটি হচ্ছে ইংরেজি পরীক্ষা। যাতে লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারলে হবে। তবে এই ইংরেজি পরীক্ষা মাফ হতে পারে যদি কারো বয়স ৫৫ বছরের উর্ধে হয়ে থাকে। আর গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে ১৫ বছর যাবত এদেশে বাস করেন।

ইতিহাস এবং গভর্নমেন্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তবে শারীরিক কারণে যদি কোন তথ্য বা সেলটার পদ্ধতি আয়ত্ব করতে আপারগ হয় তবে বিষয় পরীক্ষা মাফ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য ডাক্তারকে ফরম পূরণ করতে হবে। ইতিহাস অথবা ইংরেজি পরীক্ষায় পাশ না করায় ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন প্রত্যাহার করলে আপনার অধিকার আছে ফরম এন-৩৩৬ পূরণ করে আপীল করার জন্য।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে ফাতেমা হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। একজন ইউএস সিটজেন হিসেবে ভাই-বোনের জন্যে আবেদন করেছি। আমার স্বামী খুব অসুস্থ আর আমিও কোন কাজ করিনা বলে ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করার জন্য কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু আমি ফুড স্ট্যাম্প নিলে আমার ভাই-বোনের আবেদনের কি হবে?

ফাতেমা হোসনের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন ইউএস সিটিজেন তার ভাই-বোনের জন্য আবেদন করতে পারেন। ইউএস সিটিজেনের ভাই-বোনেরা চতর্থ প্রিফারেন্সে পড়েন। আর এই ক্যাটাগরির অপেক্ষার সময় হচ্ছে আনুমানিক ১০ বছরের বেশি।

এখন ফুড স্ট্যাম্পের ব্যাপারে বলা যায় যে- ফুড স্ট্যাম্পের ব্যাপারে তারাই উপযোগী যাদের উপার্জন কম। স্বল্প উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে তারা কারো জন্য স্পন্সর করলে তাকে যুগ্মভাবে স্পন্সর করতে হবে।

ইউএস সিটিজেনরো ফুড স্ট্যাম্পসহ অন্যান্য যেসব সুবিধা রয়েছে সেগুলো গ্রহণ করলে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না। তবে সরকারের সহায়তা গ্রহণ করলে তার পরিবারের কোন সদস্যের জন্যে আবেদন করতে পারেন না। আপনি আপনার ভাই-বোনদের জন্যে আবেদন করেছেন সেকারণে ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণের আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা উত্তম। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ তিনি সাক্ষাতে আপনার সাথে কথা বলে আপনার তথ্য প্রমাণ পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত ও বৈধ পরামর্শ দিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সংবিধান নিয়ে ক্ষমতাসীনদের নিষ্ঠা কতটা!

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থ অর্থাৎ সংবিধান অনুসরণ করা নিয়ে সম্প্রতি সরকারের উপর মহল থেকে যেসব বাণী বচন উচ্চারিত হচ্ছে, তাকে বিবেচনায় নিলে মনে হবে আইন অনুসরণ নিয়ে শাসক দল এতটাই নিষ্ঠাবান, যা কিনা অতুলনীয়, অভূতপূর্ব! কিন্তু বোধ্যা ও সচেতন মহল অবশ্য এ নিয়ে একেবারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের ধারণা ক্ষমতাসীন মহল সময় সুযোগ বুঝে যখন যা বলে, সেটি নিছক পার পাওয়ার জন্যই বলে থাকে। ইদানীং সেটিই অব্যাহত রেখেছে। সংবিধান নিয়ে যে একনিষ্ঠতার কথা শোনানো হচ্ছে, তাকে সামনে রেখে অতীত থেকে এখন অবধি শাসক দলের এ সংক্রান্ত পদক্ষেপ ও আচার-আচরণ ও সংবিধান অনুসরণের বিষয়টি কোনোভাবেই প্রমাণিত সত্য বলে ধরে নেয়া যায় না। অতীতে সংবিধানকে যে তরিকায় তাদের পূর্বসূরিরা যেভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন মাত্র কয়েক মিনিটে, যা শুধু অভাবনীয় নয়। সেটি ছিল একেবারে সংবিধানের মৌলিক চরিত্রটাই পাল্টে দেয়ার মতো ঘটনা। অথচ এমন পরিবর্তন আনতে হলে জনমত গ্রহণ ছিল একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সেটি করা হয়নি। অপর দিকে বৃহত্তর দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে যুক্ত হয়েছিল। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিত যারা রচনা করেছিল; অনুসন্ধানে দেখা যাবে তাদের অন্যতম ছিল আওয়ামী লীগ। সেই আওয়ামী সরকারের আমলে ২০১১ সালের ১৫ জুন সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রহিত করা হয়। এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড যে কথা বলেছিলেন, সেখানে যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছিল, তা ছিল এমন- সংবিধান থেকে কখনো নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সরানো হবে না। কিন্তু তার মাত্র ১৫ মাস পরেই সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রহিত করে দেয়া হয়। এখন যদি আগের সেই প্রতিশ্রুতির কথা কেউ স্মরণ করে, তবে হয়তো এ কথাই বলা হবে তা ছিল নিছক 'বাত কা বাত' বা কথার কথা। এ পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি এমনও ভাবে বা ধারণা করে, শাসক দল হাওয়ার সাথে তালমিলিয়ে আকাশের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাদের রঙ রূপ বদলায়। আরো বলা যায়, হতে পারে যে, শাসক দলের হাইকমান্ডের বক্তব্যের সাথে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী একেবারেই সাংঘর্ষিক। এও যদি কেউ বলে, হাইকমান্ডের প্রতিশ্রুতি ও ১৫তম সংশোধনীর যে বৈপরীত্য সেটি একটা সুবিধা আশ্রয়ী রাজনীতির অনুষঙ্গ। তাহলে তার কী উত্তর হবে।

এ দিকে গত ১৭ জুন ২০২৩ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কবীর বিন আনোয়ার মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের স্মার্ট কর্নার লঞ্চিং অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসব বুঝি না, আগামী সংসদ নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী। সংবিধানের প্রতি হঠাৎ এমন আনুগত্য কি অতীতে ক্ষমতাসীনরা কখনো দেখিয়েছেন।

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন যেসব বিষয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, তার কয়েকটি মধ্যে অন্যতম গণতন্ত্রের যথাযথ অনুশীলন তথা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আদর্শিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া জনগণের মৌলিক অধিকারের সাথে সংযুক্ত মানবাধিকারের প্রশ্নটি। বাংলাদেশের সংবিধানে এই দুই প্রশ্নে যা বলা হয়েছে এবং বাস্তবে সরকার তার কতটুকু অনুশীলন করছে ও গত প্রায় ১৫ বছর কিভাবে করেছে তার একটা মূল্যায়ন গ্রহণ করা হলে সবার কাছে এটা পরিষ্কার হবে, তারা কোন দিকে ঝুঁকে আছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রয়েছে, 'গণতন্ত্র, সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।' সংবিধানে গণতন্ত্রের প্রশ্নে আরো বলা আছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধার বোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।' সংবিধানের প্রস্তাবনা ও সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের সব বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা খুব প্রাসঙ্গিক হবে না বিধায় মাত্র দু-চারটি বিষয় নিয়ে মাঠের বাস্তবতা ও শাসকশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। যেমন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শাসনযন্ত্রে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিয়ে তাদের যে ভূমিকা জনগণ ও বোধ্যা সমাজ সে বিষয়ে কী ভাবছেন তা দেখা যেতে পারে। গণতন্ত্রের হাল অবস্থা এখন কতটা নাজুক সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কিছু মাত্র স্পর্শ করে গেলেই যথেষ্ট হবে। প্রথম কথা হচ্ছে, গণতন্ত্রে মূল অনুশীলন হচ্ছে, কতটা সুষ্ঠুভাবে ভোটদান সম্পন্ন হয়। গত দু'টি নির্বাচন অনুষ্ঠানের হাল অবস্থা যা ছিল, তা দেশের সব মানুষের কাছে স্বচ্ছ। কোনোটি ভোটার-বিহীন, আবার ২০১৮ সালে দিনের ভোট আগের রাতেই হয়ে গেছে। বিগত দিনের যে দুটো নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা হলো, সেগুলো ছিল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার একটা কূটকৌশল মাত্র। ওই দুই নির্বাচন যে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অধীনে সম্পন্ন হয় সেই কমিশনগুলো ছিল মেরুদন্ডহীন, ফরমাইশি কমিশন। তাদের করানো নির্বাচন দু'টির কোনোটি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। সেসব নির্বাচনের ফলাফলের সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই প্রশাসনে নাগরিকদের কার্যকর অংশগ্রহণ কেমন করে হবে। অর্থাৎ যারা তখন সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক নির্বাহী হন। তাদের কেউ এমন দাবি করতে পারবেন না, সুষ্ঠু ভোটে বা জনগণের ভোটে তারা পদ-পদবি পেয়েছেন।

এ দিকে অতি সম্প্রতি রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাচন যেভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে ক্ষমতাসীন সরকার অত্যন্ত জোর গলায় বলছে, বর্তমান সরকার যে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সক্ষম তা ওই দুই নির্বাচনই প্রমাণ করে। তবে কথা হলো যে, নির্বাচনে কোনো প্রতিপক্ষই ছিল না। তাহলে একে নিয়ে আর কতটা উচ্চবাচ্য করার কী আছে। বর্তমান সরকারের অধীনে ভালো নির্বাচন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তেমন 'সুষ্ঠু' নির্বাচন হবে। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনেও যদি কোনো প্রতিপক্ষ না থাকে তবে সেই নির্বাচনের ভবিষ্যৎ কী? সরকারি দলের প্রধান তিন প্রতিপক্ষ পরিষ্কার করেছে, আগামী সংসদের নির্বাচন হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তাই এখনই ভবিষ্যতের নির্বাচন ব্যাপারে শেষ কথা বলার অবস্থানে আওয়ামী লীগ কি রয়েছে।

আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে বলেছে, সংসদে থাকা দলগুলো নিয়ে তাদের নেতৃত্বে নির্বাচনী সরকার হবে। তারা এ পর্যন্ত এতটুকু অবধি নেমে এসেছে, ভবিষ্যতে আর কতদূর কী হয় সেটি ভবিতব্য। তবে আওয়ামী লীগসহ তাদের সহযোগী সবাই মনে করে ভবিষ্যতে 'ডিজাইন' মার্কা কোনো নির্বাচন করা ক্ষমতাসীনদের পক্ষে কোনোভাবে সম্ভব হবে না। দেশের ভোটবঞ্চিত মানুষ জেগেছে, সব বিরোধী দল এখন রাজপথে। পশ্চিমা বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তির অবস্থান এমন, বাংলাদেশে একটি অর্থপূর্ণ নির্বাচন হোক সে প্রশ্নে তারা অটল অবিচল। তাই যেমন তেমন নির্বাচন সহজ হবে না।

অবশ্য ক্ষমতাসীনদের মনোবল এখনো কিছুটা অবশিষ্ট আছে। কেননা রুশ-চীন-ভারত এই তিন শক্তির আশ্বাস তাদের সাথে আছে। আর থাকবেইবা না কেন, রুশ-চীন তাদের দেশে নাগরিকদের স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার কোনো সুযোগই রাখেনি। সে জন্য বাংলাদেশের মানুষের ভোট নিয়ে সেই দুই দেশের কোনো মাথাব্যথার কারণ নেই। আর ভারত এখন যেভাবে গণতন্ত্র মানবাধিকারের অনুশীলন করে চলছে; তাকে অতীত থেকে এখন কিন্তু বিচ্যুত বলা যায়। অপর দিকে, বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের প্রতি পশ্চিমের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সমর্থন রয়েছে। এখন সরকারি দল যদি ত্রিশক্তির সাথে হাত মিলিয়ে এখানে একটি নির্বাচনী প্রহসন মঞ্চস্থ করতে চায়, তাহলে ইতিহাসের কৃষ্ণ এক অধ্যায়ের সাথে তারা জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু এটাও কি এখন সম্ভব ক্ষমতাসীনরা যা চায় তাই করবে।

প্রস্তাবিত ওষুধ ও কসমেটিকস আইন কোনো সুফল বয়ে আনবে কি?

॥ ড. মো. আজিজুর রহমান ॥

দীর্ঘ একচল্লিশ বছর পর ওষুধ এবং প্রথমবারের মতো কসমেটিকস নিয়ে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণীত হতে যাচ্ছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারী মন্ত্রিসভা ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে এবং ৬ এপ্রিল আইনটি বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর সংসদীয় কমিটিতে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। দেশে ওষুধ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, বিতরণ, আমদানি, রপ্তানি, মজুত, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, বিক্রয়, মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের এতদিন ভরসা ছিল ব্রিটিশ আমলে জারি করা ড্রাগস অ্যাক্ট ১৯৪০ ও ১৯৮২ সালের ড্রাগস অর্ডিন্যান্স। এ দুটি আইন বিশেষ করে ড্রাগস অর্ডিন্যান্স ১৯৮২-এর কল্যাণে বাংলাদেশের ওষুধশিল্প আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ওষুধের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন থাকলেও এতদিন কসমেটিকসের জন্য আইন ছিল না। প্রস্তাবিত আইনে ওষুধের পাশাপাশি কসমেটিকস অন্তর্ভুক্তিকরণ একটি বড় ধরনের চমক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশে ওষুধের অভ্যন্তরীণ বাজার প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ পূরণ করে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে ৪৬টি কোম্পানির ৩০০ ধরনের ওষুধ ও মেডিকেল পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধ রপ্তানি করে আয় করেছে ৬,৫৭৫ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশ থেকে এখন ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকাতে। ওষুধের চেয়ে দেশের প্রসাধনী ও পারসোনাল কেয়ার পণ্যের বাজার প্রায় দিগুণ (২৫ হাজার কোটি টাকা)। প্রসাধনী ও পারসোনাল কেয়ার পণ্যের ৩৫ শতাংশ দেশে তৈরি হয় এবং বাকি ৬৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ওষুধের বাজার এ রকম ছিল না। সেসময় অভ্যন্তরীণ চাহিদার মাত্র ২০ শতাংশ ওষুধ দেশে উৎপাদিত হতো। বাকি প্রায় ৮০ শতাংশ ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। দেশের অভ্যন্তরে যে ওষুধ উৎপাদিত হতো তার আবার সিংহভাগ উৎপাদন করত কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি। ১৯৮১ সালের আগ পর্যন্ত এ অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। সে সময়ও প্রায় ৭০ শতাংশ ওষুধ আমদানি করতে হতো। তাই জীবনরক্ষাকারী ওষুধ দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং দাম ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

১৯৮২ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক প্রণীত ড্রাগস অর্ডিন্যান্স এ অবস্থার পরিবর্তন আনে। এই ড্রাগস অর্ডিন্যান্সের কল্যাণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটে; ওষুধের দাম নির্ধারণ করে দেওয়ায় ওষুধের দাম নাগালের মধ্যে আসে, স্থানীয় কোম্পানিগুলো বিকশিত হয়, অনেক বহুজাতিক কোম্পানি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানিতে পরিণত হয়, বেশকিছু অপ্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদন ও কাঁচামাল আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়, সব কোম্পানিতে কমপক্ষে একজন গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট নিয়োগের বাধ্যবাধকতা থাকায় মানসম্পন্ন ওষুধের উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা সহজ হয়। একটি সময়োপযোগী আইন যে একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে আমদানিনির্ভরতা থেকে স্বনির্ভর ও রপ্তানিসক্ষম শিল্পে রূপান্তর করতে পারে, ড্রাগস অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

অনুমোদিত ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩-এর বিশেষ দিক হলো কসমেটিকস-এর উৎপাদন, বিতরণ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণকল্পে একটি অধ্যায় সংযোজন। তবে ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে ওষুধ আইন থেকে কসমেটিকসকে বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা এ আইনে কসমেটিকস অন্তর্ভুক্ত করায় কসমেটিক ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং কসমেটিকসের দাম বাড়বে। তারা এ-ও আশঙ্কা করছেন যে, ওষুধের সঙ্গে কসমেটিকস যুক্ত করার ফলে বিষয়টি জটিল রূপ নেবে। তাই তারা পৃথক কসমেটিক আইন করার কথা বলছেন। অন্যদিকে, বিএসটিআই বলেছে, আইনটি বাস্তবায়ন হলে কসমেটিকসের উৎপাদন, বিতরণ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রশাসনের হাতে চলে যাবে; ফলে বিএসটিআইয়ের এতদিন কসমেটিকস পণ্যের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তা খর্ব হবে।

বিএসটিআই কসমেটিকসের উৎপাদন, বিতরণ, আমদানি-রপ্তানি, মূল্য নির্ধারণ এবং ভেজাল ও নকল পণ্য বাজারজাত বন্ধে সফল হতে পারেনি। এর সম্ভাব্য কারণ বিএসটিআই-এর ব্যাপক কার্যপরিধি। ওষুধ ব্যতীত খাদ্য থেকে শুরু করে প্রায় সব শিল্পপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ভার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন এ প্রতিষ্ঠানটির। তাই সম্ভবত কসমেটিকসের মতো মানবস্বাস্থ্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে এ প্রতিষ্ঠান। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নকল ও ভেজাল কসমেটিকসে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। নকল ও ভেজাল কসমেটিকস ব্যবহার করে মানুষ ক্যানসারসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ৬ এপ্রিল কসমেটিকস পণ্য আমদানিকারক, বাজারজাতকারী ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, কসমেটিকসের বাজারে নকল, ভেজাল ও কাস্টমস ফাঁকি দিয়ে আসা পণ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে ছেয়ে গেছে এবং এদের কারণে যারা বৈধ পথে আমদানি করছেন বা উৎপাদন করছেন, তারা ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে পারছেন না।

তাছাড়া এটিও লক্ষণীয় যে, অনেক সম্ভাবনা ও দক্ষ জনশক্তি থাকার পরও কসমেটিকস রপ্তানি এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। তবে ধীরে ধীরে কসমেটিকসের রপ্তানি বাজার বাড়ছে। মধ্যপ্রাচসহ বেশ কয়েকটি দেশে রপ্তানি হচ্ছে দেশে উৎপাদিত কসমেটিকস। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের একটি বড় অংশ এখনো বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। স্পেনের 'কান্ডার ওয়ার্ল্ড প্যানেল' নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮ সালে সেরা দশটি প্রসাধনীর নয়টি ছিল দেশে অবস্থিত বহুজাতিক কোম্পানি। তাই কসমেটিকসের উৎপাদন, বিতরণ, আমদানি-রপ্তানি, বিদেশি প্রসাধনী কোম্পানি যেমন ইউনিলিভারের আধিপত্য ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে ড্রাগস অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ প্রবর্তনের পূর্বের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কসমেটিকসের বর্তমান বাজারকে নকল ও ভেজালমুক্ত রাখতে, বিদেশ থেকে কসমেটিকস আমদানি নিরুৎসাহিত করতে এবং দেশীয় কোম্পানিগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে উন্নতমানের পণ্য তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে প্রণীত ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩-এ কসমেটিকসসংক্রান্ত বিধিবিধান সংযোজন অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ বলে মনে করি। তবে কসমেটিকস আইনের মাধ্যমে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তারা যাতে তাদের উদ্ভাবিত ও উৎপাদিত পণ্য নিবন্ধন, উৎপাদন, বিক্রয় এবং রপ্তানি করতে অসুবিধার মধ্যে না পড়েন সেদিকে খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে কসমেটিকস ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

বর্তমানে বাংলাদেশে ওষুধের অভ্যন্তরীণ বাজার প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ পূরণ করে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে ৪৬টি কোম্পানির ৩০০ ধরনের ওষুধ ও মেডিকেল পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধ রপ্তানি করে আয় করেছে ৬,৫৭৫ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশ থেকে এখন ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকাতে। ওষুধের চেয়ে দেশের প্রসাধনী ও পারসোনাল কেয়ার পণ্যের বাজার প্রায় দিগুণ (২৫ হাজার কোটি টাকা)।

প্রণীত ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩-এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ফার্মাসিস্টের পরিচয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া। আইনে ফার্মাসিস্টের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'ফার্মাসিস্ট' হলো বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের 'এ' ক্যাটাগরিতে নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট। নতুন আইনে ফার্মেসি কাউন্সিলের 'বি' ও 'সি' ক্যাটাগরিতে নিবন্ধিত ব্যক্তিরা যথাক্রমে 'ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট' ও 'ফার্মেসি টেকনিশিয়ান' নামে পরিচিত হবেন। ফলে গ্র্যাজুয়েট বা 'এ' ক্যাটাগরিতে নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট ব্যতীত আর কেউ সরাসরি 'ফার্মাসিস্ট' পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না। এ আইনের ফলে 'ফার্মাসিস্ট' পরিচয় নিয়ে দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তির অবসান হলো। প্রসঙ্গত, ফার্মেসি অধ্যাদেশ ১৯৭৬-এ ফার্মেসিতে স্নাতকধারী গ্র্যাজুয়েটেরা, ফার্মেসিতে ডিপ্লোমা পাশ করা ব্যক্তিরা ও তিন মাসের ফার্মেসি সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্নকারী ব্যক্তিদের যথাক্রমে এ-গ্রেড, বি-গ্রেড ও সি-গ্রেড ফার্মাসিস্ট বলার বিধান ছিল।

ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, ফার্মাকোভিজিল্যান্স ও ভ্যাকসিনের নতুন লট রিলিজ নিয়ে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযুক্তি। এ অধ্যায়ে ওষুধ, ভ্যাকসিন ও মেডিকেল ডিভাইসের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, ফিল্ড ট্রায়াল, বায়োইকুইভ্যালেন্স টেস্ট করার জন্য কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন (সিআরও) পরিচালনা করার অনুমতি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এর ফলে ওষুধ রপ্তানির জন্য অন্যতম শর্ত 'বায়োইকুইভ্যালেন্স টেস্ট' করার পথ সুগম হবে। পাশাপাশি দেশে ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা সহজ হবে এবং ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকার ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত হবে। এ আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো ইউনানি চিকিৎসক, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট অথবা ফার্মেসি টেকনিশিয়ানের তত্ত্বাবধান ছাড়া ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক অ্যালোপেথিক, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ওষুধ বিক্রয় বা বিতরণের জন্য ফুটপাত, পার্ক, গণপরিবহণ বা অন্য কোনো বাহনে ফেরি করে ওষুধ বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ওষুধ ও কসমেটিকস আইনে ওষুধ সম্পর্কিত বেশকিছু ধারা সংযোজিত হলেও হাসপাতালে ওষুধের সঠিক ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ও হাসপাতালে ওষুধের ক্রয়, ডিস্পেন্সিংসহ সার্বিক বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য 'হসপিটাল ফার্মাসিস্ট' নিয়োগের কথা বলা হয়নি। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, একটি ৫০ শয্যার হাসপাতালে কমপক্ষে তিনজন, ১০০ শয্যার হাসপাতালে কমপক্ষে পাঁচজন, ২০০ শয্যার হাসপাতালে কমপক্ষে আটজন গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট থাকার বিধান রয়েছে। নতুন আইনে ওষুধের সঠিক ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং হাসপাতালে ওষুধের ক্রয়, ডিস্পেন্সিংসহ সার্বিক বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য সব হাসপাতালে এ-গ্রেড ফার্মাসিস্ট নিয়োগের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। একসময় দেশে পর্যাপ্ত গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট ছিল না, কিন্তু এখন প্রতিবছর এক হাজারের বেশি গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছে। তাই দেশের স্বাস্থ্যসেবায় ফার্মাসিস্টদের অংশগ্রহণ এখন সময়ের দাবি। স্বাস্থ্যসেবায় ফার্মাসিস্টদের অংশগ্রহণ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া অসম্ভব। আইনটি যেহেতু এখন সংসদীয় কমিটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তাই, সরকার চাইলে সব হাসপাতালে এ-গ্রেড ফার্মাসিস্ট (গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট) নিয়োগের জন্য একটি অধ্যায় সংযুক্ত করা অসম্ভব নয়। পাশাপাশি ওষুধ থেকে কসমেটিকস আলাদা করে একটি আলাদা কসমেটিকস আইন প্রণয়নের যে দাবি ব্যবসায়ী নেতারা তুলেছেন, তা-ও বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এতে যাতে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি না হয় এবং যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩ প্রণীত হতে যাচ্ছে, তা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।

লেখক: অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ ও সাবেক প্রশাসক, জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃতির আগ্রাসন

ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

॥ কাজী ওয়াদুদ নওয়াজ ॥

ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ওপর বর্তমান হামলাগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এসব ঘটনা বর্তমান বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সালমান রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস, ডেনমার্কে চার্লিহেবডোর নবী করিম সা:-এর ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন, ফিনল্যান্ডে পবিত্র কুরআন শরিফ পোড়ানোর ঘটনা, ইসরাইলের আল আকসা মসজিদ ও ফিলিস্তিনের ওপর আক্রমণ, ভারতে নূপুর শর্মার মুহম্মদ সা:-কে কটূক্তি, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের নীরবতা ও পরবর্তীতে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে বিবর্তনবাদ ও ইসলামী সংস্কৃতি পর্দা-প্রথা বিরোধী বিষয়বস্তু সংযোজন- এ সব কিছুই এক সূত্রে গাঁথা। এর পেছনে আছে শিশুদের কচি মনে ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বা অন্য কোনো বিজাতীয় সংস্কৃতির বীজ বপনের সুগভীর দুরভিসন্ধি।

বর্তমান বিশ্ব-পরিসরে দৃশ্যমান দ্বন্দ্ব তিনটি-

১. বিশ্বের বাজার ও সম্পদ লুণ্ঠনে করপোরেট পুঁজির মধ্যকার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পারস্পরিক হানাহানির মধ্যদিয়ে যার প্রকাশ ঘটছে।

২. বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। খ্রিষ্টান, ইহুদি ও হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সাথে করপোরেট প্রভুদের বিশ্ব-পরিসরে এক মুসলিমবিরোধী আঁতাত গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ইহুদিবাদীদের সাথে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী ষড়যন্ত্র ভারত, বাংলাদেশে একেবারে নগ্ন আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী আগ্রাসন সেই ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি।

৩. ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে বস্তুবাদী করপোরেট সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ ইসলামী বিশ্ব-ব্যবস্থার সাথে বস্তুবাদী করপোরেট বিশ্ব-ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব।

বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থায় সবচেয়ে লক্ষণীয় দ্বন্দ্ব হলো ইসলামের তৌহিদবাদী বিশ্ব-দৃষ্টির সাথে পাশ্চাত্যের বহুত্ববাদী বা বস্তুবাদী বিশ্ব-দৃষ্টির মধ্যকার দ্বন্দ্ব। বর্তমান সময়ে এই দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে প্রধান দ্বন্দ্বে রূপ নিচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অস্থির ভূ-রাজনীতি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

এ (মূর্খ) লোকেরা তাদের মুখের (এক) ফুৎকারে মহান আল্লাহর (দ্বীনের) মশাল নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর এ আলোর পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত অন্য। কিছুই চান না, যদিও কাফেরদের নিকট এটি খুবই অপ্রীতিকর। (আয়াত-১০:৩২)

আমি এভাবে একদল অত্যাচারীকে তাদেরই (অন্যায়) কার্যকলাপের দরুন আরেক দল অত্যাচারীর ওপর ক্ষমতবান করে দিই। (আয়াত-৬ : ১২৯)

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-রাজনীতি ও সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন এই দ্বন্দ্বের প্রকাশেও ভিন্নতা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বৃহৎ ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি কর্তৃক দুর্বল দেশের ওপর রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের রূপ নিয়েছে। কোনো দেশ বা জাতির ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী করার প্রাথমিক শর্তই হলো সেই দেশ বা জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতিও ধর্মীয় মূল্যবোধের ধ্বংস-সাধন। বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী প্রবণতা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সেই আগ্রাসনেরই ফলশ্রুতি। আজ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইমানের দুর্বলতা হেতু ইসলামবিরোধী সুবিধাবাদী প্রবণতা অনৈক্য শিকড় গেড়ে বসেছে। আর ইসলামের শত্রুরা সেই সুযোগটাই গ্রহণ করছে। সমগ্র পাশ্চাত্য জগত ও তথাকথিত গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা আজ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তাদের এই সর্বাত্মক বিরোধিতাই প্রমাণ করে যে ইসলাম অপরিমেয় শক্তির উৎস হিসাবে ইসলাম আজও তার শত্রুদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। এই একুশ শতকে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর হামলা তাদের শতাব্দীব্যাপী ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলছে। সারা পৃথিবী জোড়া অত্যাচারী শাসক ও শোষক শ্রেণীর মিথ্যাচার ও ভন্ডামির মুখোশ খসে পড়ছে।

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান মানবজাতির অতীতকে বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু আজকের বিশ্বে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো মানুষের ক্রমবিকাশের ভবিষ্যৎ গতিধারা অনুধাবন করা। আর আল্লাহর সৃজনশীল ক্রমবিকাশের গতিধারা নির্ণয় ও জানা-বুঝার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিকল্প নেই।

কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার মাধ্যমেই কেবল আল-কুরআনের সৃজনশীল অনুশীলন সম্ভব। আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্য, নিদর্শনগুলোর বৈচিত্র্য, বিশ্ব-জগত ও মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এসব কিছু কুরআন অনুশীলন ও গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

২. ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম-নিরপেক্ষতা

একজন মুসলমানের জীবন সার্বিকভাবে কুরআনের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনসহ তার ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় ধর্মীয় মূল্যবোধের বাইরে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সে ধরনের যেকোনো প্রচেষ্টাকে আল-কুরআন সুস্পষ্টভাবে অজ্ঞানতা বা 'জাহিলিয়া' হিসেবে ঘোষণা করেছে। সেই আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে আল-কুরআন তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ধারণাটিকে বস্তুবাদ বা নাস্তিক্যবাদের সম্প্রসারণ বলেই মনে করে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিপরীতে জনগণের তথাকথিত সার্বভৌমত্বের ধারণা আসলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ ব্যক্তি বা সমষ্টিগতভাবে কখনো সার্বভৌম হতে পারে না। সে পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনস্থ প্রতিনিধি মাত্র। বিশ্বজগত ও মানুষ যেভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন তার সমগ্র সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও সার্বভৌমত্বের অধীনেই সঙ্ঘটিত হয়েছে। সুতরাং ডারউইনের বিবর্তনবাদ সেই সত্যকেই মানুষের সামনে তুলে ধরবে তার বাইরে কিছু নয়। বাগানে বিষাক্ত ফলের বীজ বপন করে তা থেকে সুস্বাদু ফল আশা করা আর তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিক্যবাদী আবহে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখা-নিছক নির্বুদ্ধিতা নয় কি? একজন ঈমানদার মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব হলো এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো উৎখাত করে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের লড়াইয়ে শামিল হওয়া। ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির নামে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করা।

যারা মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমে বিশেষ করে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিবিরোধী বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাদের লক্ষও উদ্দেশ্য কি সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করতে হবে। শিশুদের পাঠক্রমে বিতর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্তির লক্ষও উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় সেটি বলাই বাহুল্য। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও দলীয় স্বার্থে ইসলামী মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়া, মুসলিম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নারী-জাতির পর্দা প্রথা নিয়ে উপহাস করার লক্ষ্য যে বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রে কায়েমি স্বার্থবাদীরা তাদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে বিজাতীয় সংস্কৃতি আমদানি করতে ইসলামী মূল্যবোধকে বিনময় মূল্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে আড়াল করার জন্য ডারউইনের বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটিকে সামনে নিয়ে এসেছে। তারা হীন রাজনৈতিক স্বার্থে বিজ্ঞানকে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর প্রয়াস পেয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী সংস্কৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিবাদের মুখে দুই পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে যাওয়া- এ সব কিছুই এক সুচতুর ষড়যন্ত্রের অংশ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কায়েমি স্বার্থবাদীরা আবার আক্রমণ করবে- অতএব আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোকে, ভূ-রাজনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দেশ ও জাতি বিশেষ করে তৌহিদি জনতাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এসব বিচার বিবেচনা করেই ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্ম-কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষা-নীতিতে কুরআন ও বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক অবদানকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

হলি আর্টিসানে হামলার রাত ও তারপর

॥ এ কে এম শহীদুল হক ॥

আমি ৩২ বছর পুলিশে চাকরি করেছি। পুলিশপ্রধানের পদ অলংকৃত করে ২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করি। আমার দায়িত্ব পালনকালে দেশে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। তার মধ্যে গুলশানের হলি আর্টিসান বেকারিতে জঙ্গি হামলা ছিল এক রোমহর্ষক ঘটনা। ওই ঘটনা ঘটিয়েছিল আইএস নামধারী কতিপয় দেশি জঙ্গি। পরবর্তী সময়ে তদন্তে প্রকাশ পায় তামিম চৌধুরী নামে এক শীর্ষ জঙ্গির নেতৃত্বে হলি আর্টিসানের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটানো হয়। তদন্তে তামিম চৌধুরী সম্পর্কে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। তামিম চৌধুরীর জন্ম বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে। শৈশবে তিনি পরিবারের সঙ্গে কানাডা পাড়ি জমান। সেখানেই বেড়ে ওঠেন। যে কোনোভাবেই হোক তিনি আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আইএসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। আইএসের পক্ষে সিরিয়াতে যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়। শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের ফাঁসি হওয়ার পর জঙ্গি সংগঠন জেএমবির কর্মী-সমর্থকরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ২০১৩ সালে তামিম চৌধুরী আইএসের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশে আসেন। তিনি জেএমবির নিষ্ক্রিয় সদস্যদের সংগঠিত করে তাদের চাঙ্গা করে তোলেন। প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধ করে তাদের তথাকথিত জিহাদের সৈনিক হিসেবে তৈরি করেন। এরাই নিউ জেএমবি হিসেবে পরিচিতি পায়।

দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় নিউ জেএমবির গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে। তারা কয়েকটি আত্মঘাতী দলও গঠন করেছিল। তামিম চৌধুরী চেয়েছিলেন দেশে বড় একটি ঘটনা ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক মহল এবং সিরিয়া-ইরাকের আইএসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের কাছে এমন বার্তা পৌঁছে দিতে যে বাংলাদেশে আইএসের শক্ত ঘাঁটি আছে। হলি আর্টিসানের ঘটনা ঘটিয়ে তাঁর প্রাথমিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন হয়েছিল। জঙ্গিরা আইএসের কালো পতাকা ও রেস্টুরেন্টের ভেতরের অপারেশনের ছবি তুলে আইএসের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিল। হলি আর্টিসান হামলায় জঙ্গিরা দেশি-বিদেশি ২২ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাঁদের মধ্যে দু'জন নারীও ছিলেন। ৯ জন ইতালীয়, সাতজন জাপানী, একজন ভারতীয় এবং তিনজন বাংলাদেশী ছিলেন। বাংলাদেশির মধ্যে দু'জন পুলিশ অফিসার– ডিবির সিনিয়র সহকারী কমিশনার রবিউল এবং বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালাউদ্দিন।

প্রথমে ইউনাইটেড হাসপাতালে যাই। হাসপাতালে গিয়ে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে পাই। ওসি সালাউদ্দিনের লাশ হাসপাতালের বারান্দায় স্ট্রেচারে দেখতে পাই। রবিউল মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল। চিকিৎসকরা তার অবস্থা স্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আমি তাকে সিএমএইচে নেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স রেডি রাখি এবং রাস্তা পরিষ্কার রাখার জন্য ডিসি ট্রাফিককে নির্দেশ দিই। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। আমার চোখের সামনেই সে না ফেরার দেশে চলে গেল। একে একে আরও আহত পুলিশ অফিসারকে হাসপাতালে আনা হচ্ছে। এডিশনাল কমিশনার মারুফ, এডিসি আহাদ, এসআই ফারুকসহ অনেকে। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ও স্টাফরা হিমশিম খাচ্ছিলেন। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হাসপাতালের পরিস্থিতি অবহিত করলাম। তিনি কয়েকজনকে সিএমএইচে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বললেন। হাসপাতালে আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক করে আমি ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিলাম। পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া ঘটনাস্থলে আছেন। তিনি আমাকে সেখানে না গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি সেখানে গিয়ে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, র‍্যাবের ডিজি, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সব গোয়েন্দা সংস্থার অফিসারদের দেখতে পাই। মিডিয়ার অনেক কর্মী সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন।

আমি সার্বিক পরিস্থিতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানালাম। তিনি অন্যদের কাছ থেকেও তথ্য জানতে পেরেছিলেন। তিনি আমাকে গণভবনে যেতে নির্দেশ দিলেন। সেনাপ্রধানকেও আসতে বলেছেন বলে জানালেন। আমি সিটিটিসির অফিসারদের নিয়ে গণভবনের উদ্দেশে রওনা হলাম। অন্যান্য অফিসারও গণভবনে গেলেন। সেনাপ্রধানও গণভবনে এলেন।

গণভবনে ঢুকলাম। রাত তখন সম্ভবত ৩টা। সেনাপ্রধান জেনারেল বেলালও ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এলেন। সবার কথা শুনলেন। সবার মতামত শুনে সিদ্ধান্ত দিলেন– আর্মির কমান্ডো দল অপারেশন করবে। পুলিশ ও র‍্যাব সহায়তা করবে। সে অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম চলল। এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে প্রথম ছিল। জঙ্গিদের দখলে দেশি-বিদেশি জিম্মি ছিল বলে জানা যায়। আগে পুলিশের এ ধরনের অভিযান করার অভিজ্ঞতা নেই। তাই আমি আগ বাড়িয়ে এককভাবে অভিযানের দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিনি। তবে পুলিশকে দায়িত্ব দিলে অবশ্যই সাহসের সঙ্গে তারা সফল অভিযান করতে পারত। এ বিশ্বাস আমার ছিল। অভিযানের প্রস্তুতি দেখে জঙ্গিরা জিম্মিদের ছেড়ে দেয়। ভোরের দিকে সেনাবাহিনী অভিযান শুরু করে।

হলি আর্টিসানের জঙ্গি হামলার পর দেশে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে শুরু করেন। গার্মেন্ট সেক্টর স্থবির হয়ে পড়ে। বিদেশি ক্রেতারা বাংলাদেশে আসা এমনকি অর্ডার দেওয়া স্থগিত রাখেন। বাংলাদেশ থেকে বিদেশি কূটনৈতিকদের পরিবার-পরিজন স্বদেশে ফেরত পাঠানো শুরু করে। আমেরিকাসহ কোনো কোনো দেশ ও দূতাবাস তাদের দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে নিষেধ করে। বাংলাদেশের মধ্যে তাদের চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ করে। কোনো কোনো অভিভাবক পুলিশের কাছে জানতে চান– তাঁদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠাবেন কিনা। সভা-সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

এমন পরিস্থিতিতে পুলিশপ্রধান হিসেবে আমার দায়িত্বই মুখ্য। পুলিশকেই জঙ্গি দমন করতে হবে। জঙ্গি দমন করতে না পারলে বাংলাদেশ একটি অকার্যকর দেশ হয়ে যাবে। সামর্থ্যবানরা দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যাত্রা শুরু করবে। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে দৃঢ় সংকল্প করলাম– যে কোনোভাবেই জঙ্গি-সন্ত্রাসী দমন করতে হবে। আমি অফিসারদের সঙ্গে মত বিনিময় করলাম। তাদেরকে সাহসের সঙ্গে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরুর জন্য উদ্বুদ্ধ করলাম। মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দিলাম এবং তদারকির ব্যবস্থা করলাম। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সেও ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে শক্তিশালী করলাম। ডিএমপির সিটিটিসির কর্মকর্তা, সোয়াত ও বম্ব ডিসপোজাল টিমের অফিসারদের উদ্বুদ্ধ করলাম। সিটিটিসির প্রধান মনিরুল একজন চৌকস অফিসার। তাকে সব ধরনের সহায়তা দিলাম। বগুড়ার তৎকালীন পুলিশ সুপার আসাদ জঙ্গি দমনে একটি বিশেষ টিম গঠন করেছিল। তাদেরকেও সব ধরনের সহায়তা করলাম। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, সিটিটিসি ও বগুড়ার টিমের মধ্যে সুসমন্বয় করে জঙ্গি দমনে সবাই নিয়োজিত হলো। আমরা প্রথমে জঙ্গিদের সম্পর্কে তথ্য বা ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের ওপর জোর দিলাম। আস্তে আস্তে জঙ্গিদের অনেক তথ্য আমাদের কাছে আসতে শুরু করে। জঙ্গিরা যেখানেই কোনো নাশকতার উদ্দেশ্যে আস্তানা গাড়ে, আমাদের গোয়েন্দারা আগে থেকেই তা জানতে পারে। তাদের আস্তানা শনাক্ত করার পর সিটিটিসির সোয়াত ও বম্ব ডিসপোজাল টিম অপারেশনে জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করে। আত্মঘাতী জঙ্গিরা পুলিশের অভিযানকালে নিজেরাই নিজেদের বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় জঙ্গি আস্তানা ছিল। পুলিশ সেগুলো শনাক্ত করে অভিযান পরিচালনা করে। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় অপারেশন হয়। বড় বড় অপারেশন হয় ঢাকা মহানগরের কল্যাণপুর, পলাশী, আশুলিয়া ও রূপনগরে। ঢাকা মহানগরের বাইরে গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা জেলা, কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ ইত্যাদি জেলায় অপারেশন চালানো হয়। সোয়াত টিমের একটির পর একটি সফল অভিযানে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে।

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির কারণে যুবকদের মধ্যে জঙ্গি সংগঠনে যোগদান করার প্রবণতা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। জুলাই ২০১৬ থেকে জানুয়ারি ২০১৮ সময়ের মধ্যে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান ও গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সব শ্রেণি-পেশার লোক তথা জনগণকে সম্পৃক্ত করার কারণেই বাংলাদেশে জঙ্গিদের দমন করা সম্ভব হয়েছিল। দেশ নাশকতা থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বাংলাদেশের জঙ্গি দমন অন্যরা একটি রোল মডেল হিসেবে গণ্য করে।

লেখক: সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

শিক্ষাঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টে বাতিল

(প্রথম পাতার পর)

পান। বিশেষ করে যারা অর্থনৈতিক মানদন্ডে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের স্তরে রয়েছেন তারা এই সুবিধা ভোগ করতে পারেন। নতুন কোনো পন্থায় আমি তা নিশ্চিত করবো।

কি হবে সেই নতুন পন্থা এ প্রসঙ্গে বাইডেন বলেন, উচ্চ শিক্ষা আইন ১৯৬৫'র আওতায় তা করা হবে। এই আইন শিক্ষামন্ত্রী মিগুয়েল কারডোনাকে শিক্ষাঋণের ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার অনুমতি দেয়। এছাড়াও শিক্ষা বিভাগ এ যাবৎকালের সবচেয় সহনীয় ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। যাতে ঋণ গ্রহীতারা বছরে ১০০০ ডলারের বেশি অংক বাঁচিয়ে ফেলতে পারবেন।

এর আগে গত ৩০ জুন শুক্রবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেওয়া ৪০০ বিলিয়ন ডলারের শিক্ষাঋণ মওকুফের সিদ্ধান্তটি বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরোধীতায় ৬-৩ ভোটের সিদ্ধান্তে তা বাতিল হয়। ৩ কোটি শিক্ষার্থী এতে বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের শিক্ষাঋণের বোঝামুক্ত হওয়ার সুযোগ থেকে। বাইডেনের প্রস্তাবটি ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নির্বাহী সিদ্ধান্তে বাস্তবায়িত হতে চলা সবচেয়ে ব্যয়বহুল একটি উদ্যোগ।

সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীলরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রস্তাব বাতিল করে বলেন, নির্বাহী আদেশে এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে তা শিক্ষা বিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করবে। প্রধান বিচারপতি জন জি রবার্টস তার রায়ে লিখেছেন, এমন একটি গুরুত্ববহ সিদ্ধান্ত কংগ্রেসনাল অনুমোদন সাপেক্ষেই কেবল বাস্তবায়ন যোগ্য। এই সিদ্ধান্তের পর লাখ লাখ শিক্ষাঋণ গ্রহীতাকে এই ফল থেকেই তাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু করতে হবে। এর আগে কোভিড অতিমারির কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে এই ঋণের কিস্তি পরিশোধ স্থগিত করা হয়েছিলো।

এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পরিসংখ্যান মতে ৩০ মিলিয়ন শিক্ষাঋণ গ্রহীতার মধ্যে মাত্র ৩ লাখ শিক্ষার্থী নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে গেছেন। বাকিরা এতদিন ঋণ পরিশোধ বন্ধ রেখেছিলেন। এখন তিন বছরের বেশি সময়ের বকেয়া পরিশোধেরও চাপ থাকবে এই শিক্ষার্থীদের ওপর। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের আগে প্রধান বিচারপতি রবার্টস ও বিচারপতি কেগানের মধ্যে কড়া যুক্তি-তর্ক হয় বলে জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থি আদালতের এই সিদ্ধান্তে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। একাধিক টুইটার পোস্টে তিনি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উদ্যোগকে বেআইনি বলে উল্লেখ করেন। ১৩ শতাংশ আমেরিকানের নেওয়া ঋণের দায় বাকি ৮৭ শতাংশ আমেরিকানের উপর চাপানো যাবে না, বলেন ম্যাককার্থী।

হোমলেস: ৯৯.৯% ব্যর্থ নিউইয়র্ক সিটি!

(প্রথম পাতার পর)

সুইপস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এনওয়াইপিডি, ডিপার্টমেন্ট অব স্যানিটেশন, দ্য পার্ক ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব হোমলেস সার্ভিসেস এর মাধ্যমে। ল্যান্ডারের অডিট রিপোর্ট ডিএইচসএসের কর্মসূচিতে বেশি জোর দেওয়া হয় আর মূল্যায়ন করা হয়, এজেন্স তার নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে কতটুকু সফল হয়েছে। তাদের কাজ ছিলো হোমলেস মানুষগুরো যেনো অস্থায়ী আবাস পান, তাদের অর্থ সহায়তা নিশ্চিত করা যায়, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটে। আর একই সঙ্গে সেকেন্ডারি লক্ষ্য ছিলো যাতে পাবলিক স্পেস থেকে হোমলেসদের তৈরি করা অস্থায়ী কাঠামোগুলোর অপসারণ।

হোমলেসদের ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য প্রায় ২০০টি অভিযান আর বিভিন্ন পপ-আপ সাইট থেকে তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ২৩০৮ জনকে স্থানান্তর করা হয়েছে। আর এদের মধ্যে থেকে ২১৮৯ জনই- প্রায় ৯৫%- কোনো আশ্রয় পায়নি। এবং কোনো সেবার আওতায় আনাও সম্ভব হয় নি। বাকি যে ১১৯ জন আশ্রয় কেন্দ্রে গেছেন তাদের মধ্যে ২৯ জন যেদিন এসেছিলেন সে দিনই বেরিয়ে যান। এরপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান আরও অনেকে। আর এ বছরের জানুয়ারির ২৩ তারিখ পর্যন্ত এই সংখ্য দাঁড়ায় মোটেই ৪৩ জন- যা মোট সংখ্যার ২% মাত্র।

ল্যান্ডারের অডিট রিপোর্ট বলছে এই সুইপ কার্যক্রমের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, এই সময়ে মাত্র তিন জন গৃহহীনকে স্থায়ী নিবাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি ৯৯.৯% একই হোমলেস স্ট্যাটাস বহন করে চলেছেন। এই তথ্য স্পষ্টতই প্রমাণ করে হোমলেস সুইপস কর্মসূচি পুরোপুরি ব্যর্থ, বলেন ল্যান্ডার। গত মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন তিনি। আর কেবল ব্যর্থই নয়, আক্ষরিক অর্থেই তারা নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি এবং মূলতঃ আস্থাহীনতার পরিচয় দিয়েছে।ভবিষ্যতেও এই সমস্যা সমাধানে জনগণের জন্য কোনো ভরসা থাকলো না। সেকেন্ডারি যে লক্ষটি ছিলো পাবলিক স্পেসগুলো থেকে হোমলেসদের অস্থায়ী কাঠামোগুলো অপসারণ, তাও খুব কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

গত ১২ এপ্রিল ৯৯টি সুইপ লোকেশনে জরিপ চালিয়ে দেখা যায় এর মধ্যে ৩১টি সাইটে নতুন করে কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তবে এসব অস্বীকার করে, কর্মসূচিকে সফল বলে উল্লেখ করেছেন মেয়র অফিসের মুখপাত্র। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রথম বছরে এই অভিযানের কারণে নগরের গৃহহীনদের জন্য সেবার মান আগের তুলনায় ছয়গুন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

মেয়র অ্যাডামসের অফিস থেকে ল্যান্ডারের এই জরিপের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, ডিএইচএসের ওপর জোর না দিয়ে জরিপটি বরং স্যানিটেশন ওয়র্কার, পার্ক স্টাফ ও পুলিশের ওপর পরিচালনা করা প্রয়োজন ছিলো।

সিটি হলের তথ্য মতে গত মাসের শেষ নাগাদ মোট ৫,৯২৮টি লোকেশনে সুইপ অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে একই স্থানে একাধিকবার অভিযানের রেকর্ড রয়েছে। এছাড়া এ পর্যন্ত মোট ১৮১ জন আশ্রয় গ্রহণ করেছে বলেও জানায় মেয়র অফিস। তবে তাদের মধ্যে কতজন শেষ পর্যন্ত সেখানে থেকে গেছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

সুইপ কর্মসূচি দ্রুত বন্ধ করতে মেয়র অ্যাডামস কে পরামর্শ দিয়েছেন। এবং বিকল্প হিসেবে কিছু নীতিগত সুপারিশ পাঠিয়েছেন। যার অন্যতম হচ্ছে 'হাউজিং ফার্স্ট' অ্যাপ্রোচ গ্রহণ।

মামলায় হেরে পাল্টা মামলা ঠুকলেন ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

মামলায় হেরে যাবার পর এবার তার বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা ঠুকে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ২৭ জুন মঙ্গলবার রাতে এ মামলাটি দায়ের করা হয়। এর আগে এলিজাবেথ জিন ক্যারোলের করা মামলায় নিউইয়র্কের আদালত দোষী সাব্যস্ত করেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। তখন আদালতের জুরি সদস্যরা তাদের রায়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখিকা ই জিন ক্যারলকে যৌন হয়রানি এবং তার মানহানি করেছেন এমনটা মত দিয়েছিলেন। এ জন্য ক্যারলকে ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ট্রাম্পকে।

পাল্টা মামলায় ট্রাম্পের অভিযোগ, সিএনএনের অনুষ্ঠানে দেওয়া ক্যারলের বক্তব্যে তার সম্মানহানি হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে রায় সম্পর্কে ক্যারলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। বিষয়টি যৌন হয়রানি, ধর্ষণ নয়। এর উত্তরে ক্যারল বলেছিলেন, হ্যাঁ, তিনি (ট্রাম্প) ধর্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিবৃতি দিয়েছেন তার আইনজীবী রবার্টা কাপলান। তিনি বলেন, আদালত যে রায় দিয়েছেন, তা কার্যকর করতে সময় ক্ষেপণ করার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। ১৯৯৬ সালে ম্যানহাটানের একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ড্রেসিংরুমে ট্রাম্প তাকে ধর্ষণ করেন, এমন অভিযোগই এনেছিলেন ক্যারল। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগও করেছিলেন ক্যারল। ওই মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ক্যারল বলেছিলেন, তিনি তার জীবন ফিরে চান। বছরের পর বছর ধরে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা একটি ঘোষণাপত্র

(প্রথম পাতার পর)

আমেরিকান উপনিবেশ নিজেদের ব্রিটিশ শাসনের বাইরে স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবে ঘোষণা করে এবং ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা- ইউএসএ নামে নতুন রাষ্ট্র গঠন করে। পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি কংগ্রেসে ভোটাভুটির জন্য আগেই আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার একটি খসড়া প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। একটি ঐতিহাসিক দলিল।

এর আগে এক বছর ধরে চলে মার্কিনীদের ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী যুদ্ধ। জীবন দেন ২৫ হাজার বিপ্লবী আমেরিকান। ১৩টি উপনিবেশ একসঙ্গে ইংল্যান্ডের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকে। ভার্জিনিয়া উপনিবেশের জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন প্রধান সেনাপতি। আর সেই যুদ্ধে উপনিবেশগুলোর বিজয়ের প্রাক্কালে ১৭৭৬ সালের ২ জুলাই দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে ভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পর পাঁচজনের একটি কমিটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করে। টমাস জেফারসন, জন অ্যাডামস, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন এ কমিটির অন্যতম সদস্য। টমাস জেফারসন ছিলেন মূল লেখক। রচিত ঘোষণাপত্রটি নিয়ে কংগ্রেসে তর্ক-বিতর্ক হয় এবং পরিশেষে ঘোষণাপত্রটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ঘোষণাপত্রটি কংগ্রেসের অনুমোদন পায় ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে।

ব্রিটিশদের অরাজকতা থেকে বের হয়ে আসার জন্য 'প্রতিটি মানুষই সমান এবং একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি' এই বাণীকে সামনে রেখে থমাস জেফারসন লিখলেন স্বাধীনতার বাণী। প্রাথমিকভাবে এটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। যা ছিলো থমাস জেফারসনের একটি হাতে লেখা পত্র। মুদ্রিত এই সংস্করণটি ব্যাপকভাবে বিতরণ ও প্রচার করা হয়। পরে জন অ্যাডামস ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সংশোধন ও সংযোজনকৃত একটি কপি তৈরি হয়। আর তার ওপর জেফারসনের টিকা সংবলিত মূল খসড়াটি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে সংরক্ষণ করা হয়। ঘোষণাপত্রের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সাক্ষরকৃত সংস্করণ যেটি দাপ্তরিক সংস্করণ হিসেবে অধিক পরিচিত সেটি ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল আর্কাইভসে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।

ঘোষণাটির উৎস ও ব্যাখ্যা পন্ডিতদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। ঘোষণাটি যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় জর্জের বিরুদ্ধে অনুযোগসমূহ এবং কতিপয় সহজাত ও আইনগত অধিকার, বিপ্লবের অধিকার যার অন্যতম, বর্ণনার মাধ্যমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার যথার্থতা প্রমাণ করে।

আব্রাহাম লিংকন তার বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণে এই ঘোষণাপত্রকেই মূলভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করেন। আর তারপর থেকে ঘোষণাটি বিশেষ করে এর দ্বিতীয় বাক্যটি 'We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.' মানবাধিকারের উপর একটি সুপরিচিত উক্তিতে পরিনত হয়।

ইংরেজি ভাষার সবচেয় সুপরিচিত এই উক্তি এমন এক নৈতিক মান নির্দেশ করে যা অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বাত্নক সংগ্রাম করতে হয়েছে। আব্রাহাম লিঙ্কন এই ঘোষণাপত্রটিকেই তার রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং পরবর্তীতে ঘোষণাটিতে বিবৃত নীতিমালার আলোকে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয়। বিভিন্ন দেশের আরো অনেক সমশ্রেণীর দলিল প্রণয়নে অনুপ্রেরণা হিসেবেও কাজ করে এই ঘোষণাপত্র।

নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দুই দশক ৪ জুলাই তারিখটি খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে পালিত হয়েছে এমনটা খুব জানা যায়নি। আমেরিকানরা তখন স্বাধীনতার স্বাদ নিতেই ব্যস্ত। কিন্তু ১৮২৬ সালের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ঘটে যায় এক ঘটনা। ঠিক ওই দিনটিতে মৃত্যু হয় থমাস জেফারসন ও জন অ্যাডামসের। ঘোষণাপত্রের প্রধান দুই কুশীলব আর সাবেক দুই রাষ্ট্রপতির একই দিনে মৃত্যু ৪ জুলাইকে নতুন করে গুরুত্ববহ করে তোলে আর সেই থেকেই দিবসটি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে মর্যাদার সাথে উদযাপন শুরু হয়। আর ১৯৭০ সালে স্বাধীনতার প্রায় ১০০ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে।

ভিসা নীতি প্রত্যাহার চেয়ে আদালতে

(প্রথম পাতার পর)

ডিপার্টমেন্টকে অভিযুক্ত করে আদালতে মামলা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামলায় সেক্রেটারি অব স্টেইট এন্টনী ব্লিনকেনকেও বিবাদী করা হয়েছে।

বাংলাদেশী বংশোভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু কমিশনের চেয়ারম্যান ড. রাব্বী আলম ওরফে মিস্টার আলম সহ তিনজন রাজনৈতিক-ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব মিশিগানের ডেট্রয়েট ইষ্টার্ন ডিষ্ট্রিক অব মিশিগান, ইউএসএ কোর্টে এই মামলাটি করলেন। মামলার অপর দু'জন বাদী হলেন, স্পেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গবন্ধু কমিশনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. রিজভী আলম। যিনি এক সময়ে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্পেন মাদ্রীদ এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীও। অপরজন হচ্ছেন, যুক্তরাষ্ট্র মিজোরী অঙ্গরাজ্য বঙ্গবন্ধু কমিশনের ডীন ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি শেরে আলম রাসু।

ড. রাব্বী আলম জানান, সংশ্লিষ্ট মামলার কাগজপত্র রিট ও জুডিশিয়াল নোট প্রসেস গত ১৬ জুন অনলাইনে করা হয়। তবে মামলাটি ডকেটভূক্ত হয়েছে গত ২৬ জুন সোমবার। মামলার ধারা নং-ফেডারেল ৪৬৫। মামলার নাম্বার ৫:২৩-সিভি-১১৫২৩। মামলার নাম: আলম, এট অল ভি. বাইডেন, এট অল। বিজ্ঞ জাজ হলেন জাস্টিস জুডিথ ই লিভি। আর ম্যাজিস্ট্রেট হলেন জাজ এলিজাবেথ এ ষ্টাফোর্ড। তিনি জানান, দায়েরকৃত মামলা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তাকে জানানো হয়েছে। পরবর্তীতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে সমন জারি হবে। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভিসা নীতি আরোপের আগে মিথ্যা অভিযোগ দেয়ায় রিপাবলিকান ছয় কংগ্রেসম্যানকে আসামি করে আগামী ৪ জুলাই অপর মামলাটিও অবশ্যই হতে যাচ্ছে। (সূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ)

আবার বাড়ছে মর্টগেজ রেট

(প্রথম পাতার পর)

আগে এর গড় হার ছিলো ৫.৭০%।

গত প্রায় ছয় মাস ধরের মর্টগেজ হার ৬ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করছে। তবে এক বছরের বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা বেচা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ১৫ বছরের নির্ধারিত মর্টগেজের ক্ষেত্র এই সপ্তাহে হার দাঁড়িয়েছে ৬.০৬% যা আগের সপ্তাহে ছিলো ৬.০৩ শতাংশ। এক বছর আগে এই হার ছিলো ৪.৮৩%।

এই সময়ে নতুন বাড়ি বিক্রির হার সংস্কার করা বাড়ি বিক্রির চেয়ে কিছুটা বেশি। বাড়ির চাহিদা বেড়ে যাওয়া বাড়ির দরও কয়েক মাস ধরে টানা বেড়ে চলছে। তবে বাড়ি বিক্রি সে হারে বাড়ছে না। গত মাসে বাড়ি বিক্রি আগের বছরের এই সময়ের চেয়ে ২০.৪% কমে গেছে। আর বার্ষিক বিক্রি মোটের ওপর কমেছে ২০%।

গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে মর্টগেজের নিম্নহার হাউসিং মার্কেটকে কিছুটা চাঙ্গা করে তোলে, এতে অধিক মূল্যে ঋণগ্রহীতাদের বাড়ি কেনার পথ সুগম হয়। গত এক বছর ধরে বিষয়টি উল্টো পথে হাঁটা শুরু করে। এই সময়ে মুল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে অর্থনীতির ধীর গতির লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী হার বাড়াতে শুরু করে ফেডারেল রিজার্ভ।

ফ্রেডি ম্যাকের চিফ ইকোনমিস্ট স্যাম খাতের বলছিলেন, গত ছয় মাস ধরে মর্টগেজ রেট ৬ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে ওঠা নামা করায় বাড়ি ক্রেতারা দামের সঙ্গে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলেন আর তাতে নতুন বাড়ি বিক্রি বাড়ছিলো। এই সময় রিসেল মার্কেটের চেয়ে নতুন বাড়ি বিক্রির হার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। কারণ নতুন বাড়ির যোগান সংস্কারকৃত বাড়ির যোগানের চেয়ে সামান্য বেশি ছিলো। আর এই বাড়তি চাহিদার কারণেই গত কয়েকমাস ধরে দাম চড়তে থাতে। ওদিকে পুরোনো বাড়ির চাহিদা কমতেই থাকে। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিয়েলটরস এর একটি হিসাব বলছে, কেবল গেলো মাসেই পুরোনো বাড়ি বিক্রি কমেছে ২০.৪ শতাংশ। যা টানা ১০ মাস ধরে নিম্নমুখি থেকেছে। এই সময় বাৎসরিক বিক্রি হার কমেছে ২০ শতাংশ।

নিউইয়র্ক ছেয়ে গেছে ক্ষুদে

(প্রথম পাতার পর)

হাতে, পরিধানে বসে পড়ে। একটি ঢুকে পড়ে তার নাকেও। নাক ঝাড়া দিলে সে পোকা বেরিয়ে এসে দিব্যি উড়ে চলে যায়।

কানাডার দাবানল যে কেবল নিউইয়র্কের আকাশে ধোঁয়াশা আর দুষিত বাতাসই বয়ে এনেছে, কিন্তু সেখানেই বুঝি শেষ নয়। ধারণা করা হচ্ছে এই পোকার দঙ্গলও সেই দাবানলেরই ফল। গত কুদিন ধরে নিউ ইয়র্কের আকাশ দখল করে নিয়েছে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদে পাখার পতঙ্গ। এরা যে নগরবাসীর জীবনে বাড়তা যাতনা সৃষ্টি করছে তাই নয়, প্রশ্ন ও কৌতুহলের উদ্রেক করেছে ম্যালা- কি এই পোকারাজি, কোথা থেকে এলো, কোথায় যাবে, আদৌ কি যাবে? কিংবা কিভাবে তাড়ানো যাবে এত এত পোকা?

কুইন্সের বাসিন্দা ডুপেইন বলছিলেন, প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন তার মাথার ওপর ভাসমান মেঘের মতো দেখতে বস্তুগুলো কানাডার দাবানল থেকে উড়ে আসা ছাই। কিন্তু অল্পক্ষণেই টের পেলেন অন্য কিছু। এগুলো জীবন্ত এবং উড়ন্ত। এক পর্যায়ে তা গা-গতর ছেয়ে ফেললো। দ্রুত ঘরে ফিরে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে নিজেকে পোকামুক্ত করলেন। পরে টুইট করে তিনি একে স্রেফ জিন্যাচারাল বিপর্যয় বলেই উল্লেখ করেন।

শুধু ডুপেইন একা নন, এই সময়ে নেইবারহুডের আরও অনেকেই এই পোকার হামলার শিকার হয়। মানুষগুলোকে তাদের মুখ-নাক ঢেকে পথ চলতে দেখা যায়। অনেকেই পরে ফেলেন সার্জিকাল মাস্ক।

নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এনটোমোলোজিস্ট অধ্যাপক ডেভিড লোহম্যান নিজে এমন কোনো পোকা দেখেন নি, তবে তিনি সোস্যাল মিডিয়ার ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিও দেখে বলেন, এগুলো পাকাযুক্ত এফিডস (এক জাতীয় ফড়িং)।

এ জাতীয় ফড়িয় আমেরিকায় আগেও দেখা গেছে। নিউইয়র্ক সিটিতেও দেখা যায়নি তা নয়। এগুলো ক্ষুদে লম্পাটে আকৃতির পোকা আর নানা বর্ণের হয়। কোনোটি সবুজ কোনোটি লাল, কোনোটি হলুদ কিংবা কালো, কোনোটি ছাই রঙা কিংবা ধুসর। তবে গ্রীস্ম শেষ হওয়ার আগে এই কীট-পতঙ্গ নিউ ইয়র্ক সিটিতে দেখা যায় না। হতে পারে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এসব পোকার জীবন-চক্রটাই বদলে গেছে।

এফিড জাতীয় পতঙ্গ বিশেষজ্ঞ নাতালি হার্নান্দেজ অবশ্য বলেন, এই মৌসুমে এমন পতঙ্গ কম-বেশি চোখে পড়ে। একটি বার্তায় তিনি লিখেছেন, হতে পারে কানাডার দাবানলের কারণে মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রায় এই পোকার প্রজনন বেড়েছে। তার সঙ্গে অবশ্য একমত হতে পারেন নি অপর পতঙ্গবিদ এন্ডি জেনসেন। তিনি বলেন, কানাডার দাবানলে সৃষ্ট ধোঁয়াশা এই গ্রীস্মে পতঙ্গগুলোকে বাড়তি সময় ধরে টিকে থাকার শক্তি লয় করবে। অতিরিক্ত গরমে এফিডগুলো সাধারণত তার প্রজনন শক্তিই হারিয়ে ফেলে। কারণ যেটাই হোক সিটির পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট বলছে, বিষয়টিতে এখনও আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

পোকাগুলো বিরক্তিকর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু জনস্বাস্থ্যে এই পোকার খুব একটা প্রভাব বা ঝুঁকি থাকবে তা নয়, শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ। 'আমরা পোকাগুলোর ব্যাপারে নজর রাখছি আর ঝুঁকিপূর্ণ কিছু হলে আমরা নগরবাসীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করবো', বলা হয় ওই বিবৃতিতে।

পতঙ্গ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পোকাগুলোর অস্তিত্ব বেশিদিন থাকবে না এটাই তারা ভাবছেন। আর লোহম্যানতো একটু বাড়তি উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করলেন এই বলে যে, পোকাগুলোর অস্তিত্ব এটাই জানান দেয় নিউইয়র্কের পরিবেশ এখনো অরগ্যানিক! কীটনাশক বেশি ব্যবহৃত হলে এমন পোকা সৃষ্টি হতে পারতো না, বলেন তিনি।

আমেরিকান নতুন ভিসা নীতি ও ছয় কংগ্রেসম্যানের রিপোর্টে সরকারের অস্বস্তি

॥ প্রদীপ মালাকার ॥

বাংলাদেশে এখন সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের নূতন ভিসানীতি এবং ছয় কংগ্রেসম্যানের চিঠি নিয়ে সর্বতই জোর আলোচনা-সমালোচনা চলছে। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন সময়ে বিদেশী কূটনীতিকরা মন্তব্য করলেও সম্প্রতি সেই প্রবণতা অনেক তীব্র হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান সহ একাধিক দেশের কূটনীতিকরা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের দিকে সারাবিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে। গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রো ছয় কংগ্রেসম্যান স্কটপেরি, বয়ারিমুর, ওয়ারেনডেভীস, ব্বগুড, টিমবাচেট, ওকি সেলফ প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংস্কৃতি বন্ধ করে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিকরার জন্য সচেষ্ট হতে চিঠি লিখেছেন।

একই সময়ে উক্ত ছয় কংগ্রেসম্যান বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু এবং পক্ষপাতহীন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ভূমিকা রাখতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। এদিকে আরেকটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানিয়েছে যেন জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মানবাধিকার রেকর্ড যাচাই- বাছাই করা হয়।

এবার দেখা যাক আমেরিকার ভিসা নীতি কি বলছে- বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের স্বার্থে এক নূতন ভিসা নীতির কথা ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। এই নীতির আওতায় কোন বাংলাদেশী ব্যক্তি যদি সেদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়- তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্র দফতর বিষয়টি পরিষ্কার করে জানিয়েছেন, এর আওতায় পড়বেন বর্তমান এবং সাবেক বাংলাদেশী কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচারবিভাগ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সদস্যরা।

ওদিকে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বা নেতারা দৃশ্যত এসব চিঠি বা উদ্বেগ প্রকাশকে খুব একটা আমলে নিচ্ছেন না বলে বক্তব্য দিয়েছেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নতুন ভিসা নীতিতে বাংলাদেশ সরকার বিচলিত নয়, কারন সে দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিব্বধ। তিনি আরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঘোষণার পর বার্তাসংস্থা ইউএনবি-কে দেয়া এক তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ায় মিঃ আলম বলেন, এটি কোন নিষেধাজ্ঞা নয়। শাহরিয়ার আলম কংগ্রেসম্যানদের চিঠির বিষয়ে বলেছেন, চিঠিতে অতিরঞ্জন ও অসঙ্গতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, এ রকম চিঠি অতীতেও এসেছে, ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে আসতে পারে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে এই ধরনের কার্যক্রম তত বাড়তে থাকবে। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের কর্মকর্তারা চিঠির বিষয়ে কংগ্রেসম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে কথা বলবেন এবং বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেছেন, আমেরিকা চাইলে কাউকে ক্ষমতায় রাখতে পারবে, আবার ক্ষমতা থেকে বিদায়ও করতে পারবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, বাহির থেকে এসে ক্ষমতায় বসাবে না, জনগণের ভোটে ক্ষমতা রবদল হবে। এর আগে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কে আমাদের ভিসা দেবেনা, কে আমাদের স্যনশন দেবে, ও নিয়ে মাথাব্যথা করে কোন লাভ নেই। তিনি আরও বলেন, বিশ ঘন্টা প্লেনে জার্নি করে আট-লান্টিক পার হয়ে ঐ আমেরিকায় না গেলে কিছু যায় আসে না। পৃথিবীতে আরও অনেক মহাসাগর আছে, অনেক মহাদেশ আছে। সেই মহাদেশের সাথে, মহ-াসাগরেই আমরা যাতায়াত করবো আর বন্ধুত্ব করবো। স্পষ্টতই প্রধানমন্ত্রী কিছুটা অভিমান, বিরক্তি প্রকাশের পাশাপাশি নূতন মিত্র চিনের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। দুই বৎসর পূর্বে র‍্যাবের শীর্ষ কয়েক কর্মকর্তার ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকায় সরকার এমনিতেই ত্যক্ত বিরক্ত ছিল। ফলে ভবিষৎ নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় সরকারি-বেসরকারি আমলা, মন্ত্রী, এমপি, সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের একটা অংশ উদ্বিগ্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। কারন অনেকের ছেলে-মেয়ে আমেরিকায় পড়াশোনা করে, অনেকের বাড়ি ও ব্যবসা আছে। মোট কথা, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের রেমিটেন্সের বড় অংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সাথে, বাংলাদেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতাও আছে-যা আমেকিার জাতীয় স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। আজ যদি যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয় যে আমরা বাংলাদেশ থেকে পোশাক ক্রয় করব না, ভিয়েতনাম বা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সুলভমুল্যে পোশাক ক্রয় করব কিংবা যুক্তরাষ্ট্র-এর আইন অনুযায়ী রেমিটেন্সের ওপর কর আরোপ করে, তখন বাংলাদেশের অবস্থা কি হতে পারে? তা ভাবার বিষয়।

এখানে কূটনীতি বিশ্লেষকরা বলেছেন, কংগ্রেসম্যান বা পার্লামেন্ট সদস্যদের এ ধরনের চিঠিতে তাৎক্ষনিকভাবে কোন ফলাফল দেখা না গেলে ও এসব চিঠি খতিয়ে দেখার জন্য সেসব দেশের সরকারের ওপর চাপ তৈরি হয়। ফলে তারা নানা রকম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেছেন, এসব উদ্যোগের ফলে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে পারেন। কারন বেশির ভাগ নিষেধাজ্ঞা আসবে ব্যক্তির ওপরে। ফলে যারাই নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকবে, তারা খানিকটা চিন্তায় থাকবেন যে, সেখানে কোন উল্টাপাল্টা কিছু হলে তাদের সমস্যা হবে কিনা।

ওয়াশিংটনে সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ন কবির বলেছেন, এখানে লবিং হয়েছে কিনা, কারা লবিং করেছে তার চেয়ে বড় বিষয় হল, সেখানে যেসব বক্তব্য তোলা হয়েছে, সে সবের বাস্তবতা কতটা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমি জানিনা, এখানে কি হয়েছে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের ভালো কাজের জন্য যেমন বাহবা পাই, তেমনি তারা কেন এসব অভিযোগ তুলছে, আমাদের কোন ঘাটতি আছে কিনা, সেটাও আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সেসব কারন যদি আমরা মিটিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে এখানেও কিন্তু বাহবা পেতে পারি। লবিং এর কারনেই তারা বড় ব্যবস্থা নিবে, সেটা মনে করা ঠিক হবে না। আবার তারা ব্যবস্থা নিলে কিছু হবে না, সেটা ভাবাও ভুল। আমি বলবো, বিষয়গুলোর বস্তুনিষ্ঠতার দিকে মনোযোগী হলে এ ধরনের জটিলতার বাহরে থাকা যাবে। আর আমরা যদি অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাই, অন্যরা করেছে উস্কানি দিয়ে, তাহলে যে কারনে সমস্যাটা হয়েছে, সেটাকে যথাযথভাবে অ্যাড্রেস করতে পারবো না।

রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির শান্তি রক্ষাবাহিনী সম্পর্কে বলেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যারা অংশগ্রহণ করে, এমনিতেই তাদের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ একটা স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা করে। যেমন মানবাধিকার ইস্যু, নারী বিদ্বেষী হলে বা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আছে কিনা, সেটার এক ধরনের যাচাই করা হয়। তিনি বলেন, হয়তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই কথাটা আমরা আগে শুনিনি বলে আমাদের কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে। কূটনীতিক হুমায়ুন কবির আরও বলেন, ২০০৭ সালে বিরোধীদলগুলোর আপত্তি সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহমেদ যখন ২২ জানুয়ারী নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে একরোখা ছিলেন, সেই সময়েও এমন একটি বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ে ছিল যে, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী নিয়োগ ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করছে জাতিসংঘ।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, ২০০৭ সালের সেই ঘটনাকে মনে রেখেই হয়তো শান্তিরক্ষী বাহিনীর বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি হচ্ছে। কূটনীতিরা মনে করেন, ২০০৭ সালের তুলনায় এবারের পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা বলে তাদের মনে হচ্ছে। কারণ যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে, এটা বাংলাদেশের জন্য নতুন। ফলে সরকার স্বীকার না করলেও সরকার যে অস্বস্থিতে পড়েছে, উপরিউল্লেখিত বক্তব্য থেকেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে।

নিউইয়র্ক, ইউএসএ

জেএমসি'র আয়োজনে নিউইয়র্কে বড় জামাত

(শেষের পাতার পর)

নিউইয়র্কে সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিস্টদের ধারণা জেএমসি'র ঈদের জামাতে সর্বস্তরের ১০/১২ হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন। নিউইয়র্কের মসজিদগুলো ছাড়াও কোথাও কোথাও খোলা মাঠে ঈদের জামাত হয়েছে। মসজিদ আল আলাফা (আরাফা ইসলামিক সেন্টার) ও আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এমসি) এর উদ্যোগে জ্যামাইকায় আলো দুটো মাঠে ঈদের জামাত হয়েছে। এই দুই জামাতেও শত শত নারনারী ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর উদ্যোগে ঈদুল আযহার একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় টমাস এডিসন হাইস্কুল মাঠে সকাল সোয়া টটার দিকে। এই জামাতে শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরের শত শত পুরুষ-মহিলা নামাজে অংশ নেন। এটিই ছিলো নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত। সংশ্লিস্টদের ধারণা জেএমসি'র ঈদের জামাতে সর্বস্তরের ১০/১২ হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেণ ড. মনিরুল ইসলাম এখানে ঈদের নামাজ আদায় ও মসুল্লিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ঈদের জামাত শেষে অনুষ্ঠিত বিশেষ মুনাজাতে প্রবাসী ও দেশবাসীর সহ জাতির কল্যাণ এবং করোনামুক্ত বিশ্ব কামনা করা হয়। জেএমসি আয়োজিত ঈদের জামাতে ইমামতি এবং বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন জেএমসি'র খতিব ও ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ আর খুৎবা পাঠ করেন শেখ জুনায়েদ। নামাজের আগে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড আই ওয়েপ্রীন। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান এবং ট্রাষ্টিবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ডা. নাজমুল খান। এই পর্ব পরিচালনা করেন জেএমসি'র সেক্রেটারী আফতাব মান্নান

আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি)-এর উদ্যোগে ঈদুল আযহার ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম তিনটি জামাত হয় অনুষ্ঠিত হয় মসজিদ ভবনে যথাক্রমে সকাল ৬টা, ৭টা, ৮ট ও ৯টায়। এরপর চতুর্থ ও পঞ্চম জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকার রুফস কিং পার্কে যথাক্রমে সকাল ৯টা এবং সকাল ১০টার দিকে। তবে এখানকার চতুর্থ জামাত আদায়ের (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

জেএমসি'র আয়োজনে নিউইয়র্কে বড় জামাত

(১৬ পাতার পর)

সময় ইমামের অসাবধানতাবশত ভুলের কারণে দু'বার নামাজ আদায় করতে হয়। এনিয়ে কয়েকজন মুসল্লি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

জ্যামাইকার মসজিদ আল আলাফা (আরাফা ইসলামিক সেন্টার)-এর উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল আযহার একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় স্থানীয় সুসান বি এন্থনী স্কুলের খোলা মাঠে। এতে ইমামতি করেন ইমাম মোহাম্মদ শোয়েব। এখানে সর্বস্তরের শত শত পুরুষ ও মহিলা জামাতে অংশ নেন।

জ্যামাইকার 'হাজী ক্যাম্প মসজিদ' নামে পরিচিত মসজিদ মিশনে ঈদুল আযহার ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৬টায়, সকাল সাড়ে ৭টা, সকাল সাড়ে ৮টা ও সকাল সাড়ে ৯টায়। জামাতগুলোতে ইমামতি করেন যথাক্রমে হাফেজ রফিকুল ইসলাম, হাফেজ তানভিরুল ইসলাম, মওলানা মঞ্জুরুল করীম ও হাফজ মারওয়ান।

ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদের উদ্যোগে মসজিদ ভবনে ঈদের দুটি জামাত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৮টায় ও সাড়ে ৯টায়।

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে ঈদুল আজহার দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদ ভবনে যথাক্রমে সকাল ৮ ও সকাল ৯টায়। এত ইমমিতি করেন যথাক্রমে মসজিদের ইমাম জুবাইর রশিদ ও মোয়াজ্জিন মওলানা নূরুল ইসলাম।

এস্টোরিয়ার আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার-এ ঈদুল আযহার জামাত অনুষ্ঠিত হয় ৩৬ ও ৩৭ এভিনিউর মাঝে খোলা রাস্তায় সকাল ৮টায়। ইমামতি হাফেজ মওলানা লুৎফর রহমান চৌধুরী। এতে কয়েক হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করেন বলে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন জানান।

এছাড়াও নিউইয়র্কের জ্যামাইকার ইকনা মসজিদ, দারুস সালাম মসজিদ, ফুলতলা সিলামিক সেন্টার, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, সানিসাইড মসজিদ, এস্টোরিয়ার গাউসিয়া মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, বায়তুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার, ওজনপার্কের আল আমান মসজিদ, আল ফুরকান জামে মসজিদ ও ফুলতলী জামে মসজিদ সহ অন্যান্য মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে কানাডা ও ওয়াশিংটন ডিসিসহ যুক্তরাষ্ট্রের নি-উজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, ভার্জেনিয়া, ওয়াহিও, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোরিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিউজার্সী রাজ্যের পেটারসনে অবস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সীর জালালাবাদ মসজিদের উদ্যোগে স্থানীয় হিলচাল ফি স্টেডিয়ামে ঈদের জামাত হয় সকাল সাড়ে ৮টার দিকে।

প্রতিটি ঈদের জামাত শেষে নবীন-প্রবীন, ছোট-বড়, সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় আবার অনেকে কোলাকুলি করেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আবার অনেকে স্বপরিবারে বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘনিষ্ঠজনদের বাসা-বাড়ীতে গিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়া প্রবাসীরা ফোনে বাংলাদেশে ফোন করে স্বজনদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শুভেচ্ছা বিনিময় হয় ফেসবুক আর টেক্স ম্যাসেজের মাধ্যমে।

সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে সর্বত্রই নেয়া হয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঈদের নামাজ আদায়ের স্থানগুলোর আশপাশের রাস্তায় ফ্রি গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকায় দূর দূরান্ত থেকে শত শত ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা সপরিবারে ঈদের নামাজে শরীক হন। রং বেরং এর বাহারী পোশাক গায়ে নামাজিদের একত্রে ঈদের নামাজ আদায় ভীন দেশীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সেই সাথে বিরাজ করে উৎসবমুখর পরিবেশ। ঈদের দিনটি উইক ডে হলেও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীকেও ঈদের নামাজ আদায় করতে দেখা যায়।

অপরদিকে গ্রোসারীর মাধ্যমে অনেকেই মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খাসী ও গরু কোরবানী দেন। কোরবানীর মাংস হাতে পাওয়ার পর সেই মাংস আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় বাসায় গিয়ে বিতরণ করা হয়।

পিপলস ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায়ই ছিল দুর্নীতি

(শেষের পাতার পর)

প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। ওই সময়ে তিনি দেশে এসে ব্যাংকের পরিচালক করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেগুলো নিজে আত্মসাৎ করেছেন। ব্যাংকের হিসাবে জমা করেননি। ফলে দফায় দফায় মেয়াদ বাড়িয়েও দুই বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্ত পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নামে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ায় প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে দুর্নীতির দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়। ওই মামলায় এখন তিনি গ্রেফতার।

সংশ্লিষ্টরা জানান, আবুল কাশেম ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে শুরুতেই দুর্নীতি করেছেন। টাকার অঙ্কে তার দুর্নীতি অর্ধসহস্রাধিক কোটি টাকা হবে। কিন্তু ব্যাংকের কোনো কোনো পরিচালক কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তারা সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আশীর্বাদ নিয়ে একটি ব্যাংক থেকেই ৫ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তাদের ধরছে না কেউ। ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যাংক জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদেরও ধরা জরুরী।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান, পিপলস ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তারা শর্ত পালন করতে না পারায় ওই অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। এখন পিপলস ব্যাংক নামে কোনো আবেদন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে নেই। এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার জন্য যারা মূলধনের জোগান দিয়েছেন সেটি তারা নিজেরা আলোচনা করে সমাধান করবেন বা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

জানা গেছে, আবুল কাসেম ছিলেন আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহ সভাপতি। সেখানেই তিনি ব্যবসা করতেন। সরকারের একজন নীতিনির্ধারকের যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় আবুল কাসেম তার সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন। সেই সুবাদে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি বাংলাদেশে এসে একটি ব্যাংক স্থাপনের আশ্বাস পান। ২০১৭ সালে তিনি দেশে আসেন। দেশে এসেই পিপলস ব্যাংক নামে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের কাজ শুরু করেন। অনুমোদন পাওয়ার আগেই রাজধানীর বনানী ডিওএইচএসে 'প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেড' নামে সাইনবোর্ড ব্যবহার করে কার্যালয়ও খোলেন। এরপর ব্যাংকের পরিচালক বানানোর আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীসহ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ শুরু করেন। এভাবে প্রায় দুই বছর পর বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী পিপলস ব্যাংকসহ তিনটি ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন দেয়। প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন আবুল কাশেম। ওই অনুমোদনের পর বাকি দুটি ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করলেও পিপলস ব্যাংক শর্ত পালন করতে পারেনি। ফলে তিন বছর পর গত বছরের ২১ জানুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদ ব্যাংকটির নীতিগত অনুমোদন বাতিল করে দেয়। তারা শর্ত পালনের জন্য সময় চাইলে সে আবেদনও বাতিল করে দেওয়া হয়।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদনের আগেই প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের পরিচালক করার নামে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ শুরু করে। সেগুলো আর ফেরত দেননি আবুল কাশেম। সেই টাকা তিনি ব্যাংকের হিসাবেও জমা করেননি। ওই টাকায় তিনি গুলশানে ফ্ল্যাট ক্রয় করেছেন ও দামি গাড়ি কিনেছেন বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদন্তে বেরিয়ে এসেছে।

জানা গেছে, নতুন ব্যাংক করতে তখন ৪০০ কোটি টাকার নগদ মূলধন লাগত। কিন্তু তিনি এর চেয়ে বেশি অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়েছেন। সেগুলো ব্যাংকের মূলধন জোগান না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করেছেন। ফলে ব্যাংক আর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে জাপান-বাংলা ব্যাংক নামে আরও একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা বলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে প্রতারণা করেছিলেন এক ব্যক্তি। পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ করা হয়।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

সাবওয়েতে দুর্বৃত্তের হামলায় বিএনপি নেতা জিল্লুর

(শেষের পাতার পর)

সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য জিল্লুর রহমান জিলু আহত হয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, গত ২৮ জুন বুধবার (ঈদের দিন) রাতে বাসায় ফেরার পথে ট্রেন থেকে নামার সময় নিজ বাসার সন্নিকটে গ্র্যান্ড এভিনিউ সাবওয়ে ষ্টেশনে এক কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্ত ধাক্কা দিলে তিনি সাবওয়ের প্লাটফর্মে পড়ে যান। এসময় তিনি মাথায় ও ডান হাতে প্রচন্ড আঘাতপ্রাপ্ত হন। তিনি তাৎক্ষনিক ৯১১ কল করার পর তাকে সাবওয়ে ষ্টেশন হতে এম্বুলেন্সে নিকটবর্তী এলমহার্স্ট হাসপাতালে নেয়া হয়। তার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। হাসপাতালে একদিন চিকিৎসা শেষে তাকে বাসায় পাঠানো হয়েছে। আগামী ছয় সপ্তাহ বাসায় বিশ্রামে থেকে চিকিৎসা সেবা নেয়ার জন্য ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছে। তার হাতের ব্যান্ডেজ ছয় সপ্তাহ পর খোলা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পুলিশ জিল্লুর রহমান জিল্লুকে হামলাকারী দুর্বৃত্তকে এখনো ধরতে পারেনি। মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে তার (দুর্বৃত্ত) ছবি প্রকাশ করে তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশকে সহায়তা করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জিল্লুর রহমানের দ্রুত সুস্থতার জন্য তিনি সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

এদিকে উল্লেখিত ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল ইসলাম মজনু, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার নিন্দা এবং হামলাকারী দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্ট্রিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372

Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)	ডা. মঞ্জিলা রহমান গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

MLS

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY	JACKSON HEIGHTS PHARMACY	LONG ISLAND CITY CHEMISTS	OPEN
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102 Ph: 718-278-3772 e-mail: rph@astoriapharmacy.com www.astoriapharmacy.com	71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372 Ph: 718-779-1444 e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com www.jacksonheightspharmacy.com	30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106 Ph: 718-392-8049 e-mail: licchem@yahoo.com www.drugcabinet.com	10 am - 10 pm Monday to Friday Saturday 10 am - 5 pm

জামায়াত কার 'বি টিম' কিছুদিন পর বোঝা যাবে

ইমতিয়াজ আহমেদ

দেশের বর্তমান ব্যবস্থায় বিএনপি নির্বাচনে যাবে কিনা, সেটি একটি বড় বিষয়। আশা করা যায়, আগামী নির্বাচন নিয়ে বিএনপির অবস্থান আরও পরিষ্কার হবে শিগগিরই। কেননা নিয়ম অনুযায়ী আগামী নির্বাচনের সময় কাছাকাছি চলে এসেছে। বিএনপিকে বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে, কারণ দলটি যেহেতু নির্বাচনের কথা বলে আসছে। আমাদের দেশের রাজনীতি যে ধরনের, তাতে নির্বাচনে কোনো দল না গেলে তখন হিসাবনিকাশ আলাদা হয়।

এমন পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি কোন দিকে যাবে, সেটি এখন দেখার বিষয়। জামায়াত নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল না হলেও এখন তাদের নিবন্ধন বাতিল অবস্থায় রয়েছে, তাই তারা নির্বাচনে দলগতভাবে বা দলীয় প্রতীকে অংশ নিতে পারছে না। যদিও দলটি তাদের নিবন্ধন ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে যাচ্ছে। জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুসারে, দলীয়প্রধান নারী হতে পারবেন না। এটি বাংলাদেশের সংবিধানবিরোধী অবস্থান। দেশের সরকারপ্রধানও নারী হতে পারবেন না– এমনটা সেখানে বলা আছে। জামায়াতের বিরুদ্ধে আরও যেসব অভিযোগ রয়েছে, তা ইতোমধ্যে বহু আলোচনায় এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে জামায়াতের দলীয় গঠনতন্ত্রে কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা, সেটিও দেখার বিষয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই (সপ্তাহ দুয়েকের) বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার কথা; যেহেতু আগামী নির্বাচন একেবারে কাছে চলে এসেছে। যদি জামায়াত তাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন না করে, সে ক্ষেত্রে কী ঘটে– সেটিও লক্ষণীয় বিষয় হবে। আমরা এরই মধ্যে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থীদের অংশ নিতে দেখেছি। তাঁদের কেউ কেউ আবার জয়ী হয়েছেন– এটিও দেখা গেছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনেও জামায়াত এভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে কিনা, তাদের প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ ঘটে কিনা– সেটিও এখন দেখার বিষয়। তবে প্রক্রিয়াটি নির্ভর করবে আগামী নির্বাচনে বিএনপি যাবে কি যাবে না– এর ওপর।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদককে যখন বলতে শুনি– জামায়াত হচ্ছে বিএনপির 'বি টিম', তখন সেটিকে শেষ পর্যন্ত আমি নিছক রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবেই চিহ্নিত করতে চাই। রাজনীতিতে এমন বক্তব্য আমরা অতীতেও বহু দেখেছি, শুনেছি। অন্যদিকে, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে শুক্রবার বললেন, সরকারের সঙ্গে জামায়াতের যোগাযোগ এখন স্পষ্ট– সেটিও কৌতূহলোদ্দীপক। মাত্র কিছুদিন আগে সরকার যখন এক দশকেরও বেশি সময় পর জামায়াতকে সভা করার অনুমতি দেয় তখন ফখরুল বলেছিলেন– সবারই সভা– সমাবেশ করার অধিকার আছে; অনেকটা জামায়াতকে সমর্থন জুগিয়েছে তাঁর এ বক্তব্য। শুক্রবার যা বললেন তিনি তাতে অন্য কিছুর ইঙ্গিত মেলে।

ধরা যাক, আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিল না এবং জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় গঠনতন্ত্রের কিছু অংশ বদল করল, তখন কী হতে পারে– এটিও ভাবা দরকার। রাজনীতিতে এর সবই সম্ভব। যদি সত্যিই এমন পরিস্থিতি চলে আসে তখন দেখা যাবে কে 'এ টিম' আর কে 'বি টিম'। রাজনীতিতে এ ধরনের জল্পনাকল্পনা সব সময়ই ছিল।

জাতীয় পার্টির রাজনীতির দিকে তাকালে বিষয়টি বুঝতে কিছুটা সহজ হতে পারে। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পরে দলটি কোন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে? এরশাদের আমলের জাতীয় পার্টি আর জি এম কাদেরের আমলের জাতীয় পার্টি এক অবস্থায় নেই। এটি তো অস্বীকার করলে চলবে না।

দেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ-বিএনপির বাইরে তৃতীয় রাজনৈতিক দল ছিল জাতীয় পার্টি। আগামীতে জাতীয় পার্টির এই তিন নম্বর পজিশনে কে আসে, সেটিও দেখার বিষয়।

জামায়াতের রাজনীতি আগামীতে কোন দিকে যাবে, সেটি বোঝা যাবে বিএনপি আগামী নির্বাচনে যাবে কি যাবে না– এটি দেখার ওপর।

একইভাবে আওয়ামী লীগ নিয়েও বলা যায়। আওয়ামী লীগের আমলে আমরা জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের বিচারের মুখে পড়তে দেখেছি। শুধু তা নয়, ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে জামায়াত নেতাদের অনেককে ফাঁসিতেও ঝুলতে হয়েছে এ সরকারের আমলে। এ সময়েই রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতের নিবন্ধন অকার্যকর হতে দেখেছি। এখন সেই আওয়ামী লীগ আবার জামায়াতকে নিয়ে কোন কৌশল অবলম্বন করে, সেটিও দেখতে হবে। আমি মনে করি, এ মুহূর্তে আওয়ামী লীগের সামনে যে বড় চ্যালেঞ্জ তা হলো– আগামীতে এমন একটি নির্বাচন করা, যা সব মহলে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। সেই নির্বাচন আওয়ামী লীগকে করতে হবে, সেটিই বড় বিষয়। বর্তমান অবস্থায় বিএনপির যেসব দাবিদাওয়া, যদি তা আমলে আনা না হয়, সেই পরিস্থিতিতে বিএনপি নির্বাচনে যাবে কিনা– এটিও লক্ষণীয়।

বিএনপি যদি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলে আওয়ামী লীগের জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হবে। আবার যদি বিএনপি আগামী নির্বাচন বর্জন করে, যেমনটা তারা ২০১৪-তে করেছিল, তাহলেও আওয়ামী লীগের জন্য অন্যরকম চ্যালেঞ্জ হবে। বিএনপির মতো একটি দল নির্বাচনে না গেলে মানুষ ভোট দিতে যাবে কিনা, সেটিও দেখতে হবে। এমনিতেই ভোটার উপস্থিতি দিন দিন কমে যাচ্ছে। আবার ভোটার উপস্থিতি থাকলেও তারা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে কিনা, এমন প্রশ্নও থাকবে। ভোট আয়োজনে বাধা দেওয়ার মতো দল বিএনপি এখনও হয়েছে বলে আমি মনে করি না। সেটার লক্ষণ এখনই কিছুটা দেখা যায়। বিএনপি তাদের দাবির পক্ষে রাস্তায় এখনও লাখ লাখ লোক নামাতে পারেনি। আমাদের দেশের যে রাজনৈতিক অতীত, তাতে দেখা গেছে লাখ লাখ লোক রাজপথে নামলে অবস্থার পরিবর্তন হয়।

এ মুহূর্তে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ– আগামী নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্য করা। কথা হচ্ছে, সেটি তারা কীভাবে করবে। সেখানে জামায়াতের রাজনীতি কিংবা বিএনপি-জামায়াতের সম্পর্ক থাকা-না থাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ– নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করা।

অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি

ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

জাতিসংঘের যে প্রস্তাবে ভোট দেয়নি বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুলাই : সিরিয়ায় গুম বা নিখোঁজ এক লাখ ৩০ হাজার মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি কী হয়েছে তা জানতে একটি নিরপেক্ষ মেকানিজম বা বডি গঠন করবে জাতিসংঘ। এ বিষয়ে সাধারণ পরিষদের এক প্রস্তাবে ভোট দেয়নি বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার আয়োজিত এ ভোটদানে বাংলাদেশ-ভারতসহ ৬২টি সদস্য দেশও বিরত ছিল।

সিরিয়ায় নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানতে চান তাদের আত্মীয় বা প্রিয়জন কোথায় আছেন। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই জাতিসংঘ একটি মেকানিজম তৈরি করার চেষ্টা করছে। বৃহস্পতিবার এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর ফলে সিরিয়ার যুদ্ধে গুম হওয়া ওইসব ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে জানতে একটি নিরপেক্ষ বডি গঠনের কথা বলেছে জাতিসংঘ।

পরিষদের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে ৮৩-১১ ভোটে প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবের যারা বিরোধিতা করেছে তার মধ্যে অন্যতম সিরিয়া। তারা বলেছে নতুন করে গঠন করা ওই মেকানিজমকে সহযোগিতা করবে না সিরিয়া। লুক্সেমবার্গের নেতৃত্বে উত্থাপন করা এই প্রস্তাবে রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, ভেনিজুয়েলা, কিউবা এবং ইরান 'না' ভোট দিয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১২ বছরের সিরিয়া যুদ্ধের পরও সেখানে যেসব মানুষ গুম হয়েছেন তাদের পরিণতি অথবা তারা কোথায় আছেন-এ বিষয়ে তাদের পরিবারের কাছে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে।

প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে জাতিসংঘের অধীনে একটি নিরপেক্ষ 'ইনডিপেনডেন্ট ইনস্টিটিউশন অব মিসিং পারসন্স ইন দ্য সিরিয়ান আরব রিপাবলিক' গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে গুমের শিকার, যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে এবং গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারকে পর্যাপ্ত সহায়তার কথা বলা হয়েছে।

নিরপেক্ষ এ বডিতে গুমের শিকার, যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে এবং গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরাস এখন নতুন এ বডি গঠনের শর্ত উত্থাপন করবেন এবং আগামী ৮০ দিনের মধ্যে এ বডি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, সঠিকভাবে কাজ করার জন্য জাতিসংঘের নতুন এ সংস্থাকে প্রয়োজনীয় 'টুলস' দিতে হবে।

গত ১৩ বছর ধরে চলমান সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখের মতো মানুষ নিহত হয়েছেন। এ সংকটে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক গৃহহীন হয়েছেন।

দুষ্টু ক্রেতাদের ধরতে চায় কস্টকো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কস্টকো বলেছে, তারা এখন থেকে প্রত্যেক ক্রেতার কাছেই তাদের মেম্বারশিপ কার্ড দেখতে চাইবে। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে তারা দেখেছে সদস্যদের কার্ড ব্যবহার করে যারা সদস্য নন তারাও কস্টকো থেকে সস্তায় বাজার করে নিচ্ছেন। বিশেষ করে সেলফ চেক আউট সার্ভিস চালু হওয়ার পরে এই ঘটনা অনেক বেড়েছে। আর কস্টকো মনে করে না, যারা সদস্য নন তারা নিয়মিত সদস্যদের মতো সমান সুবিধা ভোগ করুন।

কস্টকো বলছে, কেবলমাত্র সদস্যরাই তাদের কার্ড দিয়ে বাজার করতে পারবে। অতিরিক্ত কেউ সে সুবিধা নিতে চাইলে ওই কার্জে তাদের নাম অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে যুক্ত হতে হবে।

অনলাইনে এক বিবৃতিতে কস্টকো বলেছে, তাদের কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয়। এ সংক্রান্ত নতুন সদস্যপদ নীতিও প্রকাশ করেছে তারা। বর্তমানে কস্টকোর মোট সদস্য সংখ্যা ১২৪.৭ মিলিয়ন। কিন্তু দেখা যায় কস্টকোর সদস্যরা অন্যদেরকেও তাদের কার্ড ব্যবহার করে বাজার করতে দেন। এতে তাদের ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। কস্টকো বলছে, সদস্যপদের যে বার্ষিক ফি তার কারণেই তারা ক্রেতাকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বাজার করার সুযোগ করে দিতে পারে। এ জন্য যারা সদস্য নন তারাও একই সুবিধা নিলে তা কস্টকোর ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে।

মেম্বারশিপ ফি থেকে কস্টকো এবছর থার্ড কোয়ার্টারে ১.০৪ বিলিয়ন ডলার রেভিনিউ পেয়েছে যা আগের বছের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি। গত বছরের একই ত্রৈমাসিক কালে কস্টকোর মেম্বারশীপ রেভিনিউ ছিলো ৯৪৮ মিলিয়ন ডলার। সবশেষ পূর্ণ অর্থবছরে কস্টকোর রেভিনিউ এসেছে ২২৬.৯৫ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৪.২২ বিলিয়ন ডলারই এসেছে সদস্যপদ ফি থেকে।

“আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।”

[আল হাজ্জ, আয়াত নং ৩৪]

“গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর। এই কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।”

[আল হাজ্জ, আয়াত নং ৩৭]

ঈদ মুবারক

সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেম ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদুল আজহা আমাদের মাঝে একটি অসাধারণ শিক্ষা নিয়ে হাজির হয়। এটি আমাদের চেতনা, নৈতিকতা ও মানবিক শিক্ষার এক অসাধারণ পর্ব। আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমীনের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে আত্মত্যাগ ও ভাতৃত্বের নজির স্থাপনই এই সময়ের বড় করণীয়।

ড. আবু জাফর মাহমুদ
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS®
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

সাহিত্য সাময়িকী

একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে

রেজাউদ্দিন স্টালিন

ঠিক মতো কিছুই হয় না
বাড়ি থেকে বেরুনোর সময়
দরোজার মুখে কুলুপ আঁটা হয় না

জামার একটা বোতাম সাবানে খাওয়া
প্যান্টের ভেতর থেকে শার্টের বিদ্রোহ
জুতোর ফিতে ক্ষুধার্ত বলে ঠিক মতো দাঁড়াতে পারে না
চশমার জানালায় মেয়াদোত্তীর্ণ কাঁচ দ্বিখন্ডিত
শ্বাসকষ্টে ঘড়ির কাঁটার নিঃশ্বাস নিভে আসছে
সূর্য স্থির বলে কতদিন
প্রিয়জনের সাথে দেখা হয় না

তাই বলে পৃথিবীর কোনো কিছু থেমে নেই
পরাশক্তির ক্ষেপণাস্ত্র
আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটায়। ইসরাইল টেনে লম্বা করছে রক্তের রেখা
চিনের মৌমাছিরা সিল্করোডে সাজোয়া যান নিয়ে ছুটে যাচ্ছে
ইউক্রেনের সব গম খেয়ে ফেলছে রুশট্যাঙ্ক
আমেরিকা জুতোর তলায় রোধ করে রেখেছে ফ্লয়েডের দৃষ্টি

শুধু আমি সবকিছু ঠিক করে উঠতে অপারগ
ঘড়িকে ঠিক মতো নাস্তা দিতে পারি না
জুতোর দাঁত মাজতে ব্রাশ কেনা হয় না
এবং চশমার জন্য একটা ছোট্ট ফ্লাট

অপেক্ষা করছি
ভাবছি হয়তো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে

অবসর

মাহফুজা আক্তার বৃষ্টি

একটি আত্মচিৎকার সৈকতের ফেনা হয়ে
হেঁটে চলছে একলা নিরন্তর।
প্রজন্মের পর প্রজন্ম পরম্পরা হয়ে
তোমরা কেবল সারি সারি ডলফিনের
নাকের ডগায় খেলে বেড়ানো বলের মনোরঞ্জন বুঝো,
কিংবা মারমেইড এর গল্পের
সেই অবয়ব নিজেদের মধ্যে খোঁজো।
শামুক শিকারীরা সমুদ্রের তটে
মুক্তোর মতো চকমকে আলোর চোখে
ভেলভেট মাদুর বিছিয়ে বসে থাকে
কিন্তু দিনের পর দিন আত্মচিৎকারেরা
গুড়োগুড়ো হতে থাকে, তরলীকৃত হয়,
একসময় ফেনিল হয়ে হারিয়ে যায়
আমরা কেউ তা দেখতে পাই না?
অবসর কোথায় দেখার! অবসরই নেই আমাদের।

বিনাশ

সুহিতা সুলতানা

বিনাশের সপক্ষে এভাবে দাঁড়ালে সুদূর জগৎও ডাকিনীর মোহে ক্লেদ ও আগুনে বিলীন হতে থাকে। স্মৃতিরা আবার স্বপ্নময় দিনগুলির কাছে ফিরে যেতে চায়। বর্ণ গন্ধ জল দীর্ণ করে তোলে নাভিমূল, চিবুকের রেখা বরাবর দৃশ্যায়নের মদিরা দ্বিধা ও সঙ্কোচের মুখোমুখি নীলিমায় নীল হতে হতে ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নের ভেতরে হাঁটু মুড়ে বসে। সংশয় ও যাতনা বিহ্বলতায় প্রতীক্ষার ভেতর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। অতলে তলিয়ে যেতে উদ্যত রহস্যময় চাকা। মানুষের বেদনার অবসাদও বড় বিষাদময়। ওভাবে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে কী দ্যাখো তু মি? জীবন এমনই বিস্ময়কর বিষা দে মোড়া নো।

স্বপ্ন কেবল

নাসিমা হক মুক্তা

ডুবে যাচ্ছে, রাত যাপনে
তুমি এসো স্বপ্নের পথে- নিকটে বা কাছে
যেতে যেতে নামুক আরও আঁধার
ছুঁয়ে দেখ- জন্মান্তর!

এরই মাঝখানে ক্রমশ লীলার রঙ
ঘুমহীন সাগর জলে
শরীরটুকু ছাই হোক- ক্ষণিক প্রণয়ে!

যতই সে কাছে ভীড়ে, হেসে ওঠে নদী তীরে!

আহ্, স্বপ্ন কেবল দেখা মিলে রাত- গভীরে
বাস্তবে সূর্যের পেছনে- ঘুমায় মরীচিকার মত
তবুও মানুষ স্বর্গ বুঝে নেয়-
প্রতিক্ষণ ধরায় মিলে
আনন্দে- মায়ায়!

অথচ
মানুষ বুঝে না
জীবন একধরণের যুবতীর হাসি
বয়স বাড়তে বাড়তে ভাটায় মিলায়
সব জোয়ার.....!

আর কত নেশা

কামরুজ্জামান

মধ্যরাতে বিড়াল মাড়িয়ে যায় শরীর হতবুদ্ধি উঠে বসি
একটা বিড়িতে আগুন দেবো বলে আঙ্গুলের ভাঁজে ধরা
নগরবধুয়া এসে নিয়ে যায়, খালি ক্যান! দেন সিদ্ধি ভরে আনি
বলিনা কিছুই, যা নিয়ে যা, ভরে আন মন্দ কি-বা তাতে
দাহ করে দেবো, রাতভর ভাব গানের আসরে
দু'পাশে গতর ঘেষে জায়গা নিয়ে বসে যায় জনপদ বধূ
যে শুয়ে কোলের উপর, মাথায় অশোভন স্যালনপাস মারা -

নিশিভর গান চলে জ্বালা আরো আগুন জ্বালারে বুকে
- নেন গো নাগর লাইটার জ্বেলে আলো ধরা, কই!
- কি কর কি, টান দাও উলুঝুলু দমকা হাওয়া...

কলতলার ঝগড়া থামেনা, ছিনালের ঝি, ভাতার খাকি -

রাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টে বাতির নিচে অন্ধকারে
মমতা জরিনা মালতি শেফালী জুঁই রঙমালা
কি শরম! পাইবেন ব্যবহার ভালা জাজিমের খাট পাতা
নয়া বিজলী পাঙ্খা ঘোরে শব্দ ছাড়া তুফান বাতাসে-

স্বপ্নে জাগরণে জাদুবাস্তবতার কুয়াশা সেলুলয়েড ফিতা...

কব্জি ধরে টেনে তোলে অগ্রজ কবি ওঠ হারাম খোর
আর কত নামবি নিচে, আর কত নেশা?
মেলা কাজ পড়ে আছে নিলক্ষত প্রেসে-
ওঠ, আছে নতুন বই প্রকাশের তাড়া...

অনুশোচনা

মাসুদ চয়ন

ইদানিং ক্ষুদ্র আঘাতেই এলোমেলো হয়ে যায় পাখিটা,
ক্ষুদ্র ভুলের মাশুলে নিজেরে পোড়ায় অসীম অনন্তে,
অনাকাঙ্খিত ভুলেও ক্ষত বিক্ষত হয় খুউব!

পাখিটার অদ্ভুত অনুশোচনা বোধ!

প্রখর বিদ্রুপাত্মক ডেড লাইন তারে সারাক্ষণ অস্থির করে রাখে,
প্রশান্তির খোঁজে স্থানান্তরিত হয় নিঝুম অরণ্যে-
অরণ্যের ঘাস লতা পাতা জাপটে ধরে প্রশান্তি ওম হৃদয়ে আঁকে!

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

৭ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মুক্তি পাচ্ছে 'প্রিয়তমা'

বিনোদন ডেস্ক: ঈদুল আজহায় ১০৫ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে শাকিব খান অভিনীত 'প্রিয়তমা' সিনেমাটি। মুক্তির দ্বিতীয় দিনেই সুখবর বয়ে আনলো 'প্রিয়তমা'। আগামী ৭ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মুক্তি পাবে এটি। সিনেমাটির পরিচালক হিমেল আশরাফ গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হিমেল আশরাফ বলেন, এই সিনেমা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আগামী ৭ জুলাই থেকে আপনাদের পাশের প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পাবেন। খুব শিগগিরই হল লিস্ট দেওয়া হবে। আমি নিজে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। উত্তর আমেরিকার সকল বাংলাদেশীকে অনুরোধ করবো সিনেমাটি দেখতে।

যুক্তরাষ্ট্রের পর পর্যায়ক্রমে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও ভারতেও 'প্রিয়তমা' মুক্তি পাবে বলে জানান তিনি।

মাধ্যমিকের গন্ডি পার হতে পারেননি যেসব বলি তারকা

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের তারকারা দর্শকের মনে জায়গা করে নিলেও তাদের অনেকেই দ্বাদশ শ্রেণির গন্ডিও পার করেননি। আলিয়া ভাট থেকে রণবীর কাপুর, কারিশমা কাপুরের মতো তারকারা দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করতে পারেননি। এই তালিকায় আরও অনেক তারকার নাম রয়েছে।

আলিয়া ভাট

আলিয়া ভাট দশম শ্রেণিতে ৭১ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণির পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি তিনি। ২০১২ সালে 'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার' ছবির শুটিংয়ের কারণে দ্বাদশ শ্রেণির পড়াশুনা মাঝপথেই থামিয়ে দেন তিনি।

রণবীর কাপুর

আলিয়ার স্বামী রণবীর কাপুরও দ্বাদশ শ্রেণির গন্ডি পার করতে পারেননি। দশম শ্রেণিতে ৫৩.৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছিলেন তিনি। তবে দ্বাদশ শ্রেণির পড়াশোনা শেষ করা হয়ে ওঠেনি তার। এ নিয়ে আক্ষেপ নেই তার। কারণ, এক সাক্ষাৎকারে রণবীর দাবি করেন, কাপুর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যত জন শিক্ষিত রয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

কাজল

দ্বাদশ শ্রেণির গন্ডি পার করতে না পারার তালিকায় কাজলের নামও রয়েছে। ১৬ বছর বয়সে অভিনয় নিয়ে নিজের কেরিয়ারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এই অভিনেত্রী। তাই স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার সুযোগ পাননি তিনি। রাহুল রাওয়ালির 'বেখুদি' ছবির মাধ্যমে বলিপাড়ায় পা রাখেন কাজল।

ক্যাটরিনা কইফ

কেরিয়ারে সফল হলেও স্কুলজীবনের গন্ডি পার করতে পারেননি ক্যাটরিনা কইফ। বর্তমানে বলিপাড়ার সর্বাধিক উপার্জনকারী অভিনেত্রীদের তালিকায় প্রথম সারিতে রয়েছে তার নাম। জানা গেছে, বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর মায়ের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন তিনি। ক্যাটরিনার মা সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কোনো এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে থাকেননি তিনি। সেই কারণে ক্যাটরিনা স্কুলজীবনের স্বাদও সম্পূর্ণ রূপে পাননি তিনি।

কারিশমা কাপুর

শৈশব থেকেই অভিনয় নিয়ে কেরিয়ারে এগিয়ে যাবেন বলে স্বপ্ন দেখেছেন কাপুর পরিবারের কন্যা কারিশমা কাপুর। ১৬ বছর বয়সে হরীশ কুমারের বিপরীতে 'প্রেম কয়েদি' ছবিতে প্রথম অভিনয় করতে দেখা যায় তাকে। অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি কারিশমা কাপুর। অনেকের মতে, ষষ্ঠ শ্রেণির পর স্কুল ছেড়ে দেন অভিনেত্রী।

অর্জুন কাপুর

২০০৩ সালে 'কাল হো না হো' ছবিতে সহ-পরিচালনার মাধ্যমে বলিপাড়ায় পা রাখেন অর্জুন কাপুর। কেরিয়ারের প্রথম নয় বছর কখনো পরিচালনা কখনো প্রযোজনার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ২০১২ সালে 'ইশকজাদে' ছবিতে প্রথম অভিনয় করতে দেখা যায় অর্জুনকে। তিনিও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি।

শ্রীদেবী

চার বছর বয়স থেকেই বড় পর্দায় কাজ শুরু করেছিলেন শ্রীদেবী। হিন্দি ছবির পাশাপাশি তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং কন্নড় ভাষার ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। অভিনয়ে পোক্ত হলেও স্কুলের গন্ডি পেরুতে পারেননি তিনি। এক সাক্ষাৎকারে শ্রীদেবী বলেছিলেন, স্কুল এবং কলেজ জীবন উপভোগ না করলেও আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে চুটিয়ে কাজ করেছি। কখনও বিরতি নেওয়ার কথা ভাবিনি। সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন ম্যাডোনা

বিনোদন ডেস্ক: হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন আমেরিকান পপস্টার ম্যাডোনা। গুরুতর ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের পরে নিবিড় পরিচর্যায় ছিলেন তিনি। এর আগে গত ২৪ জুন শনিবার নিউইয়র্কে ৬৪ বছর বয়সী বিখ্যাত এ গায়িকা অচেতন হয়ে পড়েন। এরপরই দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর বিবিসি'র।

অসুস্থতা নিয়ে ভয়াবহ শঙ্কার কথা জানিয়ে তার পরিবারের এক সদস্য ডেইলি মেইলকে জানিয়েছিলেন, ম্যাডোনার অবস্থা অনেক গুরুতর ছিল এবং তার আত্মীয়রা 'সবচেয়ের খারাপ কিছুর' প্রস্তুতি নিয়েছিল। 'এ কারণে শনিবার থেকে এটি গোপন রাখা হয়। সবাই আশঙ্কা করেছিল আমরা হয়তো তাকে হারাতে বসেছি তাকে। এটাই ছিল বাস্তব পরিস্থিতি' সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন এ আত্মীয়।

এর আগে শঙ্কা কাটিয়ে সুখবর দেন ম্যাডোনার ম্যানেজার গাই ওসেরি। গত ২৮ জুন বুধবার এক ঘোষণায় তিনি জানান, ম্যাডোনা ব্যাক্টেরিয়াজনিত মারাত্মক সংক্রমণে ভুগছেন। তাকে আইসিইউতে বেশ কয়েকদিন থাকতে হতে পারে। তিনি এ 'পপ সম্রাজ্ঞীর' শিগগিরই পুরোপুরি সেরে ওঠার প্রত্যাশার কথাও জানান। এ নিয়ে তার 'ওয়ার্ল্ড ট্যুর' স্থগিত করা হয়েছে।

এদিকে আমেরিকান সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, ধারণা করা হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটির একটি হাসপাতালে ম্যাডোনা চিকিৎসা নিচ্ছেন। গাই ওসেরি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ম্যাডোনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, তবে এখনও তার চিকিৎসা চলছে। অপরদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, আশা করা হচ্ছে ম্যাডোনা তার ৮৪ দিনের ওয়ার্ল্ড ট্যুর আগামী মাস থেকে শুরু করবেন।

যেভাবে শাকিবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক: ব্যক্তিজীবনে এক সময় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ছিলেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা 'শাকিব-অপু বিশ্বাস'। তাদের কোলজুড়ে আছে জয়। ঈদে অপুর মুক্তি পাওয়া 'লাল শাড়ি' সিনেমাটি সরকারি অনুদানে নির্মাণ করেছে অপুজয় প্রোডাকশন হাউজ। ছেলের নাম জড়িয়ে থাকায় সিনেমাটির প্রতি আবেগ কাজ করছে বলেই এটি দর্শকদের দেখার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন সুপারস্টার শাকিব খান। শুক্রবার (৩০ জুন) বিকেল ৫টার দিকে ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে এমনটাই জানান শাকিব। তবে ওই পোস্টে নজর পড়ে নায়কের সাবেক স্ত্রী ও চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের। এ চিত্রনায়িকা সেই পোস্টটি নিজের ভেরিফাইড পেজে শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, 'আমার প্রত্যেকটা সাফল্যের পেছনে মা-বাবার পর তোমার অবদান।'

এদিকে অভিনেত্রীর সেই ক্যাপশন অবশ্য ভালোভাবেই নিয়েছেন ভক্ত-শুভাকাঙ্খীরা। সাবেক স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোকে ইতিবাচকভাবে নিচ্ছেন তারা। এর আগে শাকিব তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'এই

ঈদে অপু-জয় প্রোডাকশন হাউজের প্রথম চলচ্চিত্র 'লাল শাড়ি' মুক্তি পেয়েছে। আমার সন্তান জয়ের নামের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের প্রথম চলচ্চিত্র এটি। বাবা হিসেবে সন্তানের নামের কারণে চলচ্চিত্রটির প্রতি আমার অন্যরকম এক আবেগ কাজ করছে।'

তিনি আরও লেখেন, 'যতদূর শুনেছি, 'লাল শাড়ি'র প্রেক্ষাপট আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পকে ঘিরে। বিলুপ্ত প্রায় এই শিল্প এবং এর সঙ্গে জড়িত প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাপন, সুখ-দুঃখ এই চলচ্চিত্রের প্রাণ। তাই এই ঈদ উৎসবে পরিবার-পরিজন সবাইকে নিয়ে 'প্রিয়তমা'র পাশাপাশি 'লাল শাড়ি' দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

প্রসঙ্গত, লাল শাড়ি সিনেমায় অপু বিশ্বাসের সঙ্গে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক। বন্ধন বিশ্বাসের পরিচালনায় নির্মিত এ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, সুমিত সেনগুপ্ত, দিলরুবা দোয়েল, রাশেদুজ্জামান অপু, শাহেদ আলী প্রমুখ।

ডিভোর্সের গুঞ্জন নিয়ে ফের মুখ খুললেন মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক; জুন মাসের শুরুতে গুঞ্জন ওঠে স্বামী নির্মাতা সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে ডিভোর্স হতে যাচ্ছে এপার-ওপার দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিথিলার। সেই সময় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কথা না বললেও এবার বিষয়টা স্পষ্ট করলেন এই অভিনেত্রী। কলকাতায় আগামী সপ্তাহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ'র অনুপ্রেরণায় তৈরি 'মায়া' সিনেমা। এর মাধ্যমে প্রথমবার কলকাতার ইন্ডাস্ট্রিতে অভিষেক হতে যাচ্ছে মিথিলার। সম্প্রতি এ অভিনেত্রী সিনেমাটির প্রচারণা হিসেবে ভারতীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে আলাপচারিতায় সৃজিতের সঙ্গে ডিভোর্স নিয়ে কথা বললেন তারকা।

মিথিলা প্রথমেই বলেন, প্রতি বছরই একবার করে আমাদের ডিভোর্সের খবর আসে। এটা হচ্ছে একপ্রকার-ই বাঘ আসবে, বাঘ আসবে ধরনের গল্প। যেদিন সত্যিই আসবে সেদিন লোকে এমনিই জানতে পারবে যে, বাঘ এলো। তিনি আরও বলেন, সেই সময় পর্যন্ত এটা অকারণে চলবে। আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলছি না। মানুষের জল্পনা থেকে অনেক কিছু লেখা হচ্ছে।

এর আগে গত ২৬ মে ভারতীয় একটি গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করে, আর দু' মাস। তারপরই টালিপাড়ার খ্যাতনামা পরিচালকের ঘর ছাড়বেন স্ত্রী। এমন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পরই গুঞ্জন উঠে বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে সৃজিত ও মিথিলার। যদিও সেই সংবাদে এই তারকার কারও নাম উল্লেখ ছিল না। কিন্তু নেটিজেনরা গুঞ্জন ছড়াতেই থাকেন।

শুধু বাংলাদেশকে ঈদের শুভেচ্ছা, আর্জেন্টিনা দলের বিদেশী সমর্থকদের ক্ষোভ

স্পোর্টস ডেস্ক: ঈদুল আজহা উপলক্ষে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার জাতীয় ফুটবল দল তাদের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তবে এতে খেপেছেন অন্যান্য মুসলিম দেশের সমর্থকেরা। শুধু বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা জানানোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা। এ বিষয়ে গত ২৯ জুন বৃহস্পতিবার সিএনএন ইন্দোনেশিয়া একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, আশ্চর্যজনকভাবে শুধু বাংলাদেশকে ঈদুল আজহার বিশেষ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে আর্জেন্টিনা। যদিও কোরবানির অনুষ্ঠান বিশ্বের সব মুসলিম দেশেই অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের প্রতি শুভেচ্ছা বার্তায় আর্জেন্টিনা জাতীয় দল এক টুইটে লিখেছে, বাংলাদেশে আমাদের প্রিয় সব বন্ধুকে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানাই! বলা বাহুল্য, এই শুভেচ্ছা বার্তার টুইটে আর্জেন্টিনা দলের প্রতি আবারও জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছেন অসংখ্য বাংলাদেশী। ঈদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আর্জেন্টিনা দলকে ধন্যবাদ দিয়েছেন তারা।

তবে বিপরীত চিত্র দেখা গেছে অন্যান্য মুসলিম দেশের সমর্থকদের ক্ষেত্রে। শুধু বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা জানানোয় তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মন্তব্যের ঘরে একজন লিখেছেন, 'ঈদুল আজহা সব মুসলিম দেশের জন্য, শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়। ভুলে যাবেন না আপনারা একটি মুসলিম দেশ থেকেই বিশ্বকাপ জয় করেছেন।

আরেকজন লিখেছেন, 'ঈদ শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের সব মুসলিমের। কাতারেরও!'

জর্ডানের একজন লিখেছেন, 'কেন বাংলাদেশকে শুধু শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন? কেন আমরা শুভেচ্ছা পেলাম না?'

এক ইন্দোনেশিয়ান লিখেছেন, 'শুধু বাংলাদেশ! এটা কেমন হল্লে ভাই মেসি?'

একজন অবশ্য একপেশে শুভেচ্ছার জন্য বাংলাদেশি অর্থ লেনদেন অ্যাপ বিকাশকে দায়ী করেছেন। কারণ, শুভেচ্ছা বার্তার ওই পোস্ট কার্ডের এক কোনায় বিকাশের লোগো দেখা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশকে আলাদাভাবে মেসিদের বিশেষ শুভেচ্ছা জানানোর কারণটি সবাই জানে। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের বাংলাদেশি সমর্থকেরা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিলেন।

এ ছাড়া চলতি মাসেই বাংলাদেশের জাতীয় দলের সঙ্গে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের একটি ফিফা ম্যাচ-ডে খেলার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে উপযুক্ত স্টেডিয়াম না থাকায় এই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

জানা গেল মেসির বার্সায় না ফেরার কারণ

স্পোর্টস ডেস্ক: পিএসজিতে দুই বছরের পাট চুকিয়ে লিওনেল মেসি এখন ইন্টার মিয়ামির। তবে তার ফরাসি ক্লাবটি ছাড়া ও বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে জল ঘোলা কম হয়নি।

কাতালান ক্লাবটির সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা বললেন, প্যারিসে অসুখী মেসির ইচ্ছা ছিল শৈশবের দলেই ফেরার, কিন্তু চাপ নিতে চাননি বলে বেছে নিয়েছেন নতুন ঠিকানা। ২০২১ সালে নাটকীয়ভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বার্সেলোনা ছাড়তে বাধ্য হন মেসি। যোগ দেন পিএসজিতে। পরে বিভিন্ন সময়েই রেকর্ড সাতবারের ব্যালন দ্য'র জয়ী বলেছেন যে, খুব করেই স্প্যানিশ ক্লাবটিতে থেকে যেতে চেয়েছিলেন তিনি।

সেই ছোট্টবেলা থেকে বার্সেলোনায় বেড়ে ওঠা মেসি পিএসজিতে গিয়ে নতুন ক্লাবে ও নতুন শহরে শুরুতে মানিয়ে নিতে ভোগান্তির কথা বলেছেন নানা সময়েই। সবশেষ মৌসুমে তো লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নদের ভক্তদের সঙ্গে সম্পর্কেও ফাটল ধরে তার। বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকাকে দুয়ো দেওয়ার ঘটনাও হয়েছে অহরহ। সব মিলিয়ে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষে তার নতুন ঠিকানা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মেসি। তাতে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছিল বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনার বিষয়টি।

লাপোর্তা তো বরাবরই বলেছেন, ক্লাব কিংবদন্তির জন্য তাদের দরজা সবসময়ই খোলা। মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসি বার্সেলোনার সঙ্গে এক আলোচনার পর বলেছিলেন, তার ছেলের প্রিয় ক্লাবে ফেরার ইচ্ছা আছে।

শেষ পর্যন্ত বার্সেলোনায় ফেরা হয়নি মেসির। যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লিগের দল ইন্টার মায়ামিতে। ৩৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার নিজেই জানান, ২০২১ সালের মতো পরিস্থিতিতে এড়াতেই ইচ্ছা থাকলেও বার্সেলোনায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

সম্প্রতি স্প্যানিশ একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দেন লাপোর্তা। সেখানে উঠে আসে মেসির বিষয়টি। বার্সেলোনা সভাপতি বলেছেন, ক্লাবের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের সিদ্ধান্তকে তারা সম্মান করেন।

জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পাচ্ছেন যারা

মোজাম্মেল হক চঞ্চল: দুই বছরে ২০ জন পাচ্ছেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার। ২০২১ ও ২০২২ সালে ১০ জন করে ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াব্যক্তিত্ব এই পুরস্কার পাচ্ছেন। ২০ জনের চূড়ান্ত তালিকা গত ২৫ জুন রোববার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। জাতীয় পুরস্কারের জন্য গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির অনুমোদনের পরেই এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হবে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২০২১ সালের জন্য যে ১০ জনের নাম চূড়ান্ত করেছে, তারা হলেন- প্রয়াত ফুটবলার একেএম নওশেরুজ্জামান, ভলিবল ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব গোলাম কুদ্দুস চৌধুরী বাবু, জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ, সাবেক টেবিল টেনিস তারকা আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ কিসলু, ভলিবল তারকা ইয়াদ আলী, ব্যাডমিন্টন তারকা রাসেল কবির সুমন, অ্যাথলেটিক্স কুইন নাজমুন নাহার বিউটি, তারকা সাঁতারু জুয়েল আহম্মেদ, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক কোচ একেএম মারুফুল হক এবং জাতীয় নারী কাবাডি দলের সাবেক অধিনায়ক শাহনাজ পারভীন মালেকা।

২০২২ সালের জন্য মনোনীতরা হলেন- সাবেক অ্যাথলেট ও জাতীয় সংসদের হুইপ এবং বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী মাহবুব আরা বেগম গিনি এমপি, পৃষ্ঠপোষক ও ক্রিকেট সংগঠক মির্জা সালমান ইস্পাহানী, সাবেক তারকা ফুটবলার সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির ও আলফাজ আহমেদ, সাবেক অ্যাথলেট মেরিনা খানম মেরি, সাবেক ক্রিকেটার জিএস হাসান তামিম, হকি তারকা রফিকুল ইসলাম কামাল, সাফ গেমসে জোড়া স্বর্ণজয়ী সাঁতারু মাহফুজা খাতুন শিলা, সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শাটলার এনায়েত উল্লাহ খান এবং সাবেক জাতীয় আরচার ইমদাদুল হক মিলন।

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৭৬ সালে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। ওই বছর আটজনকে দেওয়া হয়েছিল ক্রীড়া পুরস্কার। ছয় বছর নিয়মিত দেওয়ার পর ১৯৮২ সালে বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার। ১৯৯৬ সালে আবার শুরু হয় পুরস্কার প্রদান। ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩১৪ জন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক পান এই পুরস্কার। তবে ২০০৮ সালে তৎকালীন সেনাপ্রধান ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি জেনারেল (অব.) মঈন ইউ আহমেদকে পুরস্কারের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। তার অনুপস্থিতির কারণে ওই পুরস্কারটি দেওয়া হয়নি। পুরস্কার পাওয়াদের একটি করে স্বর্ণপদক, সনদপত্র, নগদ এক লাখ টাকা ও একটি ব্লেজার দেওয়া হয়।

অতীতে কীর্তিমানদের সঙ্গে ক্রীড়া পুরস্কার বাগিয়ে নিতেন অখ্যাতরাও। মিথ্যা তথ্য ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ক্রীড়া পুরস্কারের তালিকায় নিজেদের নাম যুক্ত করেছিলেন কয়েকজন। তাই অনেকে ক্রীড়া পুরস্কারকে 'তদবির পুরস্কার' নামে আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু এবার তেমনটি ঘটেনি। যোগ্যরাই পাচ্ছেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার।

তারপরও অনেক প্রথিতযশা ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক উপেক্ষিত হয়েছেন এবারও। এ দেশের যে ক'জন ফুটবলার দর্শকদের নজর কেড়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ঝাঁকড়া চুলের সুদর্শন চেহারার স্টাইলিশ ফরোয়ার্ড রুমি রিজভী করিম। গোল করানো ও করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী রুমি ১৯৯৮ সালে অবসর নেন। দেশের অন্যতম সেরা এই ফরোয়ার্ডের গলায় ঝোলেনি ক্রীড়া পুরস্কারের পদক। একসময়ের মাঠ কাঁপানো ফরোয়ার্ড মামুন জোয়ার্দার। ১৯৯৭ পর্যন্ত টানা আট বছর জাতীয় দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল মাঠের এ শিল্পীকে মূল্যায়ন করা হয়নি। সত্তর, আশি ও নব্বই দশকে সংগঠক হিসাবে মনিরুল হক চৌধুরী ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাফুফের সদস্য ও সহ-সভাপতি ছিলেন। পাইওনিয়ার ফুটবল লিগের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। এদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে বছরের পর বছর সেবা দিয়ে যাওয়া মনিরুল হক চৌধুরীও পাননি ক্রীড়া পুরস্কার। ক্রিকেটে বাংলাদেশের সাংগঠনিক সাফল্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছে সাবের হোসেন চৌধুরীর নাম। আবাহনী পরিচালক হিসাবে ক্রীড়াঙ্গনে দীর্ঘদিন ধরে অবদান রেখে চলেছেন আ হ ম মুস্তাফা কামাল। এদেশের ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে তিনি অবদান রেখেছেন। অর্থমন্ত্রী হলেও তিনি পরিচিত একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে। তিনিও পাননি স্বীকৃতি। প্রয়াত ক্রিকেটার শেখ দৌলতুউজ্জামান জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারে ভূষিত-এটা দেখে যেতে পারেননি। একই দশা আসাফউদ্দৌলারও। ছিলেন সেরা সাঁতারু। হয়েছিলেন সেরা সংগঠক। কিন্তু সেরা সংগঠকের পুরস্কার আজও পাননি।

জলকন্যা মনিরা বেগম ডালিয়া '৮৩তে তিনি প্রথম জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ওই বছর বালিকাদের গ্রুপে ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল ও ব্যাকস্ট্রোকে স্বর্ণপদক জেতেন তিনি। ১৯৮৪ সালেও দুটি এবং ১৯৮৭ সালে তিনটি স্বর্ণ জেতেন তিনি। ১৯৯০ সালে রেকর্ডসহ চারটি স্বর্ণপদক জয় করেন ডালিয়া। ১৯৯২তে তিনটি এবং '৯৪ সালে চারটি স্বর্ণপদক গলায় ঝুলান। অর্জন করেন দেশের দ্রুততম সাঁতারুর খেতাব। '৯২ সালে বাংলাদেশ গেমসে ছয়টি স্বর্ণ ও দুটি রুপা জিতে গেমসের সেরা মহিলা সাঁতারু নির্বাচিত হন। জাতীয় প্রতিযোগিতায় ডালিয়া ২৬টি রেকর্ড গড়েছেন। ১৯৯১ সালে কলম্বো সাফ গেমসে দুটি ব্রোঞ্জ জেতেন। দেশসেরা এই সাঁতারুর ভাগ্যেও জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার জোটেনি।

ক্রীড়া পুরস্কার পাননি একসময়ের কৃতী ফুটবলার ও তুখোড় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় বজলুর রহমান। যিনি জীবনের শেষ ৫০ বছর কাটিয়েছেন ফুটবলার গড়ার কারিগর হিসাবে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তুখোড় ফুটবলার আনজাম হোসেন কিংবা ফুটবলার বড় নাজিরের ভাগ্যেও জোটেনি পুরস্কার। জীবদ্দশায় ক্রীড়া পুরস্কার দেখে যেতে পারেননি জাতীয় ফুটবল দলের প্রয়াত কোচ ওয়াজেদ গাজীও।

বীর মুক্তিযোদ্ধা বাস্কেটবলের কাজী কামাল, বিসিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক মণি, যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদুল হক মানু, মোহামেডান ও বিসিবির ডাকসাইটে সংগঠক তানভীর হায়দার, বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শেখ আকমল হোসেন, প্রথিতযশা ক্রীড়া সংগঠক সিরাজুল ইসলাম বাচ্চুর নাম বিবেচনায় আনেনি ক্রীড়া পুরস্কার কমিটি। প্রয়াত এসব সংগঠকদের মূল্যায়ন হয় না।

জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার নিয়ে যখন তদবির-লবিং চলে, তখন নিভৃতচারী ক্রীড়া সংগঠকরা আড়ালেই থেকে যান। বাংলাদেশের খ্যাতিমান ও আলোকিত ক্রীড়াব্যক্তিরা নিজেদের জীবনবৃত্তান্ত কখনই জমা দেন না ক্রীড়া পুরস্কার পাওয়ার আশায়। যারা পুরস্কার দেন তারাও বিবেচনায় আনেন না উজ্জ্বল নক্ষত্রদের। তাদেরই একজন চট্টগ্রামের মরহুম ইউসুফ গনি চৌধুরী। ক্রীড়া পুরস্কারের তালিকায় ওঠেনি তার নাম। ক্রীড়াঙ্গনে সফল সংগঠক হিসাবে পরিচিত মুখ মনজুর হোসেন মালু। প্রথিতযশা এই সংগঠকের নাম ক্রীড়া পুরস্কার বাছাই কমিটি ধর্তব্যেই আনেনি।

অধ্যাপক মো. আবদুর রহমান ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, সাইক্লিং ও শুটিংয়ের মতো অনেক খেলাতেই সংগঠক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিনেও জাতীয় পুরস্কার পাওয়া হয়নি খুলনার এই ক্রীড়া সংগঠকের। ফুটবল মাঠে ছিলেন ত্রাস। দুর্ধর্ষ সেন্টার হাফ কামরুজ্জামান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান দলে অপরিহার্য কামরুজ্জামান খেলেছেন ইস্ট পাকিস্তান সফটবল লিগে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ছিলেন সোনালী অতীত ক্লাবের সহ-সভাপতি। কিন্তু জাতীয় পুরস্কার পাননি তিনি। ফুটবল খেলেছেন কলকাতা মোহামেডানেও।

ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে। কালের বিবর্তনে এই অসাধারণ কীর্তি চাপা পড়ে গেছে নূর আহমেদের। ছিলেন ধারাভাষ্যকার। বর্ণময় জীবনের অধিকারী নূর আহমেদ ক্রীড়া পুরস্কার না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়েই ইহলোক ত্যাগ করেন। অ্যাথলেটিক্সে দূরপাল্লার দৌড়ে কাজী আলমগীর ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ষাটের দশকজুড়ে ছিল তার আধিপত্য। পেয়েছেন রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু। কিন্তু পাননি জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার।

২০২১ সালের জন্য মনোনীতরা হলেন:

প্রয়াত একেএম নওশেরুজ্জামান (ফুটবল), গোলাম কুদ্দুস চৌধুরী বাবু (ক্রীড়া সংগঠক), ফারুক আহমেদ (ক্রিকেট), আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ কিসলু (টেবিল টেনিস), ইয়াদ আলী (ভলিবল), রাসেল কবির সুমন (ব্যাডমিন্টন), নাজমুন নাহার বিউটি (অ্যাথলেটিক্স), জুয়েল আহম্মেদ (সাঁতার), একেএম মারুফুল হক (ফুটবল কোচ), শাহনাজ পারভীন মালেকা (কাবাডি)।

২০২২ সালের জন্য মনোনীতরা হলেন: মাহবুব আরা বেগম গিনি (অ্যাথলেটিক্স), মির্জা সালমান ইস্পাহানী (ক্রিকেট সংগঠক), সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির (ফুটবলার), মেরিনা খানম মেরি (অ্যাথলেটিক্স), আলফাজ আহমেদ (ফুটবল), জিএস হাসান তামিম (ক্রিকেট), রফিকুল ইসলাম কামাল (হকি), মাহফুজা খাতুন শিলা (সাঁতার), এনায়েত উল্লাহ খান (ব্যাডমিন্টন), ইমদাদুল হক মিলন (আরচারি)।

হলিস ইসলামিক কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের হলিস ইসলামিক কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৮ জুন বুধবার ১০২ হলিস এভিনিউ সংলগ্ন স্কুলের প্লে গ্রাউন্ডে সকাল ৮টায় ঈদের জামাতের আয়োজন করা হয়। এতে ইমামতি করেন মওলানা সাজ্জাদুর রহমান। নামাজে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক নর-নারী সপরিবারে অংশ নেন। হলিস ইসলামিক কমিউনিটি সেন্টার পরিচালনা কমিটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য মোহাম্মদ নোমান হোসেন, খন্দকার আলীম, জসিম উদ্দিন, আপেল খান, শিকদার মুকতাদির, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও রেজাউর রহমান, কার্যকরী পরিষদ সদস্য শাহ রকিব আলী, খালেদ চৌধুরী, বাসার আহমদ প্রমুখ এই ঈদের জামাতের তদারকি করেন।

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com

MLS
যোগাযোগ

Cell: 917-502-6445

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

হজ করতে গিয়ে ১৭ হাজার মুসল্লি গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুলাই : হজ পালন করতে সৌদি আরব যাওয়া ১৭ হাজারের বেশি মুসল্লিকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির নিরাপত্তা কর্মীরা। অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও হজ করতে গেলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার পর্যন্ত তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলে।

শনিবার সৌদি প্রেস এজেন্সি এক রিপোর্টে এ তথ্য জানায়। খবর আরব নিউজের।

সৌদি আরবের পাবলিক নিরাপত্তা পরিচালক এবং হজ নিরাপত্তা কমিটির প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মাদ আল-বাসামি বলেন, তারা অবৈধভাবে হজ করতে এসেছিলেন। অবৈধভাব হজ করতে আসা ১৭ হাজার ৬১৫ জন মুসল্লিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাসামি জানান, এর মধ্যে আবাসিক আইন ভঙ্গ, সীমান্ত নিরাপত্তা আইন না মানায় ৯ হাজার ৫০৯ জনকে এবং ভুয়া হজ ক্যাম্প পরিচালনার দায়ে ১০৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২ লাখ ২ হাজার ৬৯৫ জনকে মক্কা সীমান্ত থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। হজ করার জন্য তাদের কোনো অনুমিতপত্র ছিল না। এ ছাড়া লাইসেন্স না থাকা ১ লাখ ২৮ হাজার ৯৯৯টি গাড়ি মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

আল-বাসামি বলেন, পারমিট না থাকা হজযাত্রীদের পরিবহনকারী ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাসপোর্ট জেনারেল ডিরেক্টরেটের অধীনে প্রশাসনিক কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।

আল বাসামি বলেন, এ বছর হজে হাজিদের নিরাপত্তার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea e-file

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ল'অফিস অব
রুমা জান্নাতুল
ইমিগ্রেশন ল' অফিস
কানুন কার্যালয়

- ইমিগ্রেশন
  * গ্রীন কার্ড * সিটিজেনশিপ
  * এসাইলাম * আপিল
  * I-130 * বিজনেস ইমিগ্রেশন
- ডিভোর্স / ম্যাট্রিমনিয়াল
  * চাইল্ড সাপোর্ট * কাস্টডি
- এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি
- রিয়েল স্টেট ক্লোজিং
- ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
  * ইভেকসান
- সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস

৬ দিনই খোলা

এটর্নী জান্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এ্যাট ল' (নিউইয়র্ক)

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা প্রদান

(516) 549-6707
(718) 427-1233
37 11 74th Street,Suite # F2
Jackson Heights, NY 11372
rumalawny@gmail.com
www.rumalawny.com

নিউইয়র্কে অপরাধের একপাতা-৯

তীরবিদ্ধ শিশু, গাড়িতে গুলি, সাবওয়ে সার্ফিং, ছিনতাই, হামলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস মেমোরিয়ালের কাছে গুলির ঘটনায় ৫ বছর বয়সী একটি মেয়ে শিশু জখম হয়েছে। গত ৩০ জুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ওলিনভিলের হল্যান্ড স্ট্রেটের কাছে এই গুলির ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শিশুটি তখন এটি গাড়িতে করে যাচ্ছিলো। চলন্ত গাড়িতে গুলিটি এসে শিশুটির পীঠে লাগে। তাকে দ্রুত মন্টফ্লোর মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়। সেখানে শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ধারণা করা হচ্ছে আরেকটি গাড়ি থেকে গুলিটি চালানো হয়েছে। এবং গুলি করে গাড়িটি নিয়ে হামলাকারী দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারে নি।

সেন্ট্রাল পার্কে চোখে কেমিক্যাল ছিটিয়ে সাইকেল ছিনতাই

নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের কাছে ৪৯ বছর বয়সী এক ব্যক্তির চোখে রাসয়নিক বস্তু ছিটিয়ে তার সাইকেলটি ছিনতাই করেছে এক দুর্বৃত্ত। একটি সিটি বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। রাত আড়াইটার দিকে সেন্ট্রাল পার্কের ৮৬তম স্ট্রিটের ওপর এই ঘটনা ঘটে। হামলাকারী ওই ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে সাইকেল থামিয়ে দেয় এবং দ্রুতই তার চোখে মুখে কেমিক্যাল স্প্রে করে। এবং সাইকেলটি নিয়ে ভেগে যায়। হামলার শিকার ওই ব্যক্তি সাইকেলটি উদ্ধারে হামলাকারীর পেছনে কিছুটা ধাওয়া করলে সে সাইকেলটি ফেলে চলে যায়। হামলাকারী কেমিক্যাল স্প্রে করা ছাড়াও তার মুখমন্ডলে কয়েকটি ঘুষি মারে। এমার্জেন্স সার্ভিসের সদস্যরা তাকে ঘটনাস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

সাবওয়ে সার্ফিং ১৪ বছরের কিশোরের মৃত্যু

এক সপ্তাহের ব্যবধানে নিউইয়র্কে সাবওয়ে সার্ফিংয়ে আরও এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। কুইন্সে গত ২৯ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। এর আগের ঘটনাটি ঘটে ব্রুকলীনে। দ্বিতীয় ঘটনায় কিশোরটি সেভেন ট্রেনের ছাদে উঠে পড়ে। কিন্তু ট্রেনটি বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে যখন লং আয়ল্যান্ড সিটির ৩৩ স্ট্রিট রন স্ট্রিটের এলিভেটেড ট্রাকে উঠছিলো তখন ছেলেটি উল্টে পড়ে যায়।

ইমার্জেন্সি রেসপন্ডাররা তাকে উদ্ধার করে। আঘাতে কিশোরটির মাথা থেতলে যায়। দ্রুত তাকে কোহের চিলড্রেন মেডিক্যাল সেন্টারে নেওয়া হলে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। এর আগের বৃহস্পতিবার এল ট্রেনে একই ধরনের দুর্ঘটনায় নিহত হয় ১৮ বছরের আরেক কিশোর।

বাবার ছোঁড়া তীরে বিদ্ধ হয়ে শিশুর মৃত্যু, মা আহত

আপস্টেট নিউইয়র্কে এক ব্যক্তি ক্রস বো ছুঁড়ে তার ৩ বছরের কন্যাশিশুকে হত্যা করেছেন। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন শিশুটির মা। ৯১১ কলে সাড়া দিয়ে শেরিফ কার্যালয়ের সদস্যরা গত ২৬ জুন সোমবার ভোর ৫টার দিকে কোলেসভিলের বাড়িটিতে গিয়ে আহত ওই নারী ও শিশুকে উদ্ধার করে। নারীটি কাউন্টি শেরিফের ডেপুটিদের জানান তার স্বামী প্যাট্রিক প্রফেইট, ২৬ তাদের দিকে তীর ছুড়ে মারেন। এসময় তিনি তার শিশু মেয়েটিকে বুকে ধরে রেখেছিলেন। তীরটি শিশুটির পেটে বিদ্ধ হয়ে তার বুকে আঘাত হানে।

হামলাকারী নিজেই তীরটি টেনে বের করে আনে এবং ওই নারীকে ৯১১ কল করা থেকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। পরে একটি পিকআপ ট্রাকে করে পালিয়ে যায়। প্যারামেডিক সদস্যরা শিশুটির বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নারীটিকে একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। ওদিকে প্রোফ্রেইটকে গ্রেফতার করে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের অভিযোগ এনেছে পুলিশ।

৪ বছরের শিশু নিখোঁজ

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা ৪ বছরের ছোট্ট শিশু কাতালানিয়া। পুলিশ কাতালানিয়াকে সপ্তাহখানেক ধরে খুঁজছে। শিশুটিকে সবশেষ দেখা যায় ইস্ট সাইড ম্যানহাটনের একটি হোটেলে। কাতালানিয়া রিওসকে দেখা যায় তার মায়ের সঙ্গে গ্রামার্সির মার্সেল হোটেল থেকে বের হচ্ছে। সেদিন ছিলো ২৩ জুন শুক্রবার। সময় রাত ৯টা ৪০ মিনিট। পুলিশ জানাতে পারেনি মেয়েটির মা-নিজেও নিখোঁজ কি -না। হোটেলর রেজিস্ট্রার থেকে তার বাসস্থানের ঠিকানা জানতে পারে পুলি।

কাতালানিয়ার চোখ বাদামী, মাথার চুল কালো, জানিয়েছে এনওয়াইপিডি। তবে হারিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েটির পরিধানে কোন ধরনের কাপড় ছিলো তা জানাতে পারেনি পুলিশ।

এছাড়াও গত সপ্তাহে ঘটে যাওয়া আরও সব অপরাধমূলক ঘটনার মধ্যে রয়েছে মিডটাউনে একব্যক্তির বুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, কুইনস সাবওয়ে যাত্রীর কাছে থেকে ওয়ালেট ছিনতাই করে তাকে গুলি চালিয়েছে এক দুর্বৃত্ত, কুইন্সে ৩২ বছর বয়সী একজনকে স্কুলগামী দুটি মেয়েকে উত্যক্ত করার দায়ে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, ব্রুকলীনের সাবেক এক পোস্টাল কর্মকর্তা ১৬০০০০ ডলার চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত, ব্রঙ্কসে এক ব্যক্তির কাছ থেকে সেলফোন ছিনতাই, অর্থ আত্মসাতের জন্য দুই জনকে আটক ব্রঙ্কসে, ব্রুকলীনে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা, ব্রুকলীনে সড়কের ওপর এক ব্যক্তিকে ছুরি দেখিয়ে সেলফোন ছিনতাই, ম্যানহাটনে এনওয়াইসিএইচএ কমপ্লেক্সে ১৭ বছরের তরুণকে গুলি করে হত্যা, ব্রুকলীনে সাবওয়ে ট্রেনে নারী যাত্রীকে ছুরিকাঘাত।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রোস্ট হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

স্পেশাল

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E. Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

‘বাইডেন বিরিয়ানির’ খলিলের বাইডেন পুরস্কার জয় এবং...

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুলাই : যশোরের শার্শা উপজেলার শুড়া গ্রামের মো. খলিলুর রহমান। ২০০৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নিজের সঞ্চয় করা ১ হাজার ৭০০ ডলার পকেটে নিয়ে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন। থাকার জন্য উঠেছিলেন দূরের আত্মীয় আজিজুর রহমানের বাড়িতে। মাত্র ১৫ বছর পর সেই খলিলুর এখন ছয়টি রেস্তোরাঁ, চারটি গাড়ি আর দুটি বাড়ির মালিক। পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পুরস্কার। তাঁর জীবনের গল্প রূপকথার মতো। সেই গল্প শুনতেই গিয়েছিলাম জ্যামাইকায় তাঁর খলিল বিরিয়ানির দোকানে। মনের অর্গল খুলে দিলেন খলিলুর রহমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর খলিল। উন্নত জীবনযাপনের আশায় গেলেন যুক্তরাষ্ট্র। আসার দুই সপ্তাহের মধ্যে নামমাত্র বেতনে কাজ নিলেন বাংলাদেশি এক গ্রোসারি শপে। বাংলাদেশের একটি বিমা কোম্পানির একসময়ের জোনাল ম্যানেজার খলিল গ্রোসারি শপে ছয় মাস কাজ করে আর টিকতে পারলেন না। এরপর কাজ করলেন দুটি বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয়। শেফের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে করতেই জন্মে রান্নার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ।

কাজের ফাঁকে প্রধান শেফ ও অন্যদের সঙ্গে যে আড্ডা হতো, সেখান থেকেই জানতে পারলেন, কোথায় পড়ালেখা করলে ভালো রন্ধনশিল্পী হওয়া যাবে। ২০১৪ সালে চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হলেন ইনস্টিটিউট অব কালিনারি এডুকেশনে।

কথায় আছে, ‘সাহসে লক্ষ্মী’। সেই লক্ষ্মীর ওপরে ভরসা আর নিজের আত্মবিশ্বাসের জোরে পড়ালেখা শেষ করার আগেই ২০১৭ সালে দ্য ব্রংসে নিজের নামে দিলেন রেস্টুরেন্ট। খলিল বিরিয়ানি। ১০ ফুট বাই ২৪ ফুট বড় রেস্টুরেন্টটি হয়ে গেল তাঁর প্রথম ঘর। দিনে ১২১৬ ঘণ্টা কাজ শুরু করলেন। স্ত্রী সাহস জুগিয়েছেন পাশে থেকে। হান্টার কলেজে ডাক্তারি পড়া বড় মেয়ে প্রথম থেকেই বাবার ব্যবসায় যুক্ত থেকেছেন পড়ালেখার পাশাপাশি। পাশে পেয়েছেন ছেলেকেও।

রেস্টুরেন্টের নাম খলিল বিরিয়ানি হলেও দেশি মাছ, মাংস, সবজি, সমুচা, শিঙাড়া, কাবাবসহ বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া যায় এখানে। তাই বাংলাদেশিদের রসনা তৃপ্তির অন্যতম প্রধান জায়গা হয়ে ওঠে এই রেস্তোরাঁ।

২০১৮ সালে পড়ালেখা শেষ করলেন সাফল্যের সঙ্গে। চাইলে বড় বেতনের চাকরি নিতে পারতেন। তা না করে নিজের ব্যবসায় আরও মনোযোগী হলেন। মনে ইচ্ছা, বাংলাদেশিদের খাবার আলাদা পরিচিতি পাবে বিশ্বব্যাপী। খাবার বিষয়ে পড়তে গিয়ে তিনি দেখেছেন, বাংলাদেশের প্রতিবেশী নেপালিদের আলাদা কুইজিন আছে। কিন্তু বাংলাদেশের নামে আলাদা কোনো খাবার নেই, সব পরিচিত ইন্ডিয়ান খাবার হিসেবে। নতুন আরেকটি প্রতিষ্ঠান করলেন একই এলাকায়, ‘খলিল হালাল চায়নিজ’ নামে। পরের বছর গড়ে তুললেন খলিল সুইটস অ্যান্ড বেকারি।

২০২০ সালে বাইডেন যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, তখন ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থক হিসেবে খলিল চালু করলেন ‘বাইডেন বিরিয়ানি’। নামের কারণে মানুষের মধ্যে তৈরি হলো অতিরিক্ত কৌতূহল। বিক্রিও দেদার। এ বিরিয়ানিতে মসলার বাহুল্য নেই। নানান দেশের মানুষ খেয়ে তৃপ্তি পান। রেস্টুরেন্টে আসেন কংগ্রেস সদস্যসহ মূলধারার অনেক রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ থেকে আসা কবি-সাহিত্যিক ও তারকারা।

২০২১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এক হাজার বর্গফুটের খলিল সুপারমার্কেট। পরের বছর খলিল বিরিয়ানির আরেকটি শাখা করলেন জ্যামাইকায়। পরের বছর খলিল ফুড কোর্ট। সেখানে হরেক রকম খাবার পাওয়া যায়। খলিলুর বলছিলেন, অনেক রেসিপি আছে তাঁর নিজের। ছয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ৯০ জন কাজ করেন। শুধু নিজের ব্যবসা নয়, রন্ধনশিল্পে উৎসাহ দিতে বিনা মূল্যে মানুষকে শিখিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

স্বপ্ন দেখেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের খাবারের মতো বাংলাদেশি খাবারও জনপ্রিয় হয়ে পড়বে বিশ্বব্যাপী। সে লক্ষ্যে কাজও করছেন। বললেন, ৫০টি দেশে নিজের খাবার ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

কমিউনিটি সেবায় অবদানের জন্য ২০২২ সালে পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। পেয়েছেন আরও স্বীকৃতি।

অবসরে চোখ বন্ধ করলে তিনি দেখেন, জাল দিয়ে পুঁটি আর ট্যাংরা ধরছেন গ্রামের সেই বন্ধুদের সঙ্গে। স্মৃতিতে ভেসে আসে গোড়পাড়া বাজার। বাজারের আড্ডা, গ্রামের মানুষ। দেখতে পান বাবা ও মায়ের মুখটি।

তাই তো শার্শার গোড়পাড়া বাজারে প্রতিষ্ঠা করবেন খলিল ফুড লিমিটেড। নিউইয়র্কে তাঁর রেস্তোরাঁর মসলা তৈরি করা হবে সেখানে। খলিল বলছিলেন, শতাধিক মানুষ কাজ করবেন সেখানে। বিশ্বের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়বে খলিল রেসিপি মসলা।

প্রতিবেশী রাজনীতিতে ভারত কম জড়াচ্ছে, বললেন জয়শঙ্কর

ঢাকা, ২ জুলাই : নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বকালে প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত সবচেয়ে কম জড়িয়েছে। প্রতিবেশীদের কাছে এখন ভারতের পরিচয় স্থিতিশীলতার স্থায়ী প্রতীক হিসেবে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গত শুক্রবার এ মন্তব্য করেন।

রাজধানী দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে নরেন্দ্র মোদির শাসনের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশের ‘সাফল্য’ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘এই ৯ বছরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল পরিবর্তন এসেছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সব রাজনৈতিক দল ও সব সরকারের সঙ্গে একভাবে কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা আজকের ভারত আয়ত্ত করেছে। প্রতিবেশীদেরও এভাবে গড়ে তুলতে ভারত সচেষ্ট।’

কেন এ প্রচেষ্টা, তার ব্যাখ্যায় জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, ভারতের প্রতিবেশী নীতি সবাইকে নিয়ে এগোনোর। তাদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রত্যাশার অপেক্ষা না করে উদার হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কারণ, ভারত যেভাবে উন্নতির দিকে এগোচ্ছে, তাতে নিরীহ শান্তিকামী সুপ্রতিবেশীর সাহচর্য পাওয়া খুবই জরুরি। জয়শঙ্কর বলেন, ‘সুপ্রতিবেশী এমনি এমনি হয় না। প্রতিবেশীকে তখনই কাছে পাওয়া যায়, যখন বড় শক্তিধর দেশ প্রতিবেশী দেশে লগ্নি করে। তাদের ভালোমন্দের অংশীদার হয়। সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়। আমরা ঠিক সেটাই করতে চেয়েছি।’

বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় অপ্রাপ্তি অবশ্যই তিস্তা চুক্তি না হওয়া। অখণ্ড ভারতের মানচিত্র নিয়েও এই দুই প্রতিবেশী দেশে তীব্র অসন্তোষ দৃশ্যমান। সবাই যে ভারতের ওপর ভালোবেসে আস্থা রাখছে, তা বিশ্বাস করা কঠিন।

মোদি জমানায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে জয়শঙ্কর বৈশ্বিক রাজনীতিতে আজকের ভারতের ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন। বৃহৎ শক্তি ভারতকে কেন সমীহ করছে, গুরুত্ব দিচ্ছে, তা বিস্তারে জানান। অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থানের প্রসঙ্গ টানেন। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপের চোখে ভারতের গুরুত্ব পাওয়ার কারণগুলো ব্যাখ্যা করে প্রতিবেশী নীতির ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা বলেন। পাশাপাশি চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক কেন স্বাভাবিক নয়, সেই ব্যাখ্যাও করেন।

প্রতিবেশীদের মধ্যে জয়শঙ্কর নেপাল ও শ্রীলঙ্কার উল্লেখ বিশেষভাবে করেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন, তার রপ্তানি, সর্বস্তরে যোগাযোগ বৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে জয়শঙ্কর প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কম জড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। সব রাজনৈতিক দল ও সরকারের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা আয়ত্তের কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সব প্রতিবেশীকে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে মোদি যে বর্ষপ্রাচীন প্রথা ভেঙে নতুন পদক্ষেপ নিতে চেয়েছেন, তার উল্লেখ করে বলেন, প্রতিবেশী নীতি এই সরকারের অন্যতম প্রধান সাফল্য।

প্রতিবেশী নীতির ‘সাফল্য’ নিয়ে জয়শঙ্করের মন্তব্য ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাবেক কূটনীতিক দেব মুখোপাধ্যায় গতকাল শনিবার বলেন, নেপাল ও বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশীর সঙ্গেই বহুমুখী যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অবাঞ্ছিত বিতর্কও ভারত ডেকে এনেছে। নেপাল ও বাংলাদেশ, দুই প্রতিবেশী দেশেই ভারতের রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করা এই প্রবীণ কূটনীতিক বলেন, বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় অপ্রাপ্তি অবশ্যই তিস্তা চুক্তি না হওয়া। অখণ্ড ভারতের মানচিত্র নিয়েও এই দুই প্রতিবেশী দেশে তীব্র অসন্তোষ দৃশ্যমান। সবাই যে ভারতের ওপর ভালোবেসে আস্থা রাখছে, তা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রতিবেশীদের মধ্যে স্থিতিশীলতার স্থায়ী প্রতীক হয়ে ওঠা সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘কে পি শর্মা ওলির নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ইউএমএল) বা বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ওই দাবির সঙ্গে সহমত হবে কি না, সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সংশয়ী।’ প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ক্রমেই কম জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে জয়শঙ্করের মন্তব্য নিয়ে তিনি বলেন, ‘উনি খুবই বিচক্ষণ কূটনীতিক। সম্ভবত এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন, ভারত অতীতে প্রতিবেশী দেশের রাজনীতিতে স্বেচ্ছায় জড়ায়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা নেপালে মাওবাদী বিদ্রোহের মোকাবিলা অবাঞ্ছিত নাক গলানো নয়।’

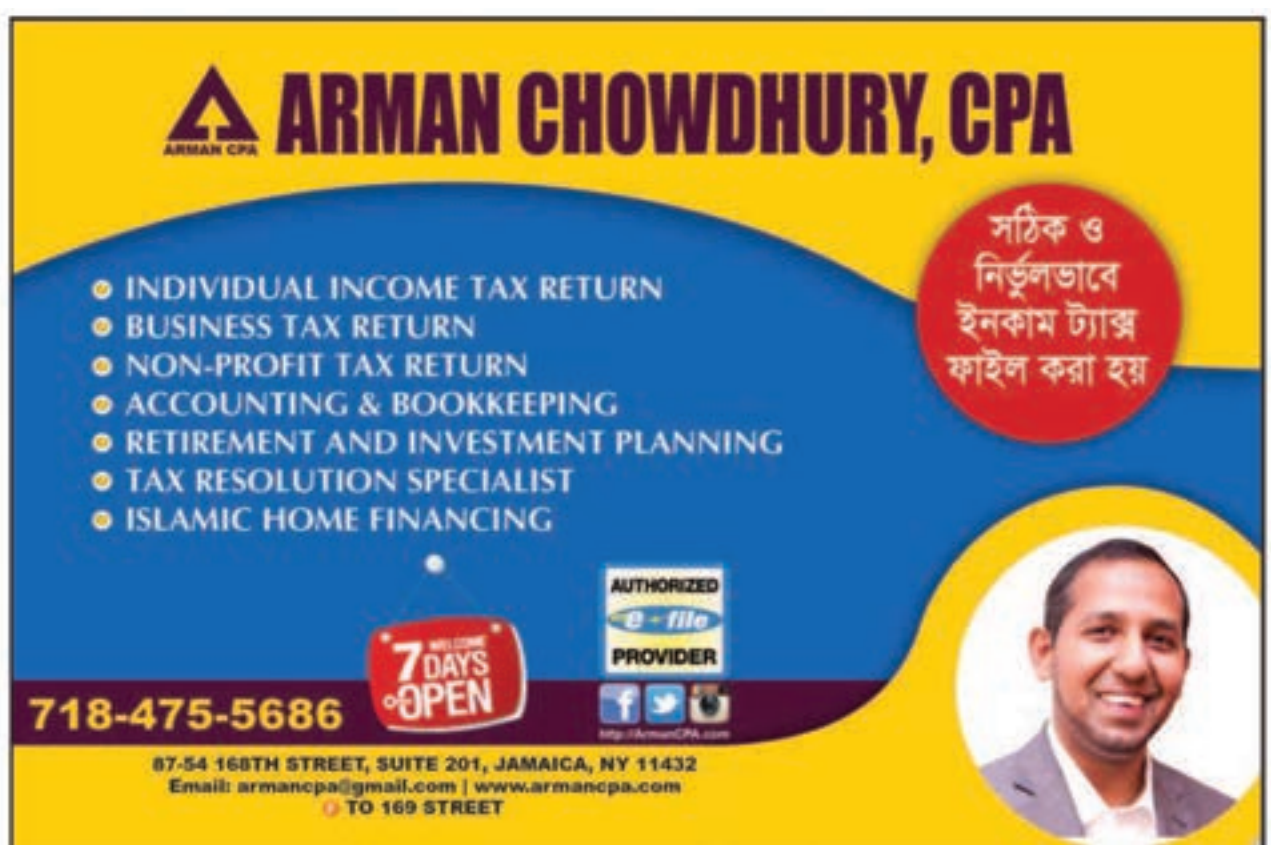

বিশ্বময় লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ

(শেষের পাতার পর)

ও লাঞ্ছিত হয় । এই লাঞ্ছনার কারণ কি? এর একটিই কারণ, তা হলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রবেশ না করা । আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো । এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন ।"(সুরা বাকারা:২০৮) জীবনের কিছু অংশ আল্লাহর নির্দেশ ও রাসুলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহ অনুযায়ী করা আর বাকি অংশ মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান তথা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা মানে আংশিক ইসলামকে মানা । একে বলা হয় আংশিক মুসলমান । মহান আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের আংশিক খ-াংশ পালণকারীদের দুনিয়া ও আখিরাতে বিশাল শাস্তির কথা শুনিয়েছেন । তিনি বলেছেন,"তবে তোমরা কি কিতাবের একটি অংশ বিশ্বাস কর এবং অন্য অংশ অবিশ্বাস কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এ রূপ আচরণ হবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে । তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন ।"(সুরা আল-বাকারা-৮৫)

বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা এ আয়াতের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায় । প্রকৃতপক্ষেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল কুরআনের সহজ ও সরল হুকুম গুলো ঘটা করে পালন করে যাচ্ছি, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সমস্যার সমাধানের জন্য ধারস্থ হচ্ছি মানব রচিত মতবাদের কাছে । যার ফলে পার্থিব জীবনে আমরা বিশ্বময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছি । কুরআনের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাস করবেন:-"যারা কুরআনকে টুকরো টুকরো করেছে । সুতরাং তোমার মালিকের শফথ, ওদের সবার কাছে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করবো । সে সব বিষয়ে, যা কিছু আচরণ তারা (কুরআনের সাথে) করতো । (সুরা হিজর-৯১-৯৩)

আজকের পৃথিবীতে মুসলমানগণ সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত, অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে কেন? উপরোল্লেখিত সুরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন । অর্থাৎ যারা আংশিক ইসলাম পালন করবে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে । আল্লাহ তা'আলা বলছেন "ত্বা-হা । হে নবী আমি এ কুরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি এর দ্বারা কষ্ট পাবে ।"(সুরা ত্বাহা-১-২) তাহলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে পৃথিবী জুড়ে এ কুরআন ওয়ালা মুসলমানরাই আজ কষ্ট পাচ্ছে কেন, গোটা পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন? এর উত্তর খুব সহজ । এর উত্তর হচ্ছে একমাত্র আল কুরআন থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারনে এবং কুরআনের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার কারনে । ঐ সুরা ত্বা-হা তেই আল্লাহ বলেন:- "আর যে ব্যাক্তি আমার যিকির (কুরআন) হতে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব । সে বলবে "হে আমার রব ! দুনিয়ায় আমি চক্ষুস্মান ছিলাম । কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে ? আল্লাহ বলবেনঃ হাঁ এমনি ভাবেই তো আমার আয়াতগুলি যখন তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন তা ভুলে গিয়েছিলে । ঠিক সে ভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে । এ ভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং যে তার রবের আয়াতের উপড় ঈমান আনে না আর পরকালের আযাবই হচ্ছে খুব কঠিন এবং অধিক স্থায়ী ।" (সুরা ত্বা-হা-১২৪-১২৭)

ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে হবে । অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যতিক্রম ও সংরক্ষণ ছাড়াই কিছু অংশকে বাদ না দিয়ে এবং কিছু অংশকে সংরক্ষিত না রেখে জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করতে হবে । আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনতে হবে । আমাদের জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবো আর কিছু অংশ ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবো এমনটি হতে পারবে না ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন-জীবন বিধান ।"(সুরা আলে ইমরান:১৯) অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা ও একটি মাত্র জীবন বিধান সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত । সেটি হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে নিজের মালিক ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নেবে এবং তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও দাসত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে । আর তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি নিজেরা আবিস্কার করবে না । করং তিনি নিজের নবী-রাসুলগণের মাধ্যমে যে হিদায়াত ও বিধান পাঠিয়েছেন কোন প্রকার কমবেশী না করে তার অনুসরণ করবে । এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম "ইসলাম" আর বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার ও প্রভুর নিজের সৃষ্টিকুল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতির স্বীকৃতি না দেয়াও পুরোপুরি ন্যায়সংগত ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় কোহ না কেন ।"(সুরা মু'মিন:১৪) আয়াতটিতে দু'টো বিষয় বরা হয়েছে । একটি বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হয়েছে । দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সে ইবাদাত হবে এমন যা আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে করা হয় । ইবাদাত আরবী ভাষায় স্বাধীন শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে দাস বা ক্রীতদাস বুঝাতে ব্যবহৃত হয় । এ অর্থেও দিক থেকে 'ইবাদাত' শব্দের মধ্যে দু'টি অর্থ মৃষ্টি হয় । একটি হচ্ছে, বন্দেগী । আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সবিনয় আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি ও সাগ্রহ আদেশ পালন । (লিসানুল আরব)

সুতরাং অভিধানের এসব নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থ শুধু বন্দেগী করাই নয়, বরং বিনা বাক্যে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন, তাঁর শরয়ী আইন-কানুন সন্তুষ্টচিত্তে সাগ্রহে মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মনে প্রাণে অনুসরণ করার দাবীও বুঝায় । আর দীনকে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং তাঁরই বন্দেগী করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তাঁরই হুকুম আহকাম ও আদেশ পালন করবে । তাহলেই কেবল ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করা বুঝবে ।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী সংস্কৃতি কেবলমাত্র তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হবে । বিশ্ব মুসলিমের সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও আইন-কানুন ইসলামের আলোকে পরিচালিত হবে । আল্লাহ তা'আলা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তাঁর দেয়া ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তাঁর প্রেরিত নবী মুহাম্মদ সা: পূর্ণাঙ্গ মহামানব । তিনি নিছক এমন কোন ধর্মীয় নেতা ছিলেন না যে, কেবলমাত্র মসজিদে ইমামতি করেছেন এবং মানুষকে ধর্মীয় বাণী শুনাতেন অথবা তিনি এমনটিও ছিলেন না যেম শুধু বিশাল রাজ্যের ধর্মীয় দিকটি দেখাশোনা করতেন । আর সন্তুষ্ট চিত্তে বাইরের পৃথিবীর নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ বিমুখ তাগুতী শক্তির হাতে । কুরআন স্বাক্ষী তিনি এমনটি করার জন্য প্রেরিত হননি । বরং পৃথিবীকে অসংখ্য তাগুতি শক্তির হাত থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ গোলামে পরিণত করার সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন । আল্লাহ বলেন,"তিনিই তো তার রাসুলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন এটিকে অন্যান্য সর্বপ্রকার দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন-তা মুশরিকদের যতই অপছন্দ হউক না কেন ।"(সুরা আছ-ছফ-৯)

কিন্তু দু:খের বিষয় আমরা প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ না করে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কুরআনকে যেমন শতধা ভাগ করেছি । আল্ল-াহর রাসুল সাঃ চরিত্রকেও আমরা আমাদের সুবিধামত ভাগ করে বিশেষ অংশের উপর আমল করে যাচ্ছি । প্রকৃতপক্ষেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল কুরআন ও রাসুল সাঃ এর চরিত্রের সহজ ও সরল কাজ গুলো ঘটা করে পালন করে যাচ্ছি, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সমস্যার সমাধানের জন্য ধারস্থ হচ্ছি মানব রচিত মতবাদের কাছে । যার ফলে পার্থিব জীবনে আমরা বিশ্বময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছি । প্রত্যেকেই আমরা কুরআনের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাস করবেন:-"যারা কুরআনকে টুকরো টুকরো করেছে । সুতরাং তোমার মালিকের শফথ, ওদের সবার কাছে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করবো । সে সব বিষয়ে, যা কিছু আচরণ তারা (কুরআনের সাথে) করতো । (সুরা হিজর-৯১-৯৩) আল্লাহর রাসুল সাঃ এর চরিত্র ছিল আল কুরআন । তাই আল-কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাসুল চরিতকে বুঝা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আল-কুরআনের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে রাসুল (সা:) এর ২৩ বৎসরের জীবনের আলোকেই বুঝতে হবে ।

বর্ণিল আয়োজনে জ্যাকসন হাইটস ঈদ মেলা অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো জ্যাকসন হাইটস ঈদ মেলা। গত ২৫ জুন রোববার সিটির রুজভেল্ট এভিনিউ ও ৭৭ স্ট্রিটে বিনোদন মাল্টিমিডিয়া সার্ভিসের ব্যানারে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার সহযোগিতায় ছিলো জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)। বিকেলে ফিতা কেটে আর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে মেলার প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ।

ঈদ মেলায় ড. আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশীদের বড় সম্পদ ভালোবাসা ও মানবিকতা। এই বৈশিষ্ট্য দিয়েই আমরা বিশ্বজয় করেছি। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মেলার আয়োজক বিনোদন মাল্টিমিডিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং চ্যানেল আই এর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের আরেক কণ্ঠযোদ্ধা শহীদ হাসান সহ প্রবাসের বিশিষ্টজনেরা। মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র দপ্তরের এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স ভলেন্টিয়ার ফাহাদ সোলাইমান, শাহ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট শাহ্ জে চৌধুরী প্রমুখ। দুপুরে মেলার প্রথম পর্বে অতিথি ছিলেন অ্যাসেমব্লিওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ। মেলায়q বেশ কয়েকটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান রকমারি পণ্যের স্টল সাজিয়ে বসে। বিনোদন মাল্টিমিডিয়া'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বেশ কয়েকজনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসান (কণ্ঠযোদ্ধা), রেজাউল বারী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), জলি আহমেদ (ইভেন্ট কোর্ডিনেটর, সংবাদ ও নাট্যকর্মী), নিলুফার শিরিন (সমাজসেবী), রুমা জান্নাতুল (আইনিসেবা), রেজওয়ানা এলভিস (সংবাদকর্মী, স্মাট টেক কে আইটি প্রশিক্ষন কেন্দ্র)।

অনুষ্ঠানে ছিল দলীয় নৃত্য, দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী, শেফালী সারগম, রেশমি মির্জা, প্রবাসী শিল্পী শাহ মাহবুব প্রমুখ। দলীয় নৃত্যে অংশ নেন প্রিয়া ড্যান্স একাডেমীর শিল্পীরা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল র‍্যাফেল ড্র। পুরো অনুষ্ঠান যৌথভাবে সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন, জলি আহমেদ এবং রেজওয়ানা এলভিস।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

স্থায়ী কমিটির সদস্যদের খালেদা জিয়া

আন্দোলন চালিয়ে যান, এবার ফল আসবে

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপির সরকারবিরোধী আন্দোলন সঠিক পথে রয়েছে বলে মনে করেন দলটির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দলটির নেতাদের তিনি বলেছেন, আন্দোলন চালিয়ে যান, এবার ফলাফল আসবে। ঠিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারলে সরকার দাবি মানতে বাধ্য হবে। ঈদুল আজহার দিন গত ২৯ জুন বৃহস্পতিবার গুলশানে চেয়ারপারসনের বাসা ফিরোজায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এক নেতার কথা প্রসঙ্গ টেনে তিনি এই মন্তব্য করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফিরোজায় খালেদা জিয়ার সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে যান দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান। রাত ১০টার দিকে তারা বেরিয়ে আসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা যায়, এ সময় চেয়ারপারসনের সঙ্গে নেতাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে তেমন কোনো কথাবার্তা হয়নি। তবে স্থায়ী কমিটির একজন নেতা চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গ তুললে চেয়ারপারসন বলেন, আন্দোলন চালিয়ে যাও, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার চলমান আন্দোলনে ফলাফল আসবে। আরেকজন নেতা বলেন, ম্যাডাম আগামী দিনে আপনাকে দেশের প্রধান হিসাবে দেখতে চাই। জবাবে খালেদা জিয়া বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জনসম্পৃক্ত আন্দোলনে এই সরকারকে বিদায় করতে পারলে সেটাই হবে বড় অর্জন। কে কী হবে, পরেরটা পরে। আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যান।'

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে ফিরোজার গেটের সামনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, ঈদ উপলক্ষ্যে এটা একটা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ছিল। আমরা ওনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি, উনি কেমন আছেন জানতে চেয়েছি। উনিও আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন। বিএনপি চেয়ারপারসন দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরে সাবেক স্পিকার জমির উদ্দিন বলেন, শারীরিকভাবে ওনার উন্নতি হয়েছে, এটা বলা যায় না। ওনার চিকিৎসা বাইরে অ্যাডভান্স সেন্টারে একান্তভাবে প্রয়োজন।

এর আগে ঈদের দিন দুপুরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, চেয়াপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, আবদুস সালাম, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলসহ অন্য নেতারা শেরেবাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে তারা প্রয়াত নেতার আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাতেও অংশ নেন।

ফিরোজায় ঈদ উদ্যাপন : বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নিকটাত্মীয়দের নিয়ে গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় ঈদুল আজহা উদ্যাপন করেন। বিএনপি চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এবিএম আবদুস সাত্তার জানান, ঈদের দিন দুপুরে বোন-ভাইসহ নিকটাত্মীয়রা তার বাসায় যান। তারা সঙ্গে করে ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) জন্য বাসায় রান্না করা খাবার নিয়ে যান। এছাড়া তার বাসায়ও বিশেষ খাবার রান্না করা হয়। দুপুরে তারা ফিরোজায় একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) পক্ষ থেকে একটি গরু ও একটি ছাগল কুরবানি দেওয়া হয়। পরে কুরবানির মাংস রাজধানীর বিভিন্ন এতিমখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এছাড়া খালেদা জিয়া ঈদের দিন ভার্চুয়ালি লন্ডনে থাকা তার বড় ছেলে তারেক রহমান ও তার পরিবারের সদস্য এবং ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে ফোনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এদিকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান, চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, তাদের ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোসহ ২৮ নেতাকর্মীর নামে চারটি গরু কুরবানি দেওয়া হয়। নেতাকর্মীদের মধ্যে অনেকেই গুম ও খুনের শিকার। ঈদের দিন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ব্যবস্থাপনায় গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ কুরবানি দেওয়া হয়। প্রতিটি গরুতে সাতজন অংশীদার ছিলেন।

ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

কী ঘটছে জুলাইতে, কৌতূহল

ঢাকা ডেস্ক: গুমোট অবস্থা রাজনীতির ময়দানে। কী হবে, কী হচ্ছে নানা প্রশ্ন চারদিকে। চলতি জুলাই মাস থেকে এক দফার আন্দোলন শুরু করতে চায় বিরোধী দলগুলো। আর এ আন্দোলন মোকাবিলায় প্রস্তুত সরকারি দল। আন্দোলন-পাল্টা শোডাউনে রাজপথ উত্তপ্ত হচ্ছে জুলাইয়ে। রাজনীতির এই উত্তপ্ত বার্তার মধ্যে এ মাসেই ঢাকা আসছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল। অনেক উচ্চ রাজনৈতিক এ প্রতিনিধিদলের সফর দেশের রাজনীতির জন্য বয়ে আনতে পারে নতুন কোনো বার্তা। এ মাসেই ঢাকা সফরে আসতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল। যে দলটি নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মতামত দেবে। তাদের মতামতের ওপর নির্ভর করবে ইইউ'র নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়টি।

সব মিলিয়ে রাজনীতির এক টার্নিং পয়েন্ট হতে যাচ্ছে জুলাই। হিসাব কষলে জুলাই শেষে হাতে আর সময় বেশি নেই। নির্বাচনকালীন সরকার গঠন। নির্বাচনের প্রস্তুতি সবই শুরু হয়ে যাবে এই সময়ে। তার আগে বিরোধী দলগুলো চাইছে তাদের দাবি আদায় করে নিতে।

সরকার চাইছে নিজস্ব ছকে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনের মাঠে নামাতে। দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থানের কারণে ঘোর অনিশ্চয়তা রাজনীতির মাঠে। সংঘাত না সমঝোতা এই প্রশ্ন সামনে আসছে বার বার। নানা শঙ্কা মানুষের মাঝে। এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও চলছে নানা সমীকরণ। রাজপথের বিরোধী দল বিএনপি সমমনা দলগুলোকে নিয়ে এক দফার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দলগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন নেতারা। আন্দোলন করে সফল হলে সরকার পরিচালনায় ৩১ দফার একটি রূপরেখাও প্রায় চূড়ান্ত। এক দফা আন্দোলনে নামার পাশাপাশি দলগুলোর পক্ষ থেকে যৌথ এই রূপরেখাও ঘোষণা করা হতে পারে এ মাসে। এ ছাড়া পুরো মাসজুড়ে বিএনপি নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মূল দল, অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে এসব কর্মসূচি পালন করা হবে।

যুগপৎ আন্দোলনে থাকা গণতন্ত্র মঞ্চও নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছে। সূত্রের দাবি বিএনপি, গণতন্ত্রমঞ্চ সহ যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দলগুলো চলতি মাসেই এক দফার আন্দোলনের ঘোষণা দিতে পারে। এটি একক মঞ্চ থেকে হবে- না আলাদা মঞ্চ থেকে হবে- তা নিয়ে ভাবছেন নীতিনির্ধারকরা। সূত্রের দাবি পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে।

ওদিকে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলে থাকা জাতীয় পার্টির অবস্থান এখনো দোটানায়। দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদের এখন সরকারবিরোধী বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন। নির্বাচনকালীন সময়ে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি জানাচ্ছেন। তবে দলটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে। জিএম কাদের সরকারবিরোধী বক্তব্য দিলেও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা রওশন এরশাদকে ঘিরে বেশ কিছু নেতা সরকারের সঙ্গে থাকার পক্ষে সক্রিয়। তারা জিএম কাদেরকে বেকায়দায় ফেলতে সময়ে সময়ে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। তাদের এসব তৎপরতা অবশ্য হালে পানি পায়নি। দলটির নেতাকর্মী এবং সাধারণ মানুষের এখন ব্যাপক কৌতূহল দলটিকে নিয়ে। জাতীয় নির্বাচনে কেমন অবস্থান হয় দলটির এ প্রশ্ন সবার। দলীয় সূত্রের দাবি পরিস্থিতি বুঝে জাতীয় পার্টি কৌশল ঠিক করতে চায়। এজন্য এখন আপাতত ৩০০ আসনে প্রার্থী দেয়ার প্রস্তুতি চলছে। প্রয়োজন হলে বিরোধী আন্দোলনেও শরিক হতে পারে দলটি। এ ছাড়া নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে সমঝোতা হলে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের।

এতদিন বিএনপি'র জোটে থাকলেও রাজনীতির মাঠে এখন এক রহস্যের নাম জামায়াত। তারা কী করবে, কী করছে তার কিছুই পরিষ্কার না। এ কারণে নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে সরকারের সঙ্গে আঁতাতের। যদিও দলটির নেতারা পরিষ্কার করেছেন এমন কোনো কিছু হয়নি। জামায়াত তার নিজস্ব অবস্থান থেকে কর্মসূচি পালন করে যাবে। অনেকে বলছেন, দৃশ্যপটে মনে হচ্ছে জামায়াতে এখন দুটি ধারা সক্রিয় রয়েছে। তরুণনির্ভর একটি ধারা যে করেই হোক নির্বাচনে যেতে চাইছে। এই ধারাটির কারও কারও সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ রয়েছে বলেও বলা হচ্ছে।

দলটির একটি সূত্রের দাবি- অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই দলটি আর সংঘাত-সংঘর্ষের রাজনীতিতে যেতে চায় না। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচনসহ আন্দোলন কর্মসূচির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। সর্বশেষ গত ১০ই জুন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের সমাবেশ রাজনীতিতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সরকারি অনুমতি নিয়ে করা এ সমাবেশে নেতাদের অনেকের বক্তব্যও কিছু রহস্যের জন্ম দেয়। ওই সমাবেশের পর অনেকে বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া ভিসা নীতির কারণে জামায়াত সহজে এই সমাবেশে করতে পেরেছে। আবার কেউ কেউ বলেছিলেন, সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতেই ওই সমাবেশ করার সুযোগ পায় দলটি। সমাবেশের পর এমন আলোচনা সমালোচনার মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতাদের বক্তব্য সমঝোতার গুঞ্জনের ডালপালা মেলতে সাহায্য করে। যদিও ওই সমাবেশের পর জামায়াতের পক্ষ থেকে আর বড় কোনো কর্মসূচি পালন করা হয়নি। যদিও নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে আগে থেকেই নিজেদের অবস্থান জানিয়ে আসছে জামায়াত। দলটির নেতারা জানিয়েছেন, কোনো জোটে না গেলেও জুলাই থেকেই তারা নির্দলীয় সরকারের দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি শুরু করবেন।

জামায়াতের মতো ধোঁয়াশার মধ্যে আছে আরেক ইসলামী দল- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দলটির প্রার্থী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম হামলার শিকার হওয়ার পর বেশ সক্রিয় দলটির নেতাকর্মীরা। বেশ কয়েকটি কর্মসূচি পালন করেছেন তারা। অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন দলের আমীরসহ কেন্দ্রীয় নেতারা। নির্বাচনকালিন একটি নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। এজন্য একটি রূপরেখাও উপস্থাপন করেছে দলটি। কিন্তু রাজনৈতিক কোনো জোটে যাবে কিনা বা নিজেরা কোনো জোট গঠন করবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট করেনি দলটি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, অতীত অভিজ্ঞতার কারণে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান কী হবে তা নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই।

জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বিরোধী দলগুলোর অবস্থান ও কর্মসূচি সতর্ক নজরে রেখেছে আওয়ামী লীগ। দলের নেতারা বলছেন, জুলাই থেকে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত মাঠের কর্মসূচি বাড়ানো হচ্ছে। বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন-কর্মসূচির বিপরীতে নিয়মিত সভা-সমাবেশ করা হবে। শান্তি সমাবেশের বাইরে জনসভা ও নির্বাচনী প্রচার সভাও হবে বিভিন্ন স্থানে। এ ছাড়া নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় সভানেত্রীও বিভিন্ন জেলা সফর করবেন। এসব সভা ঘিরে নেতাকর্মীদের চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করা হবে। এছাড়া জাতীয় নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ডের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল আসছে ঢাকায়। ওই প্রতিনিধিদলে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু'র নামও রয়েছে। বাংলাদেশ সফরকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এসব বৈঠকে চলমান রাজনৈতিক সংকটের সুরাহার পথ খোঁজা হতে পারে। নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তার কোনো সুরাহার সূত্রও আসতে পারে ওই সফর থেকে। সূত্রের দাবি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, মানবাধিকার এবং দ্বিপক্ষীয় বিষয় প্রতিনিধিদলের সফরে গুরুত্ব পাবে। সফরের সুনির্দিষ্ট তারিখ প্রকাশ না করা হলেও মধ্য জুলাইয়ে এটি অনুষ্ঠিত হবে এমনটা ধরে নিয়ে দূতাবাসের কর্মকর্তারা কাজ করছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। এর আগে গত জানুয়ারিতে ঢাকা সফর করে গেছেন মার্কিন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। দুইদিনের ওই সফরে তিনি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সরকারের বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন।

ধারণা করা হচ্ছে, ডনাল্ড লু'র সফরের ফলোআপ হিসেবেই উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দলের সফরটি হচ্ছে। সূত্র জানায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে সমঝোতার পরামর্শ দেয়া হতে পারে মার্কিন প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে। এছাড়া চলতি মাসেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধিদলও ঢাকা আসতে পারে। এই দলটির প্রতিনিধিরাও আওয়ামী লীগ বিএনপিসহ অন্যান্য দল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হবেন। এই প্রতিনিধি দলের রিপোর্টের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

এবার অবিক্রীত পশু বেশি

ঢাকা ডেস্ক: পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশে মোট ১ কোটি ৪১ হাজার ৮১২টি গবাদিপশু কোরবানি হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় ৯১ হাজার ৪৯টি বেশি। তবে কোরবানির সংখ্যা বাড়লেও গত বছরের চেয়ে কোরবানিযোগ্য পশু বিক্রি কমেছে। সরকারি হিসাবেই এবার চাহিদার চেয়ে সাড়ে ৩ লাখ কম পশু কোরবানি হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এবার কোরবানিযোগ্য পশুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৫ লাখ ৩৬ হাজার ৩৩৩টি। এর মধ্যে ১ কোটি ৪১ হাজার ৮১২টি পশু কোরবানি হয়েছে। ২৪ লাখ ৯৪ হাজার ৫২১টি পশু অবিক্রীত রয়ে গেছে বা কোরবানি হয়নি। গত বছর কোরবানিতে অবিক্রীত পশুর সংখ্যা ছিল ২১ লাখ ৬৯ হাজার ৭১৭। খামারিরা বলেছেন, মানুষ আর্থিকভাবে সংকটে রয়েছে। এতে এবার ছোট পশুর চাহিদা ছিল বেশি। কয়েকজন মিলে ভাগাভাগি করে পশু কোরবানি দেয়ার সংখ্যাও এবার উল্লেখ্যযোগ্য ছিল।

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এবার সবচেয়ে বেশি পশু কোরবানি হয়েছে ঢাকা বিভাগে ও ময়মনসিংহ বিভাগে।

মাঠ পর্যায়ের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা বিভাগে ২৫ লাখ ৪৮ হাজার ১৮৪টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ লাখ ৫১ হাজার ৭৭৭টি, রাজশাহী বিভাগে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৪৬৯টি, খুলনা বিভাগে ৯ লাখ ৪৯ হাজার ৫৮১টি, বরিশাল বিভাগে ৪ লাখ ৩০ হাজার ৬৭৩টি, সিলেট বিভাগে ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৩৯টি, রংপুর বিভাগে ১১ লাখ ৪৯ হাজার ১৮৭টি ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৯০২টি গবাদিপশু কোরবানি হয়েছে। কোরবানি হওয়া গবাদিপশুর মধ্যে ৪৫ লাখ ৮১ হাজার ৬০টি গরু, ১ লাখ ৭ হাজার ৮৭৫টি মহিষ, ৪৮ লাখ ৪৯ হাজার ৩২৮টি ছাগল, ৫ লাখ ২ হাজার ৩০৭টি ভেড়া এবং ১ হাজার ২৪২টি অন্যান্য পশু। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১ লাখ ৭১ হাজার ২১৭টি গরু, ৬ হাজার ৪৮০টি মহিষ, ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৫৯৫ টি ছাগল, ১ লাখ ২ হাজার ১৬ টি ভেড়া ও অন্যান্য ৮৭৬টি পশু, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ লাখ ২৯ হাজার ৬২টি গরু, ৮৭ হাজার ২১৪টি মহিষ, ৬ লাখ ৪১ হাজার ৯৭৮টি ছাগল, ৯৩ হাজার ১৮১টি ভেড়া ও অন্যান্য ৩৪২টি পশু, রাজশাহী বিভাগে ৭ লাখ ১১ হাজার গরু, ৯ হাজার ৪৬৯টি মহিষ, ১২ লাখ ৩১ হাজার ছাগল ও ১ লাখ ৮১ হাজার ভেড়া, খুলনা বিভাগে ২ লাখ ৭০ হাজার ২১৯টি গরু, ১ হাজার ৪৯২টি মহিষ, ৬ লাখ ৫২ হাজার ৭৩১টি ছাগল, ২৫ হাজার ১২৩টি ভেড়া ও অন্যান্য ১৬টি পশু, বরিশাল বিভাগে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৬৩৫ টি গরু, ৯৮৯টি মহিষ, ১ লাখ ৫১ হাজার ৫৬৪টি ছাগল ও ১ হাজার ৪৮৫ টি ভেড়া, সিলেট বিভাগে ১ লাখ ৯৯ হাজার ১৭২টি গরু, ১ হাজার ১৫৩টি মহিষ, ১ লাখ ৭২ হাজার ৭৪টি ছাগল ও ২১ হাজার ৬৪০টি ভেড়া, রংপুর বিভাগে ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৭২০টি গরু, ২৬৯টি মহিষ, ৫ লাখ ৪৬ হাজার ৩৫৭টি ছাগল ও ৬৫ হাজার ৮৩৩টি ভেড়া এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩৫টি গরু, ৮০৯টি মহিষ, ১ লাখ ৮৬ হাজার ২৯টি ছাগল ও ১২ হাজার ২৯টি ভেড়া কোরবানি হয়েছে।

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

বর্ষায় ফুসফুসের বাড়তি যত্ন জরুরি

(শেষের পাতার পর)

থেকে নিস্তারের উপায় কি? নিস্তারের উপায় সাবধানে থাকা। বর্ষায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ একটু বেশি থাকে।

সচরাচর আমরা মনে করি, সর্দি বা কাশি শুধুমাত্র শীতেই হয়। তবে বর্ষাকালেও ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সর্দি হতে পারে। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ যেমন- শিল্পকারখানা, বাজার, হোস্টেল, এমনকি বাসাবাড়িও বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে হতে পারে। এমন পরিবেশে সহজেই বেড়ে ওঠে ছত্রাকসহ বিভিন্ন অণুজীব। এসব অণুজীব সহজেই বাতাসের সাহায্যে আমাদের ফুসফুসে ঢুকে আক্রান্ত করে ফেলতে পারে। এখানে একটি বিষয় না বললেই নয়। ফুসফুসকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে অন্য অঙ্গগুলো ফেইলিউর হলেও রিভার্স করানো কিংবা বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু একবার যদি ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সব অঙ্গ ভালো থেকেও ফুসফুসকে রক্ষা করতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন?

বাসার ভেতর আর্দ্র ও শুষ্ক পরিবেশ রাখতেই হবে। ধুলোবালি বর্ষায় ঘরে নানাভাবে জমে। এই ধুলো অনেক সময় ক্ষতিকর হতে পারে। নিয়মিত ঘর পরিষ্কার করুন। বর্ষায় অনেকে ভেজা জামাকাপড় ঘরের ভেতরে রশি টাঙিয়ে শুকান। এমনটি করবেন না। কারণ ঘরের পরিবেশ স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। বর্ষায় ফ্রিজ থেকে অনেকেই ঠান্ডা পানি খাওয়ার অভ্যাস রাখেন। বাইরের ভ্যাপসা গরম থেকে এসে এমনভাবে খাওয়া ঠিক না। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খান। বর্ষায় খাদ্যনালী শুষ্ক থাকে। তাই খাদ্যনালী থেকে সংক্রমণ ঠেকাতে পর্যাপ্ত পানি পান করুন। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন

(শেষের পাতার পর)

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক এম-লিয়ানো মার্টিনেজ বাংলাদেশে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আজ সোমবার (৩ জুলাই) দুপুর ২টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মার্টিনেজ ও প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। রোববার বিকেলে বিষয়টি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেসসচিব হাসান জাহিদ তুষার।

মূলত কলকাতার ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের উদ্যোগে কলকাতায় আসছেন মার্টিনেজ। তবে তিনি যখন জানতে পারলেন বাংলাদেশ ভারতের পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্র, সাথে সাথে তিনি বাংলাদেশে আসার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। কারণ মিডিয়ার কল্যাণে এ দেশের আর্জেন্টিনা ভক্তদের কথা মেসি-মার্টিনেজরা সবাই জানেন। তাই কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও তিনি এই দেশটাকে দেখে যেতে চান।

ইতিমধ্যে এক ফেসবুক পোস্টে মার্টিনেজের ঢাকাগামী বিমানে ওঠার খবর জানিয়েছেন শতদ্রু দত্ত। অন্যদিকে মার্টিনেজের আগমন ঘিরে কলকাতায় উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। ৩ জুলাই রাতে কলকাতায় পা রাখার কথা তার। ৪ জুলাই মিলনমেলা প্রাঙ্গণে তিনি একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

পাঁচতারা হোটেলের সামনে

(শেষের পাতার পর)

জানান, আইএমজি নামে ভারতীয় মিউজিক গ্রুপ রয়েছে। যাদের তরফে প্রতি বছর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কনসার্টের আয়োজন করা হয়। আর সেই অনুষ্ঠান তিন দিন ধরে সারারাত চলে। আমিও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেই কমিটিতে ছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে সবকিছু গুছিয়ে আমরা নরিমান পয়েন্টে হাঁটতে যেতাম।

তিনি আরও বলেন, এমনই একদিন আমায় বাকিরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। বলা হয় ওবেরয়-দ্য পামস-এর কফি শপে গিয়ে খাবার চাইতে হবে বাইরে থেকে। আমিও সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বাইরে থেকে কাচের দরজায় টোকা দিতে থাকি, আর বলতে থাকি- 'আমি কাল রাত থেকে কিছু খাইনি। আমাকে দয়া করে কিছু খাবার দিন'। বিশ্বাস করুন, লোকজন ভীষণ বিরক্ত হন! কোনো উত্তরই পাইনি, লোকজন একবার তাকিয়েছেন মাত্র। ওরা বুঝতেও পারেননি আমি অভিনেত্রী। অগত্যা আমার বন্ধুরা ভীষণ লজ্জায় পড়ে বলেন- এবার ডেকে নেন।

খুব শিগগিরই 'নিয়ত' ছবিতে গোয়েন্দার বেশে দেখা যাবে বিদ্যা বালানকে। এ ছবিতে তার সঙ্গে রয়েছেন রাম কাপুর, রাহুল বোস, নীরজ কবি, শাহানা গোস্বামী, অমৃতা পুরি, দীপান্বিতা শর্মা এবং নিকি ওয়ালিয়া।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!

Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২ মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।

যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।

যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দুরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**

৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

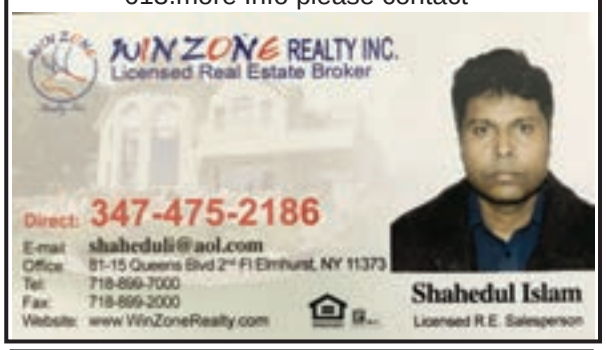

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

বিক্রি করা হবে

একটা পিজা স্টোরের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। 2 Oven, 5 refrigerator & freezer, One Greel, One fryer, Two A/C (wall mount), One pizza dough mixer messing, One pizza display counter, rack, camera system, me. যোগাযোগ: **৬৪৬-৬১০-৯০৯২** অথবা **৩৪৭-২১৩-৩৩১৩.** মে-২২/২৯

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে গণসংবর্ধনা দিতে ব্যাপক প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাষ্ট্র এসেছেন। শনিবার (১ জুলাই) রাত ১১টার দিকে তিনি নিউইয়র্কের জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলে সিলেটের প্রবাসীরা বিশেষ করে প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এদিকে নাসির উদ্দিন খান খানের যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীর আয়োজনে সার্বজনীন গণসংবর্ধনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আয়োজনটিকে সফল করতে গত ২৭ জুন মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটির ওজন পার্কের দেশী সিনিয়র সেন্টারে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। এ সময় বিভিন্ন আলোচনার পর আগামী ৯ জুলাই দেশী সিনিয়র সেন্টারে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানটি আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত। অনুষ্ঠান সফল করতে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান এবং সদস্য সচিব বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জালালাবাদ এসোসিয়েশন-এর সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী বদরুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, আহমদ মোস্তফা বাবুল, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমদ, খাসাড়ীপাড়া সোসাইটি সভাপতি শামসুল আবদীন, হাজী নিজাম উদ্দিন, প্রফেসর কামাল আহমদ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোলাম মর্তুজা, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ জামাল আহমদ, আমিনুল ইসলাম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মোঃ আলিম, সাবেক ছাত্রনেতা ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সাব্বির আহমেদ, সারোয়ার হোসেন, মস্তাক আহমদ, ইফতেখার হোসেন নাজু, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রচার সম্পাদক ফয়ছল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এডভোকেট নাসির উদ্দিন খান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর এটা তার প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর। তাকে বরণ করে নিতে দলীয়ভাবে এবং তার নির্বাচনী এলাকার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের আয়োজনে একাধিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনেরও প্রস্তুতি চলছে।

বাংলাদেশসহ ৬২ দেশ ভোটদানে বিরত

(শেষের পাতার পর)

২৯ জুন বৃহস্পতিবার ভোটদানে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতসহ ৬১টি দেশ বিরত থাকে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। সিরিয়ায় গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানতে চান তাদের আত্মীয় বা প্রিয়জন কোথায় আছেন?

তাদের সহায়তা করার জন্য জাতিসংঘ একটি মেকানিজম তৈরি করার চেষ্টা করছে। বৃহস্পতিবার এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর ফলে সিরিয়ার যুদ্ধে গুম হওয়া ওইসব ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে জানতে একটি নিরপেক্ষ বডি গঠন করবে জাতিসংঘ। পরিষদের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে ৮৩-১১ ভোটে প্রস্তাব পাস হয়। প্রস্তাবের যারা বিরোধিতা করেছে তার মধ্যে অন্যতম সিরিয়া। তারা বলেছে- নতুন করে গঠন করা ওই মেকানিজমকে সহযোগিতা করবে না সিরিয়া।

রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, ভেনিজুয়েলা, কিউবা এবং ইরান 'না' সূচক ভোট দেয়। লুক্সেমবার্গের নেতৃত্বে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়েছে, ১২ বছরের সিরিয়া যুদ্ধের পরও সেখানে যেসব মানুষ গুম হয়েছেন তাদের পরিণতি অথবা তারা কোথায় আছেন- এ বিষয়ে তাদের পরিবারের কাছে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে। প্রস্তাব পাস হওয়ার ফলে জাতিসংঘের অধীনে একটি নিরপেক্ষ 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্টিটিউশন অব মিসিং পারসন্স ইন দ্য সিরিয়ান আরব রিপাবলিক' গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এতে ভিকটিম, যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে এবং গুম বা নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারকে পর্যাপ্ত সহায়তা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাবের অধীনে ৮০ কর্মদিবসের মধ্যে একটি নতুন এই 'ইনস্টিটিউটের' শর্তাবলী উপস্থাপন করবেন। দ্রুততার সঙ্গে তা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেবেন এবং একে অপারেশনে ব্যবহার করবেন। প্রস্তাবে ১০০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রস্তাব বাস্তবায়নের বিষয়ে রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করা হয়েছে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরাঁকে।

প্রস্তাবটি ভোটে দেয়ার আগে সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘে নিযুক্ত লুক্সেমবার্গের রাষ্ট্রদূত অলিভার মায়েস বলেন, প্রতিটি দিনই (সিরিয়ায় গুমের শিকার ব্যক্তিদের) পরিবারগুলো, বিশেষ করে নারীরা প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা তাদের প্রিয়জনের সন্ধান অব্যাহত রেখেছেন। ফলে তাদের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। মানসিকভাবে ক্ষতের শিকার হচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, গত আগস্টে একটি রিপোর্টে গুতেরাঁ সুপারিশ করেছিলেন যে, ওইসব নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিণতির বিষয়টি স্পষ্ট করতে একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করছে জাতিসংঘের সদস্যরা। এক্ষেত্রে তিনি বর্তমানে যেসব প্রতিষ্ঠান এ কাজ করছে তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয় নেই উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিজনদের মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে রিপোর্ট করতে ছুটতে হয়। এক্ষেত্রে অলিভার মায়েস বলেন, নতুন যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হবে তা হবে 'ওয়ানস্টপ শপ'। অর্থাৎ এক স্থানেই সমাধান পাওয়া যাবে।

তবে রাজনীতিকীকরণ করে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে বলে দাবি করছেন জাতিসংঘে সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত বাসাম সাব্বাঘ। তিনি বলেন, এটা হলো তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ। তিনি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'না' ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তি বিষয়ক সমস্যার সমাধান করেছে সিরিয়া। আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে গুমের শিকার ব্যক্তিদের বিষয়ে সব অভিযোগের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সিরিয়ার আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয়েছে।

গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নতুন যে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে ভিকটিম, জীবিত যারা ফিরে এসেছেন তারা এবং গুমের শিকার পরিবারগুলোর প্রতিনিধিত্ব রাখা উচিত। এর কাজ হবে পক্ষপাতিত্বহীন, স্বচ্ছ এবং অকাট্য সূত্র ও তথ্য।

ঢাবি'র ১০২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নিউইয়র্কে প্রাক্তন

শিক্ষার মান কমে যাওয়া নিয়ে দেশে-বিদেশে আলোচনা উঠেছে। বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে ঢাবির অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন প্রাক্তন শিক্ষার্থী

(শেষের পাতার পর)

মিলনমেলার আয়োজন করা হয় কুইন্সের লাগুর্ডিয়া এয়ারপোর্ট মেরিয়টের ব্যাংক ওয়েট হলে। শুধু নিউইয়র্ক নয়, আনন্দ ভাগাভাগী করতে এই অনুষ্ঠানে ছুটে আসেন নিউজার্সি, ভার্জিনিয়া, পেনসেলভেনিয়াসহ ভিন্ন স্টেটে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

নিজেদের প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিনটা কেক কাটার মাধ্যমে শুরু করেন প্রবাসে থাকা ঢাবি শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষার্থীরা।

এর আগে পরিচয়পর্বে ঢাবি'র সাবেক শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন। তাদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং কর্মকান্ড সম্পর্কেও পরস্পরকে জানান। অনুষ্ঠানের বড় অংশজুড়ে ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিচারণ। এতে সাবেক শিক্ষার্থীদের অনেকে যেমন আনন্দে উদ্বেলিত হন, আবার অনেকে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিচারণ করেন ড. এনাম সরকার, সাংবাদিক আবুল কাশেম, কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, মাহমুদ খান মেনন, মুক্তি জহির, প্রযুক্তিব্যবসায়ী কায়েস মোহাম্মদ আলমগীর, ড. ইব্রাহীম খলিল, সিলভিয়া সাবরিন, মো. খলিলুর রহমান, হজরত আলী, ইকবাল মোরশেদ ,আনোয়ার খান, আরেফিন তুলু, ইমামুদ্দিন, ইকবাল মাসুদ, শামীমা জাহান, রুবি আফরিন এবং ফাতিমা মৌসুমী।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। আমাদের জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছে এই একটি প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে উদার হওয়ার শিক্ষা দেয়, মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করার শিক্ষা দেয়, সর্বোপরি দেশ ও দশের কল্যাণে কীভাবে আরও কাজ করা যায়, তার শিক্ষা দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বক্তারা আরও বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, যে একটি জাতির জন্ম দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়াসহ সকল বড় বড় আন্দোলন সংগ্রামের সুতিকাঘার এই বিশ্ববিদ্যালয়। তবে সময়ের ব্যবধানে এর

এবং লেখক কাজী জহিরুল ইসলাম ও ড. ইব্রাহীম খলিলের হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। লেখালেখির মধ্য দিয়ে তারা দু'জন দেশে-বিদেশে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। সম্মাননা গ্রহণ করে কবি জহির বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সকল অর্জন ও আনন্দের মূল প্রেরণা। ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামীর তরুণদের নিয়ে আশায় উদ্দীপ্ত হওয়ার কথা বলেন। প্রসঙ্গত, কয়েক দশক ধরে লেখালেখির জগতে থাকা কাজী জহিরুল ইসলামের বইয়ের সংখ্যা ৯৭ এবং ড. ইব্রাহীম খলিলের বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৬০।

ঢাবি'র সাবেক শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ম্যারিয়ট পরিণত হয় এক টুকরো টিএসসি, মলচত্বর বা কার্জন হলে। আগামী বছর আরও বৃহত্তর পরিসরে জন্মোৎসব করার প্রত্যয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE

নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং

রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 03 // 2023

ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীষ্মকাল শুরু হতে না হতেই প্রবাসী বনভোজনে মেত উঠেছেন। প্রতি উইকডেতেই চলছে বিভিন্ন সংগঠনের বনভোজন আয়োজন। ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন আগামী ১২ আগষ্ট শনিবার নিউইয়র্কের সানকিন মেডো ষ্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। ভোজন ছাড়াও অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকবে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফল ড্র। অনুষ্ঠানটি সফল করতে মোহাম্মদ আলমগীর সরকারকে আহ্বায়ক ও মোহাম্মদ ইদ্রিস আলীকে সদস্য সচিব এবং কাজী তোফায়েল ইসলামকে প্রধান সমন্বয়কারী করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক শাহ মোয়াল্লেম হোসাইন প্রবাসী সকল ব্রাক্ষণবাড়িয়াবাসীকে বনভোজন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

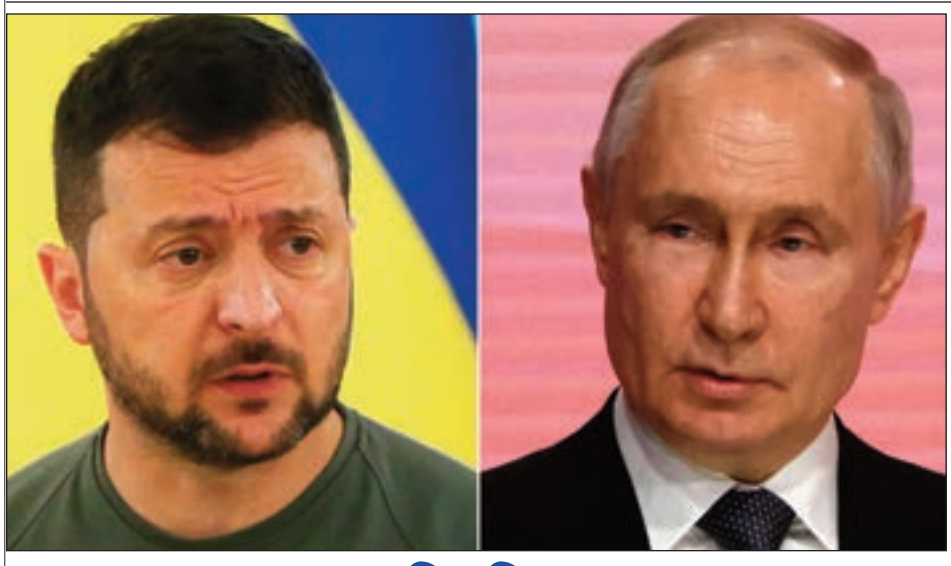

আমার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন পুতিন: জেলেনস্কি

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুলাই : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কীভাবে পুতিন তার চেয়ে বেশি বিপদে আছেন, তার একটি যুক্তিও দিয়েছেন তিনি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, শনিবার রাতে রাজধানী কিয়েভে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেন যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরেন জেলেনস্কি। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন কিয়েভ সফররত স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ।

খবরে বলা হয়েছে, সংবাদ সম্মেলনে জেলেনস্কির কাছে চাওয়া হয়- তিনি বিপদে আছেন কি না কিংবা তার জীবন হুমকিতে রয়েছে কি না? এর জবাবে উপরোক্ত কথা বলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।

জেলেনস্কি বলেন, 'সত্যি বলতে কি, আমার চেয়ে পুতিনের জন্য পরিস্থিতি বেশি বিপজ্জনক। কারণ শুধু রাশিয়াই আমাকে হত্যা করতে চায়। অপরদিকে গোটা বিশ্ব তাকে (পুতিন) মারতে চায়।'

এ সময় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানান, দেশটির পূর্বাঞ্চলে তাদের সেনাদের হামলায় রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। শুধু ওই অঞ্চলেই ওয়াগনারের ২১ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধাকে হত্যা করেছে ইউক্রেনীয় সেনারা।

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন সংঘর্ষ হচ্ছে দেশটির পূর্বাঞ্চলে। আর ওই অঞ্চলটিতেই রাশিয়ার সশস্ত্র আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার মস্কোর হয়ে ইউক্রেনীয় যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অথচ তারা প্রয়োজনীয় রশদ পাচ্ছে না মস্কোর কাছ থেকে।

ওয়াগনারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ করছে না। এ জন্য সম্প্রতি তারা রুশ সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি আপাতত শান্ত হয়।

ইউক্রেনীয়দের হাতে ওয়াগনারের ২১ হাজার যোদ্ধা নিহত

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুলাই : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি দাবি করেছেন, দেশটির পূর্বাঞ্চলে তাদের সেনাদের হামলায় রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। শুধু ওই অঞ্চলেই ওয়াগনারের ২১ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধাকে হত্যা করেছে ইউক্রেনীয় সেনারা।

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন সংঘর্ষ হচ্ছে দেশটির পূর্বাঞ্চলে। আর ওই অঞ্চলটিতেই রাশিয়ার সশস্ত্র আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার মস্কোর হয়ে ইউক্রেনীয় যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, শনিবার রাতে রাজধানী কিয়েভ থেকে ইউক্রেন যুদ্ধের সবশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এ সময় ওয়াগনারের ২১ হাজার সেনা হত্যার দাবি করেন তিনি। এ ছাড়া প্রচণ্ড লড়াইয়ে ভাড়াটে বাহিনীটির আরও ৮০ হাজার যোদ্ধা গুরুতর আহত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুতিনের নির্দেশে ইউক্রেনে অভিযান শুরু করে রুশ বাহিনী। ওই হামলার শুরু থেকেই রাজধানী কিয়েভে বসে যুদ্ধের গতিবিধি নিয়ে নিয়মিত আপডেট জানাচ্ছেন জেলেনস্কি।

খবরে বলা হয়েছে, কিয়েভ সফরে যাওয়া স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের সঙ্গে শনিবার সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন জেলেনস্কি।

ধাক্কা খেয়ে নতুন পথে বাইডেন

ঢাকা ডেস্ক, ২ জুলাই : সুপ্রিমকোর্টের বাতিল করা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষিত ৪৩০ বিলিয়ন ডলারের শিক্ষাঋণ বাতিলে বিকল্প চিন্তা করছে হোয়াইট হাউজ। গত বছর করোনা মহামারির কারণে ক্ষতির মুখে পড়া শিক্ষার্থীদের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দিয়েছিলেন জো বাইডেন। এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন শিক্ষার্থী, প্রগতিশীল কর্মী ও আইনপ্রণেতারা।

তবে তার এই প্রস্তাব আটকে দিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি জন রবার্টসের লিখিত রায়ে বলা হয়েছে, 'এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার বাইডেন প্রশাসনের নেই।' এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব ঋণগ্রহীতাই বাইডেন প্রশাসনের ঋণ মওকুফ কর্মসূচির সুযোগ নেবে।

সুপ্রিমকোর্টের এমন সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এমন সিদ্ধান্তে মার্কিনরা ক্ষুব্ধ হবেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদ্যমান আইনকানুন ব্যবহার করেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ঋণের বোঝা কমানোর উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলেন, বিকল্প আইনি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ছাত্রদের ঋণ বাতিল করার পরিকল্পনা করছেন। বাইডেন বলেছিলেন, তার প্রশাসন ১৯৬৫ সালের উচ্চশিক্ষা আইনের মাধ্যমে ছাত্র ঋণ মওকুফে কাজ করবে, যেখানে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ঋণ পরিবর্তন, মওকুফ বা আপস করার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি হোয়াইট হাউজ থেকে দেওয়া মন্তব্যে বলেন, আমার দৃষ্টিতে ঋণগ্রহীতাদের পরিত্রাণ প্রদানের জন্য এখন এটিই সহজ উপায়। এক্ষেত্রে আইনি কোনো জটিলতা নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে এটির জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট আরও জানান, ইতোমধ্যেই তিনি তার প্রশাসনকে যত দ্রুত সম্ভব আইনের অধীনে এসে যা কিছু সম্ভব তাই করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের রায়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, শিক্ষামন্ত্রী মিগুয়েল কার্ডোনা উচ্চশিক্ষা আইন ১৯৬৫-এর মাধ্যমে নিয়ম তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

কার্ডোনা বলেছেন, ঋণ বাতিলের অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে একটি ব্লক করা হয়েছে, বাকিগুলো তো সচল। তিনি বলেন, যেসব ঋণগ্রহীতারা অক্টোবরে শিক্ষাঋণ বিলার বিরতি শেষ হলে অর্থপ্রদান করতে পারবেন না তারা মিস পেমেন্টের সঙ্গে আসা ঋণ সুধ পরিশোধে এক বছর সময় পাবেন। এমনকি ১ অক্টোবর-২০২৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর-২০২৪ পর্যন্ত 'অন-র‍্যাম্প' সময়কালে সেই ঋণগুলোতে সুদ জমা হতে শুরু করলে যেসব ঋণগ্রহীতা অর্থপ্রদান করেন না তাদের ব্যাপারে ক্রেডিট এজেন্সিগুলোতে রিপোর্ট করা হবে না।

শিক্ষাঋণের বোঝা কমানো বাইডেনের নির্বাচনি অঙ্গীকারের অংশ ছিল। ১৫ বছরে দেশটিতে শিক্ষাঋণের পরিমাণ প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। ২০০৭ সালে মার্কিন শিক্ষার্থীদের ওপর ঋণের বোঝা ছিল প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলারে।

শিক্ষাঋণ গ্রহণকারী ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী এর দ্বারা উপকৃত হবে বলে বাইডেন প্রশাসন এ প্রস্তাব করেছিল। তবে রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্ব থাকা নেব্রাস্কা, মিসৌরি, আর্কানসা, আইওয়া, ক্যানসাস ও সাউথ ক্যারোলিনা রাজ্যে শিক্ষাঋণ মওকুফের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মামলা করে। অভিযোগে বলা হয়, বাইডেন অতি মাত্রায় ক্ষমতা ব্যবহার করছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার নেই।

সুপ্রিমকোর্ট এসব রাজ্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে ঋন বাতিলের প্রস্তাবটি নাকোচ করে দেয়। যার মাধ্যমে যা গত আগস্টে বাইডেন প্রশাসনের পদক্ষেপ নেওয়ার পর থেকে ঋণ বাতিলের জন্য আবেদনকারী ২৬ মিলিয়ন মানুষের আশা ধূলিসাত করে দিয়েছে। ছাত্র ঋণ বাতিলের আন্দোলনের জোট 'উই দ্য ৪৫ মিলিয়ন'-এর নির্বাহী পরিচালক মেলিসা বাইর্ন বলেন, বাইডেন প্রশাসনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাদেরই রক্ষা করতে হবে। এটি আমাদের মর্যাদার লড়াই। ছাত্র ঋণ বাতিল করতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমার ছাত্র ঋণ বাতিল কর্মসূচি আটকে দেওয়া আদালতের ভুল ছিল, ভয়াবহ ভুল সিদ্ধান্ত ছিল-বলছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

জ্যামাইকা দারুস সালাম মসজিদের ঈদ জামাত

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA

বর্ণিল আয়োজনে জ্যাকসন হাইটস ঈদ মেলা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশের সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বানের মধ্য দিয়ে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সিরিয়ায় গুমের শিকার ব্যক্তিদের নিয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাবে

বাংলাদেশসহ ৬২ দেশ ভোটদানে বিরত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিরিয়ায় গুম বা নিখোঁজ হওয়া এক লাখ ৩০ হাজার মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি কী হয়েছে তা জানতে একটি নিরপেক্ষ মেকানিজম বা বডি গঠন করবে জাতিসংঘ। এ বিষয়ক প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদে ভোটদানে বিরত ছিল বাংলাদেশ। প্রস্তাবে গত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

কোনো কোনো পরিচালকের কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ

পিপলস ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায়ই ছিল দুর্নীতি

ঢাকা ডেস্ক: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন বাতিল হয়ে যাওয়া পিপলস ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরুতেই দুর্নীতির পরিকল্পনা করেছিলেন ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য যে অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজন সেগুলো তার ছিল না। ব্যাংকের মূলধনের জোগান দেওয়ার মতো আর্থিকভাবে সক্ষম কোনো উদ্যোক্তার আশ্বাসও পাননি তিনি। শুধু সরকারের একজন নীতিনির্ধারকের যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তার সঙ্গে গড়ে ওঠা সখ্যের কারণে আবুল কাশেম ব্যাংক (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

ঢাবি'র ১০২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নিউইয়র্কে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পা রাখলো ১০৩ বছরে। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ৮৪৭ শিক্ষার্থী, ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। তারপর শতবর্ষ পেরিয়ে এটি এখন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্মদিন উপলক্ষে গত ১ জুলাই নিউইয়র্কে বসেছিল এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এই (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাবওয়েতে দুর্বৃত্তের হামলায় বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু আহত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট রাজনৈতিক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ(বাকি অংশ ১৮ পাতায়

উত্তর আমেরিকায় ঈদুল আযহা উদযাপিত

জেএমসি'র আয়োজনে নিউইয়র্কে বড় জামাত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বুধবার (২৮ জুন) নি-উইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকার পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন হয়েছে। ঈদুল আযহা মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। ঈদুল আযহা উদযাপনের অন্যতম প্রধান কর্মকান্ড হচ্ছে ঈদের নামাজ আদায় করার পর সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী। চমৎকার আবহাওয়ায় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-জেএমসি'র আয়োজনে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

বিশ্বময় লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ

জাফর আহমাদ

বিশ্বময় মুসলমানরাই কেন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। ভারত, কাশ্মির, উইঘর, মিন্দানাও, ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম-অমুসলিম সবদেশে মুসলমানরাই শুধু অপমানিত (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন মার্টিনেজ

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন করার পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিলেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। ৩৬ বছর পর (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলথ টিপস

বর্ষায় ফুসফুসের বাড়তি যত্ন জরুরি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বর্ষায় বৃষ্টি বারান্দায় বসে থাকা অনেকের মন চাঙা করে। কিন্তু নগরের রাস্তায় নামলে ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি। এসব (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিনোদন

পাঁচতারা হোটেলের সামনে ভিক্ষা করেছি : বিদ্যা

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড তারকা বিদ্যা বালান পাঁচতারা হোটেলের সামনে নাকি ভিক্ষা করেছেন। কেন তিনি ভিক্ষা করেছিলেন- এক সাক্ষাতকারে জানালেন সেই কথা। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের। বিদ্যা বালান (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে গণসংবর্ধনা দিতে ব্যাপক প্রস্তুতি

বিশেষ প্রতিনিধি: সিলেট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সিলেট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com